ভাগ্যলক্ষ্মী

(গার্হস্থ্য উপন্যাস)

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী

প্রণীত।

প্রকাশক—

মজুমদার লাইব্রেরী

১০৬ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

১৩২৭

মূল্য ১৷০ দেড় টাকা।


প্রকাশক
শ্রীভোলা নাথ
দেব
মজুমদার
লাইব্রেরী
২৩, ঝামা পুকুর
লেন

১ম সংস্করণ


প্রিন্টার
শ্রীনুট বিহারি মজুমদার
মজুমদার প্রেস
১০৬ অপার চিৎপুর রোড।

উৎসর্গ।

পরম কল্যানীয়া—

শ্রীমতী রাধারাণী দাসী।

রাধারাণি-মা,

'পাষাণে জল ঝরে—

শুক্‌নো ডালে কলি ফোটে।'

এই গান শুনিতে শুনিতে বিহ্বল—তন্ময় অন্তরে সহসা এক শুভ, পুণ্য-মুহূর্ত্তে এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্নের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তি পুঞ্জীভূত হইয়া যে দুটীমাত্র অক্ষর—মহা বীজমন্ত্ররূপে—সেই জ্যোতিরাশির ভিতরে দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়াছিল, তোমার নামে তাহার সামঞ্জস্য দেখিয়া 'ভাগ্যলক্ষ্মী' তোমারই করে অর্পণ করিলাম। তুমি যে মহাবংশে যে মহতের কন্যারূপে আসিয়াছ, তাহাতে তোমার জীবনে এ নামের সার্থকতা সম্পাদিত হোক্—এই ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ!

রথযাত্রা
১৩২৭

গ্রন্থকার—

ভাগ্যলক্ষ্মী

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাধারণ সাংসারিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইয়া শ্যামপুরের বুনিয়াদী বড়মানুষ গোকুল দত্তের মেয়ে শৈলবালার সঙ্গে গরীব নন্দ চৌধুরীর মেয়ে কুসুমের সখিত্ব যখন প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহাতে যে শুধু লোকের চোখ টাটাইয়াছিল এমন নয়, সে ব্যাপারের টীকা-টিপ্পনী কুসুমকে ছাড়াইয়া আরও উপরের দিকে উঠিতে ও বিরত ছিল না। বিশেষ করিয়া—যখন তেরো বছরের শৈলবালার অতি সহজে এক কথায় বিবাহ হইয়া গিয়াছিল আর কুসুম চৌদ্দতে পা দিয়াও তাহার 'আইবুড়ো' নাম ঘুচাইতে পারে নাই, তখন সেই সকল আলোচনা একেবারে উদ্দাম হইয়া গ্রামের নিষ্কর্মা বৃদ্ধ মাতব্বরের দলকে মাতাইয়া প্রকাশ্যভাবে নন্দ চৌধুরীকে পর্য্যন্ত নাড়াচাড়া দিতে ছাড়ে নাই।

সে ঢেউ সেইখানে নিবৃত্ত হইলেও বা কথা ছিল, কিন্তু প্রবল ঝড়ে বড় গাছগুলাকে, যখন ওলোট-পালট করিয়া দেয় তখন ছোটখাট লতাগুল্ম—ঝোপ ঝাপ গুলাকেও একবার নাড়া না দিয়া থামে না। তেমনি সেই হিল্লোল উপর হইতে নীচের দিকে প্রবাহিত

হইয়া নিষ্কর্ম্মা যুবক এবং বয়াটে বালকের দলকেও নাচাইয়া মাতাইয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তেমনি দিনে ওই চৌধুরীদেরই পুরোহিত ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তীর বাইশ বছরের বংশধর দুর্ল্লভচন্দ্র—তিনবারের পর—সগৌরবে থার্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া যখন ফুটবল ও থিয়েটারের দল প্রভৃতি করিয়া গ্রামের উন্নতি বিধানের দিকে মন দিয়া বসিল, তখন তাহারা—সেই নবীন জীবনের উন্মাদনায় মাতোয়ারা হইয়া—তার চারিদিকে এমন জমাট বাঁধিয়া ঘিরিল যে দুর্ল্লভচন্দ্র একেবারে—দিগ্বিজয়ী সেনাপতির গৌরবে—ধরাকে সরার মত দেখিতে ছাড়িল না। তখন তাহাদের বৈঠকে তাস পাশা হইতে আরম্ভ করিয়া কি যে বাকী রহিল তা বলা কঠিন। শেষকালে—ছোটবড়—সকলের হাঁড়ীর খবর অবধি আলোচিত হইতে সুরু হইয়া গ্রামের উন্নতির যে সকল উপায় নিরাকৃত হইতে লাগিল, তাহার সকল গুলি কার্য্যে পরিণত হইলে গ্রামবাসীগণকে যে—প্লেগের ভয়ের মত—অতিষ্ঠ হইয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে হইত তা শপথ করিয়া বলা যাইতে পারে।

অতঃপর সেই বৈঠকে যেদিন চৌধুরীদের কুসুমের কথা পড়িল—সেই দিন হইতে দুর্ল্লভচন্দ্র—সহসা এক আশ্চর্য্য স্বাস্থ্যতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া রোজ দুপুরে খেলার আড্ডা তুলিয়া দিয়া—দলবল লইয়া পুকুরের মৎস্যকুলের নিধন সাধনে এমন মনোযোগী হইয়া উঠিল যে পল্লী-রমণীগণের ঘাট সরা দায় হইয়া পড়িল।

দত্ত-বাড়ীর পিছন দিকে একটা আমবাগানের পরেই বিখ্যাত 'বাঁধাপুকুর' তাঁহার হাড়গোড়ভাঙ্গা পইঠাগুলাকে অতি যত্নে

বুকে ধরিয়া কোন এক অতীত যুগের সেই বংশেরই কোন এক মহাপুরুষের গৌরবময় নামটুকু কোন রকমে বিস্মৃতির গর্ভ হইতে টানিয়া রাখিয়াছিল। তা ছাড়া আর যা কিছু, তাহার অধিকাংশই সে বংশের বংশধরগণের হাত হইতে ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া পিছলাইয়া গিয়া—অল্প দূরবর্ত্তী—বেতড় গ্রামের উদীয়মান সিংহ বাবুদের বরণ করিয়া লইতেছিল। তবুও 'মরা-হাতী লাখ টাকা' বলিয়া দত্তবাবুরা পূর্ব্বের দবদবা হইতে একেবারে বঞ্চিত হন নাই। তখনো গোকুল দত্তের দেউড়ীতে একজন প্রাচীনকালের সর্দ্দার 'পাক্' থাকিত এবং তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের অতীত কীর্ত্তি সেই 'বাঁধা পুকুরের' জল ভাল বলিয়া গ্রামের প্রায় বার আনা লোক সেই পুকুর সরিত।

বাঁধাপুকুরের ওপারে—গাঁয়ের সদর রাস্তার ধারে—তেমনিতর আর একটা সান বাঁধানো ঘাটের চাতালে প্রাচীন বকুল গাছের তলায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে যথানিয়মে একবার করিয়া গাঁয়ের বৈঠক বসিত ;—ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী ছিলেন তাহার একজন মাতব্বর। সেই বকুল তলায়—দামু মুদীর দোকানে সওদা লইতে আসিয়া চক্রবর্ত্তী খুড়োর সেই বৈঠকে যোগ দিয়া অন্ততঃ দুই ছিলিম তামাক না পোড়াইয়া কেহই ঘরে যাইত না। কিন্তু সকাল হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গ্রামের মেয়েদের ঘাট সরিবার জন্য যখন সে স্থানটা শূন্য পড়িয়া খাঁখাঁ করিত, সেই সময়ের ভিতরে ঠিক দুপুর বেলাটাকেই মৎস্য শীকারের সন্ধিক্ষণ স্থির করিয়া লইয়া যখন দুর্ল্লভচন্দ্র সদলবলে সেখানে গিয়া বাঁধাপুকুরের চারিদিকে আসর জমকাইয়া বসিতে আরম্ভ করিল, তখন পুকুরের মৎস্যকুলের যত বিভীষিকার কারণ

না ঘটুক, তার চেয়ে বেশী ভয় ও অসুবিধার কারণ ঘটিল—ঘাটে সকল কুলাঙ্গনাগণের।

তবুও—দুর্লভচন্দ্রের সেনাদলের প্রতাপের ভয়ে কেহই সে কথা গোকুলবাবুর কাণে তুলিয়া প্রতিকারের প্রার্থনা করিতে সাহস করিল না, সকলেই কোন রকমে নিজে সামলাইয়া চলিতে লাগিল। তাহার ফলে সেই দলের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল মেয়েদের একেলা ঘাটে আসিবার পথ ততই রুদ্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল।

দত্তবাড়ীর বুড়া ঝি বাঁমায় মা' দুপুর বেলা ঘাট সরিতে আসিয়া, শীকারীদলের ব্যাপার দেখিয়া, বিরক্ত হইয়া আপন মনে গজ্ গজ্ করিয়া চলিয়া যাইতে না যাইতেই আমবাগানের গাছের ফাঁক দিয়া যখন একখানি লাল কস্তাপেড়ে নীলাম্বরীর আঁচলটুকু বায়ুহিল্লোলে কাঁপিতে কাঁপিতে নিশানের মত উড়িয়া বাহির হইল তখন তাহার ঢেউ গিয়া বিদ্যুতের মত চকিতে শীকারীর দলে লাগিয়া এমন একটু চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিয়া দিল যে, ভবতারণ চুপি চুপি দুর্লভচন্দ্রের গা টিপিয়া কহিল—

"ওইরে দেখ।"

দুর্লভচন্দ্র একবারমাত্র আড়চোখে চাহিয়াই, সহসা সোৎসাহে প্রবলভাবে হাঁচিল—

"হ্যাঁ—চ্—চ্ছো।"

বিরক্ত হইয়া মৃদুস্বরে আপনা আপনি বকিতে বকিতে কুসুম কলসীকাঁখে বাগানের বাহিরে আসিয়া, ঘাটের দিকে পা বাড়াইয়াই

থমকাইয়া দাঁড়াইল, ঈষৎ বক্রনেত্রে চারিদিকে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়াই সভয়ে কাঁপিয়া মুখ নামাইয়া লইল। তখন ও পারের ঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া এ পারের দত্তবাড়ীর ঘাটের অনতিদূর অবধি সারি সারি শীকারীর দল গম্ভীর ভাবে বসিয়া আপন আপন ফাৎনার উপর অত্যন্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছিল।

কয়দিন হইতেই ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া কুসুমের এই বিপত্তি ঘটিতেছিল, তাই সে যথাসম্ভব সকাল করিয়া নাহিতে আসিয়াছিল। তবু—পল্লীগ্রামের গরীবের ঘরে—সমস্ত কাযকর্ম্ম সারিয়া দুপরের আগে কিছুতেই নাহিবার অবসর করিয়া লইতে পারে নাই। এদিকে অন্যদিনের অপেক্ষা শীকারীর দল সে দিন যে তাহাদের ঘাটের এত কাছে ঘেঁসিয়া বসিবে, তা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। ওদিকে—ঘরে তাহার মাতা হাঁড়ী লইয়া বসিয়াছিলেন, সন্ধ্যার সময়ে শৈলবালার বর আসিবার কথা বলিয়া খাইয়া উঠিয়াই তাহাদের বাড়ী যাইবার তাড়া ছিল। কিন্তু শীকারীর দল ঘাটের এত কাছে যে—জলে নামিবার উপায় ছিল না। কুসুম বিপদ গণিল—তেল গায়ে তেমন করিয়া রৌদ্রে দাঁড়াইয়া পুড়িবেই বা কতক্ষণ? পাড়ার মেয়েছেলেও ঘাটে আর কেউ ছিল না। অথচ লক্ষণে যেরূপ প্রকাশ পাইতেছিল তাহাতে শীকারীর দল যে সে স্থান ত্যাগ করিয়া শীঘ্র উঠিয়া যাইবে তাহারও সম্ভাবনা ছিল না। কুসুম—ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া—খানিকক্ষণ নতমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু তাহাতেও শীকারীর দল যখন একটুও নড়িল না, তখন

সে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, নতমুখে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে আরও ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ব্যাজার হইয়া আপনা আপনি বলিয়া উঠিল—

"কি রকম সব আক্কেল বিবেচনা গো—গেরস্থর মেয়ে ছেলে ঘাট সরতেও আসতে পাবেনা না কি ?"

কথাগুলা যে কুসুম আপন মনেই নিতান্ত আস্তে আস্তে বলিল—এমন নহে। কিন্তু—কে জানে—কি মন্ত্র-কুহকে নিমিষের ভিতরেই শীকারীগণের কর্ণপটহ সহসা এমন মোটা হইয়া গেল যে জবাব করা দূরে থাকুক, তাহার কথাগুলার একটা বর্ণও যে কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে লক্ষণেও তাহার ভাব বুঝা গেল না। তখন সে আরও বিরক্ত হইয়া—আরও উঁচু করিয়া কহিল—

"বলি, পাড়ার মেয়েছেলেদের কি নাওয়া-খাওয়া কাযকর্ম্ম নেই, ত্বপুর বেলায় নাইতে এসে এমন করে ঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোদে পুড়তে হবে কতক্ষণ।"

কিন্তু, আশ্চর্য্যের কথা, যে, শীকারীর দলের আশ্চর্য্য রকম বধির কাণগুলির ততোধিক আশ্চর্য্য রকমের কঠোর গণ্ডারের চর্ম্ম তাহাতেও বিদ্ধ তো হইলই না, অধিকন্তু তাহারা সকলেই আপন আপন ফাৎনার উপর আরও যেন বেশী রকম মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিল। তখন কুসুম আর থাকিতে পারিল না, উত্তপ্ত স্বরে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিল—

"বলি, কি রকম সব ভদ্দরলোকের ছেলে গা—সবাই কি চোখ কাণের মাথা খেয়ে বসেছে নাকি যে এত চেঁচামেচি কারুর কাণে

যাচ্ছে না আর চোখেও দেখতে পাচ্ছে না ? সার দিয়ে সব ঘাট জোড়া করে নিশ্চিন্তি হয়ে বসে রয়েছে যে,—গাঁয়ের ঝি বউয়েরা কেউ কি জল সরতে পাবে না ?”

আচমকা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে লোকে যেমন করিয়া চম্‌কাইয়া উঠে, এবার কুসুমের কথায় সকলেই ঠিক তেমনি করিয়া চম্‌কাইয়া তাহার পানে ফিরিয়া চাহিল। দুর্লভচন্দ্রও ঠিক তেমনি চম্‌কাইয়া সেই ভাবে কহিল—

“কেও ? ওঃ—তুমি, তাই ভাল ! হ্যাঁ—কি বলছিলে—চারে মাছ এয়েছে ? কার—আমার বুঝি ?”

“না না—আমার আমার !”

“দূর—আমার চারে এই দেখ !”

বলিতে বলিতে সকলে এক সঙ্গে হৈ হৈ করিয়া উঠিয়া দুর্লভ-চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে একবার বক্রভাবে তাহার পানে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াই ঠোঁটের কোণে একটু কুটীল হাসিল। রাগে কুসুমের গা কস্ কস্ করিতে লাগিল—রুক্ষস্বরে গর্জ্জন করিয়া কহিল—

“খুব ভদ্দরলোকের পরিচয় জাহির করা হচ্ছে বটে, হাড়ী-বাগ্দীর বেহদ্দ করে তুলেছে। ভাগাড়ের মড়ার মত সব সার দিয়ে ঘাট জুড়ে বসে—একটু নড়বার নাম নেই যে বৌ ঝিয়েরা ঘাটে আসে।

“আহা হাঃ, অত চট্‌ছো কেন—আমরা সব পাড়াপড়সী ঘরের লোক, ঝিউড়ী মেয়ের এত লাজ লাগলো কিসে ? সটান উদো [illegible] ঘাট পড়ে রয়েছে, চোখ বুজে নেয়ে চলে যাও না কেন, [illegible]—কালিয় মার রূপে ঘুণ ধরে যাবেনা গো।” [illegible] কুসুমের সেইখানে

বলিয়া দুর্ল্লভচন্দ্র আবার বক্রভাবে কটাক্ষ করিয়া ঠোঁট টিপিয়া শ্লেষের হাসি হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে ভবতারণ বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল—

"আহা হাঃ তাতো বটেই ? তবু যদি আইবুড়ো নামটা ঘুচিয়ে ফেলতে পারতে, তাহলে না জানি—"

ভবতারণের কথা শেষ হইল না, শিকারীর দল সকলেই এক সঙ্গে হৈ হৈ করিয়া একটা না একটা শ্লেষের টিপ্পনী কাটিতে কাটিতে শেষে এমন করিয়া একসঙ্গে, সবেগে, প্রবল ভাবে হাঁচিল—

—"হ্যাঁ—চ্—ছো!"—

যে, কুসুমের আর বরদাস্ত হইল না, বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া ঝঙ্কার দিয়া কহিল—

"মা ওলাবিবি কি ভুলে গেছে—তে রাত্তিরের ভেতর গাঁ ওজোড় করে নিক্—ওজোড় করে নিক্!"

"তা নিক্‌গে—"

বলিয়া, দুর্ল্লভচন্দ্র আবার বক্রকটাক্ষে চাহিয়া ঠোঁটে হাসি টিপিয়া শ্লেষের টিপ্পনী কাটিয়া কহিল—

"তাতে তো ভাই ক্ষতি তোমারই বেশী, এমনিতর গাঁ-ঘর থেকেই তো তোমায় দেখে শুনে বেছে নিতে হবে, নইলে—সহরের রাজবাড়ী থেকে, রেল ভাড়া দিয়ে,বাঁধারোস্‌নাই করে কে আঁর খুঁজে পেতে এই জংলা গাঁ থেকে ও ঘেঁটুফুল তুলতে আসবে বল ?"

[illegible] সঙ্গীগণের পানে চোখ টিপিয়া চাহিতেই সকলে এক কাণের মাথা [illegible] আবার প্রবলভাবে হাঁচিল—

প্রথম পরিচ্ছেদ

"হ্যাঁ—চ্—চ্ছো—ও—ও—!"

এবার কুসুম একেবারে পাগলের মত হইয়া বিকৃত কণ্ঠে সপ্তমে চীৎকার করিয়া উঠিল—

"আবাগী—আঁটকুড়ীর বেটারা—ছোটলোকের বাচ্ছারা—"

কথা ফুরাইল না, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—

"কিরে কুসুম গোলমাল কিসের, কি হয়েছে?"

বলিতে বলিতে গোকুলদত্তের প্রাচীন পাক্ নিধুসর্দ্দার এঁটো থালা হাতে লইয়া—আঁচাইবার জন্য, ঘাটের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। নিধিরামকে দেখিয়াই একটা প্রবল রোদনের উৎস কুসুমের বুক ঠেলিয়া—কণ্ঠরুদ্ধ করিয়া—চোখের পথে বাহির হইবার জন্য ছুটিল। অতি কষ্টে দমন করিয়া বাধ-বাধ স্বরে বলিল—

"দেখতো নিধু জ্যাঠা, আধ ঘণ্টার উপর তেল মেখে রোদে দাঁড়িয়ে এইখানে পুড়ছি—সব সার দিয়ে ঘাট আগলে বসে রয়েছে একটু নড়বার নাম করে না? তাই বলেছি বলে—একলা পেয়ে আমাকে যত সব ছোটলোকের ছেলেরা যাচ্ছেতাই বলে অপমান করছে!"

বলিতে বলিতে তাহার চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিল। দুর্ল্লভচন্দ্র ভয়ানক গরম হইয়া তর্জ্জন করিয়া উঠিল—

"খবরদার হারামজাদি—মুখ সাম্‌লে কথা কোস্, নইলে এখুনি ওই থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়ে যাব।"

কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ল্লভের সহচরগণ সকলেই একটা না একটা বিদ্রুপের টিপ্পনী কাটিয়া—গা টিপিয়া—হাসিয়া—কাশিয়া হাঁচিয়া—ব্যাপারটাকে এমন করিয়া তুলিল যে কুসুমের সেইখানে

একেবারে মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল, লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্ষোভে, রোষে অপমানে রাঙা হইয়া রুদ্ধ স্বরে কহিল—

"দেখ জ্যাঠা দেখ, তোমার সামনেই এই রকম—"

বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল, মুখে আঁচল চাপিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। নিধিরাম আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না—একটুখানি আগাইয়া গিয়া—যুবকদিগের সাম্‌না-সাম্‌নি দাঁড়াইয়া নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

"কেন গো বাবুরা ও ভালমানুষের মেয়েকে অমনধারা করে অপমান কচ্ছ কেন—অপরাধটা করেছে কি ?"

উদ্ধত দুর্ল্লভচন্দ্র চোখ রাঙ্গাইয়া জবাব করিল—

"তুই চুপ করে থাক্ ছোটলোক ব্যাটা, তোকে কেউ মোড়লি করতে এখানে ডাকেনি।"

বলিয়া, কুসুমের পানে চাহিয়া কহিল—

"ডাক্ তোর কে কোথায় সব বাবা-খুড়ো ভাতার-পুত—দুলে-ডোম—হাড়ী-কাওরা আছে ? গাঁ চলানী ছোটলোকের বেটী—"

কিন্তু বাধা দিয়া এবার নিধিরাম উত্তেজিত ভাবে কহিল—

"আমরা তো দুলে বাগ্‌দী ছোটলোক আছিই, তোমরা যে সব ভদ্দর সন্তান বলে পরিচয় দেও—তা ভদ্দরলোকের আচরণ তো দেখাচ্ছ খুব! গেরাম-ঘরের পাড়াপড়সির ঝি-বৌকে কোথায় মা-বোনের মত সমিহ করবে—না পথে ঘাটে একলা পেয়ে অপমান করতে লেগেছে ? আমাদের ছোটলোকের ঘরে তো এমন ধারা হয় না বাবু—আর তোমরা পরিচয় দেও ভদ্দর ?"

প্রথম পরিচ্ছেদ

'চোপ্ রও হারামজাদ্—খুনী!"

বলিয়া দুর্ল্লভচন্দ্র একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া রুখিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে—খড়ের আগুন যেমন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে—তেমনি করিয়া সকলেই জ্বলিয়া উঠিয়া বিদ্যুতের মত তাহার দিকে ছুটিল, কিন্তু নিধিরাম নড়িল না, ঠোঁটের কোণে কেবল একটু ঈষৎ হাসিয়া ধীর ভাবেই কহিল—

"বটে, ভারী বিক্রম দেখছি যে! তা যা বল্লে বল্লে, আর কখনো এ রকম করোনি, যে যার মুখ বুজিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের দিকে চলে যাও। খবরদার বারদিগর আর মেয়েছেলেদের ঘাট সরবার সময় পুকুরের ধারে এসোনি। আমিও আজ কঁদিন ধরে দেখছি—খালি বলিনি কেবল পড়সী-ঘরের সব একরত্তি ছোক্‌রা বলে! কিন্তু ফের যদি এ রকম কর তো বড় ভাল হবে না বাবুরা!"

নিধে পাক্‌কে চিনিত না—এমন প্রাচীন সে গ্রামে, কেন, সে জেলা জুড়িয়া কেহ ছিল না। দত্তবাবুদের বুড়ো কর্ত্তার আমলে তাহার লাঠির তোড়ের মুখে যে কতবার বন্দুকের গুলিও হটিয়া গিয়াছে, তাহার প্রমাণ অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে কেবল ওই প্রাচীন মহলেই। তারপরে বাবুদের সংসারে ভাঁটা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এবং বয়োধর্ম্মে তাহার পূর্ব্ববিক্রমেও ভাঁটা পড়িয়া আসিতেছিল। ইদানীং সেখানে আর পূর্ব্বের মত লাঠিয়ালের কোন কর্ম্মকাষ না থাকিলেও, দত্তবাবুরা এই প্রাচীন, একান্ত, বিশ্বস্ত, প্রভুভক্ত ভৃত্যটিকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। নিধিরামও —শৈলবালার পিতা গোকুল দত্তের বাল্যাবধি—তাঁহাকে এবং তাঁহার

সঙ্গে সঙ্গে সে বাটীর আরও অনেককে কোলে পীঠে লইয়া মানুষ করিয়া বর্ত্তমানের ছেলেমেয়েদের জ্যাঠার আসন অধিকার করিয়া বসিয়া, নিশ্চিন্ত আরামে শেষের দিন কয়টা কাটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল। সুতরাং সে অঞ্চলের নবীন যুবকের দল তাহার পূর্ব্ববিক্রমের কথা অবগত ছিলনা, থাকিলেও অসম্ভব গল্প ভাবিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিত!

নিধিরামের কথায় তাহারা একেবারে প্রচণ্ড হইয়া তাহাকে যেন গিলিতে গেল—

"তবে রে ব্যাটা কুত্তা হারামজাদ, যত বড় মুখ না তত বড় কথা, এখনি জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব, দেখি তো তোর কোন বাবা রাখে?"

বলিয়া দুর্ল্লভচন্দ্র সদলবলে চারিদিক হইতে একেবারে হৈহৈ করিয়া উঠিল। তখন নিধিরাম আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না, উত্তপ্ত হইয়া হাতের এঁটো থালাখানা ছুড়িয়া ফেলিয়াই, আমবাগানের ভাঙ্গা বেড়ার একটা বাঁশের খুঁটী টানিয়া লইয়া তাহাদের সুমুখে লাফাইয়া পড়িয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া কহিল—

"আয়তো রে দেখি তবে কার কত বুকের পাটা? নিধে পাক্‌কে চেনে না—এ জেলায় এমন বাপের বেটা আছে?"

বলিয়াই চোখের পলকে সেই খুঁটীটা মাথার উপরে তুলিয়া এমন অদ্ভুত কৌশলে চরকীর মত ঘুরাইতে লাগিল যে, তাহার ঝড়ের মত—সমতান বোঁ বোঁ শব্দে, শিকারীর দলেরও মাথা ঘুরিয়া গিয়া চোখের উপর পৃথিবী অন্ধকার হইয়া আসিল। তাহারা যে মহাভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চোখের পলকে, নিঃশব্দে, কে কোথা

দিয়া পলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল তাহার ঠিকানা রহিল না। তখন নিধিরাম হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া—খুঁটাটা ফেলিয়া দিয়া কহিল—

"দেখলি মজাটা, যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল নইলে কি হয়? কিন্তু তুই মা আর এমন একলা-দোক্‌লা ঘাটে-বাগানে আসিস্‌নি। কেন—এই হুকুমের গোলাম বুড়োটা তো দিনরাত্তির দেউড়ী আগলে বসে রয়েছে, একবার তু করে ডাকলেই তো কুকুরের মত সঙ্গে সঙ্গে আসে? ওরে তোর বাপ যে আজও 'নিধু দাদা' বল্‌তে অজ্ঞান হয়, তাকেও যে গোকুলবাবুর সঙ্গে বার বছরেরটি থেকে কোলে পীঠে নিয়ে বেড়িয়েছি। তুই আমার সেই নন্দ-ভাইটির মেয়ে—আজ কিনা তোকে গাঁয়ের হতচ্ছাড়া বয়াটেরা অপমান করতে সাহস করে?"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের গলা ভারি হইয়া চোখ দুটি ভিজিয়া আসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পরে চাঁদের আলোকে বাঁধা পুকুরের বকুল তলায় বসিয়া ডাবা হুঁকায় সজোরে গোটা দুই টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী নিমাই ঘোষালকে কহিল—

"আর তো, গাঁয়ে বাস করতে হ'লে, দুকাণে দুটো ছিপি না এঁটে থাকা যাবে না—তার এখন করছো কি?"

"কার কথা—কিসের?"

বলিয়া নিমাই ঘোষাল চক্রবর্ত্তীর হাত হইতে হুঁকাটা টানিয়া লইল। চক্রবর্ত্তী একটু ব্যাজার হইয়া জবাব করিল—

"কিসের জাননা? তুমি যে অবাক্ করলে নিমু ভায়া! কিসের তা কি আবার আজকাল কারুকে খুলে জিজ্ঞাসা করবার দরকার হয় না কি? নন্দর মেয়ের কথাই যে আজকাল হাটে ঘাটে?"

"ওঃ তাই বল, নন্দ চৌধুরীর মেয়ে? তা সে যে তোমারই যজমান দাদা, তোমারই আগে দেখা দরকার।"

বলিয়া ঘোষাল গম্ভীর হইয়া ডাবায় মনঃসংযোগ করিল, চক্রবর্ত্তী রাগিয়া উঠিয়া বলিল—

"এ—এই—তো? এতেই তো আমাদের সমাজ যাচ্ছে রসাতলে যে পাঁচ-সাত ঘর বামুন আমরা এখানে আছি তারাই যদি না সবাই একজোট হই তো সমাজ শাসন চলে কি করে? এতেই তো দিনের দিন সব মান-ইজ্জত পাওনা-থোওনা যাচ্ছে কমে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"তার প্রতিকার কি বল? দিন কাল যা হয়ে উঠ্‌ছে ব্রাহ্মণ সজ্জনের উপর ভক্তিশ্রদ্ধা কি আর আছে কক্কর দাদা?"

"থাকবে কেমন করে?"

বলিয়া চক্রবর্ত্তী উত্তেজিত হইয়া কহিল—

"চোখের উপর যদি কায়েত-বামুনের ঘরে ষোল বছুরে ধিঙ্গিমেয়ে আইবুড়ো রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যায়, আর আমরা তা দেখেও চোখ কাণ বুজে চুপ করে থাকি, তাহলে কি সমাজকে কেউ গ্রাহ্য করবে, না আমাদের উপর লোকের ভয়-ডর থাকবে—আর ভক্তিশ্রদ্ধা বাড়বে?"

"তাই তো বল্‌ছিলুম যে তোমারই যজমান যখন—"

"ওঃ! ভারি তো যজমান?"

বলিয়া, চঞ্চলভাবে বাধা দিয়া চক্রবর্ত্তী রুক্ষস্বরে কহিল—"বছরভোর একটা টাকার পিত্যেস্ নেই—ভারি আমার বাপের ঠাকুর যজমান্ রে! খালি গোকুলদত্তর খাতিরে আর বিদ্যাভূষণের মুখ চেয়েই না ঘরটা বজায় রাখা? কিন্তু যে রকম বাড়িয়ে তুলেছে, তাতে তো আর দুদিন বাদে সমাজের মাথায়—আর আমাদের মাথায় চাঁটি মেরে চলবে। মেয়ের বিয়ে দেবার নামটি নেই—এরপর যখন—"

"তাই তো দাদা—শক্ত সমিস্থে।"

বলিয়া, ঘোষাল চক্রবর্ত্তীর কথায় বাধা দিয়া—হুঁকার মাথা হইতে কলিকাটা খুলিয়া দামুর হাতে পালটাইতে দিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল—

"দত্ত বাবুদের অনুগত লোক —হঠাৎ তার সঙ্গে লাগা—"

"এর আর লাগা ভাঙ্গা কি ?"

বলিয়া চক্রবর্ত্তী উত্তপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আরম্ভ করিল—"যে দেশ চলানী মেয়ে—গাঁময় হুট্‌ হুট্‌ করে বেড়াচ্ছে—কার না নজরে পড়ে ? তা একটু কি হায়া-লজ্জা আছে, না কারুকে গেরাহ্যি করে চলে ? বলতে গেলে আরো সাপের মত চক্কোর ধরে ফোঁস্‌ করে উঠে।"

"ছিছি—অন্যায় বলোনা চক্কোত্তি খুড়ো !"

দামু মুদী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া তামাক সাজিতেছিল, আর থাকিতে না পারিয়া চক্রবর্ত্তীর কথায় বাধা দিয়া প্রতিবাদ করিয়া কলিকায় আগুণ তুলিতে লাগিল। চক্রবর্ত্তী উত্তেজিত হইয়া কি জবাব করিতে যাইতেছিল, দামু তাড়াতাড়ি কলিকাটা ঘোষালের হুঁকার মাথায় বসাইয়া দিয়াই জোর গলায় কহিল—

"বল কি খুড়ো—এই আমরা তো তাকে দুবেলা দেখছি—আহা যেন মাটীর সঙ্গে মিশিয়েই আছে। গাঁ-ঘরের পাড়াপড়সী ঝিউড়ী মেয়ে—একরত্তি বেলা থেকে দেখে আসছি—তবু যদি কারুর স্মুমুখে পড়লো তো লজ্জাবতী লতার মত কুঁকড়ে সে কোথায় লুকোবে তার জায়গা পায়না ! এ কথা গাঁয়ের কে না জানে—তারে বল দেশ-চলানী—লজ্জা-হায়া নেই ? ছিঃ !"

এই দামোদরের মুদির দোকানে চাল, ডাল, নুন, তেল প্রভৃতির বাবদে কিছু মোটা রকম বাকী ফেলিয়া চক্রবর্ত্তী খুড়ো তাহাকে গ্রাম্য, 'বৈঠকের' সভ্য করিয়া লইয়া-ভদ্রসমাজে ওঠা-বসা

করানোর প্রতিদান স্বরূপে সেগুলি উসুল দিবার চেষ্টায় ছিল। সুতরাং মনের রাগ মনে মারিয়া ঝাঁঝের মাত্রা একটু কমাইয়া কহিল—

"দেশ-চলানী আর বলে কাকে, তুমিই বল দেখি? শুধু যে লোকের সামনে বেরুলে আর চেঁচিয়ে কথা কইলেই ধিঙ্গি হয়—তা নয় রে বাপু— তা নয়। অই যে তোর খেলুনী শৈলর বার বছরেই বে হয়ে গেল, আর পুতের মা হবার বয়েস হয়েও তোর আইবুড় নাম ঘোচাতে পারলিনি, তাতে কি তোর একটু ঘেন্নাও মনে আসেনা—এখনো সেই শৈলর সঙ্গে দিনরাত—"

"তা খুড়ো বে-থা হওয়া কি তা'র নিজের হাত?" বলিয়া দামু ঠোঁটের আড়ে ঈষৎ হাসি চাপিয়া কহিল—"এই যে গাঁয়ের যিনি সমাজপতি—তোমার সেই বিদ্যাভূষণ-ঠাকুরের দিদি তো চিরকালটা আইবুড় কাটিয়েই তিন কুড়ি বছরে মারা গেলেন, তা কি তেনার দোষ বলতে হবে, তুমিই বলনা—হ্যাঁগো ঘোষাল মশাই?"

কিন্তু ঘোষাল-মশাইকে জবাব করিতে না দিয়াই চক্রবর্ত্তী একটু উষ্ণ ভাবে ধমক দিয়া কহিল—

"সাম্‌লে কথা কোস্ দামু, তাদের নাম অমন হেলায় ছেদ্দায় মুখে আনিস্‌নি। মস্ত কুলীনের মেয়ে ছিল সে, বে হয়নি তাতে আর দোষটা হ'য়েছে কি? বড় বড় কুলীনের ঘরে অমন ঢের থাকে।"

"তাহ'লে যত দোষ লেগেছে বুঝি কেবল গরীবের বেলাতেই?"

"নয় তো কি? তাঁরা বইও পড়ুতো না সেমিজও পর্‌তো না, কেবল ধর্ম্ম কর্ম্মেই চিরটাকাল—"

"কাশী বৃন্দাবন ঘুরে ঘুরে কুটুম্ব-নারায়ণের সেবা করে গেছে।"

বলিয়া চক্রবর্ত্তীর শেষ কথাটা পূর্ণ করিয়া দিয়া ততক্ষণ পরে নিমাই ঘোষাল দামুর পানে চোখ টিপিয়া হুঁকাটা চক্রবর্ত্তীর হাতে দিতে গেল। কিন্তু চক্রবর্ত্তী তাহার হাতটা ঠেলিয়া দিয়া রাগে গরম হইয়া চোখ পাকাইয়া কহিল—

"অমন কথা বলে কে?"

"গাঁয়ে সবাই বলে।"

বলিয়া নিমাই দৃঢ়স্বরে একটু ক্রোধের আমেজ মিশাইয়া এক নিশ্বাসে জবাব করিল—

"কার মুখে হাত চাপা দিয়ে রাখবে বল—কই তাদের তো কিছু করতে পার না? খালি এই জংলা গাঁ বলে দত্তবাবুদের জোরে শালা-বোনাই তরে যাচ্ছ বই তো নয়, তবু একটু চোখ মেলে দেখনা, খালি নির্দ্দোষী গরীব দুঃখীর ছিদ্দির খুঁজে বেড়াতে চাও?"

বলিয়া বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইয়া লইল। চক্রবর্ত্তীর দেহের ভিতরটায় কে যেন মশাল জ্বালিয়া দিল, কিন্তু বাহিরে সে ভাবটা চাপিয়া রাখিয়া গলার স্বর যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া অভিমানের সুর মিশাইয়া ক্ষুব্ধভাবে কহিল—

"তুমি তো চৌধুরীর দিকে টেনে বলবেই হে, তোমার নিজের ঘরে আইবুড় মেয়ে ধিঙ্গি করে তুলছ কি না! এতে আর—"

খপ্ করিয়া তাহার মুখের কথাটা কাড়িয়া লইয়া এবার ঘোষালও গরম হইয়াই বলিল—

"আমাদের বামুন ক'ঘরই বা একজোট হবে কেমন করে? তোমরাই তো ভাঙচি দিয়ে আমার দু'দুটো সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলে।

আবার চৌধুরীদের সঙ্গে তেমনি করে লেগেছ। পরের ধোপা-নাপিত বন্ধ করতে ছোট—আর নিজেদের ঘরের দিকে দেখতে পাও না বুঝি? তোমার ঘরেও যে গৌরীদানের কন্যে চিরটাকাল থুবড়ো করে পুষে রেখে বছর বছর কাশী-বৃন্দাবন করিয়ে আনছো—তার বেলা বুকে হাত দিয়ে কথা কও না? তোমার কুলের ধ্বজা পুত্তুর যে ডোমডোগলা সত্যিক জাতের লাথি-ঝ্যাটা খেয়ে নিত্যি নিত্যি ঘরে আস্‌ছে, কোন্ দিন কোন্ হাড়ি চাঁড়ালের মেয়ে এসে জোর করে ঘরে ঢোকে দেখ। সে সব বুঝি দেখতে পাও না! খালি বোনাই বিদ্যাভূষণ সমাজপতি বলে তরে যাচ্ছ তা বোঝ না? এখনো দাদা বলে খাতির করে কথা কচ্ছি—রাগিও না আমায় তাহলে কিন্তু—"

বলিয়া কথাটা শেষ না করিয়াই নিমাই থামিয়া গোঁ হইয়া বসিল। ইট্‌টি মারিতে গিয়া পাট্‌কেলটি খাইলে যেমন হয়, চক্রবর্ত্তী তেমনিতর হইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিতে করিতে নিমাইয়ের পীঠে দুটো কুলো থাবড়া মারিয়া দেঁতোর হাসি হাসিয়া কহিল—

"আরে ভায়া, আমাদের ঘরাঘরি এমনতর করলে আর গাঁয়ে আমাদের মান-ইজ্জত—পাওনা-থোওনা বাড়বে না কমবে বল দেখি? এতেই তো দিন দিন বামুনদের সব যাচ্ছে চলে। এই দেখনা দুপুর বেলা দুলু তার ইয়ারদের নিয়ে এই ঘাটে মাছ ধরতে বসেছিল বলে নিধে-পাক্ ব্যাটা দিলে কি না লাঠি দে তেড়ে হাঁকিয়ে—"

"দেবে না, বেশ করেছে!"

বলিয়া, এতক্ষণের পর দামু উত্তেজিত হইয়া চক্রবর্ত্তীর কথায় বাধা দিয়া কহিল—

"আমি তো স্বচক্ষে দেখেছি—নিধুদার দোষ একরত্তি নেই। সত্যি কথা বল্‌তে কি খুড়ো—রাগ কর আর যাই কর, স্পষ্ট বলব—তোমার এই হুলু বাবু গাঁয়ের যত বয়াটের সর্দ্দার হয়ে এমন বাড়িয়ে তুলেছে যে গেরস্তের ঝি-বউয়ের পথ চলা ভার, কেবল তোমাদের ভয়ে আর খাতিরে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না বই তো নয়? তাদের তো মাছ ধরা নয়—ঘাটে মেয়েছেলে এলে তাদের অপমান করবার ফিকির, তত বাড়াবাড়ি সবে কে? পড়েছিল নিধুদার চখের উপর তাই নন্দবাবুর মেয়ে মান বাঁচিয়ে যেতে পেরেছে।"

"তবেই তো বোঝ দেখি—দোষ কার? অতবড় ধিঙ্গি মেয়ে আইবুড়ো করে পুষে রাখলেই তো কেলেঙ্কারী গড়ায়?—"

বলিয়া চক্রবর্ত্তী আবার উদ্দীপ্ত হইয়া কহিল—

"তুমিই বলত নিমু ভায়া—ছেলে-ছোক্‌রার দল মজা পেলেই রং করতে ছুটে, তা দোষ-ঘাট করে থাকে—আমাদের কাছে এসে বল, গাঁয়ে এ বৈঠক রয়েছে কিসের জন্যে? তা না, তুই ব্যাটা যে লাঠি উঁচিয়ে হুম্‌কি দিয়ে তেড়ে গেলি এটা কি আমাদের অপমান করা হয়নি? আমরা যদি এখানে থেকে এর বিহিত না করি তো এর পর কোন দিন এখান থেকে দেবে আমাদেরই গলা টিপে তাড়িয়ে। না নিমু ভায়া—এর বিহিত করতেই হবে। ছেলে-ছোকরার দোষ কি! রাখে কেন অমন মেয়ে থুবড়ো করে?"

নিমাই জবাব না দিয়া গম্ভীরভাবে ভাবিতে লাগিল, কিন্তু দামু মুদী ক্ষুব্ধভাবে বলিল—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"তা ছা-পোষা গরীব মানুষ—করবে কি বল, মেয়েটাকে কোথায় ভাসিয়ে দেবে? থাকৃতো যদি নন্দবাবুর এক কাঁড়ি ঢাল্‌বার সঙ্গতি তাহলে যে যাই বল—ওই মেয়ে কি পড়তে পেত? যে রূপ গুণ—তাতে রাজার ঘরে রাজরাণী হয়ে যেত যে!"

বলিয়া দামোদর একটি ছোট রকম আক্ষেপের নিশ্বাস ফেলিল। কিন্তু চক্রবর্ত্তী বাঁ হাতের চেটোতে ডান হাতের উল্টা দিক দিয়া সজোরে তালি মারিয়া কহিল—

"তবেই তো, যার যেমন সঙ্গতি তার তেমনি ভাবে চল্লেই তো আর কারুর কথাটি বলবার জো থাকে না। কোথায় যজমান মানুষ, তোর ভাল ভেবেই কত করে একটা সম্বন্ধ জুটিয়ে আনলুম, দিতে থুতে হবে না—উল্‌টে এখানকার খরচ পর্য্যন্ত তারা করতে রাজি, তা কোথায় ভাগ্যি ভেবে মাথা পেতে নেবে, না আমার মুখের উপরেই হেসে উড়িয়ে দিলে? তার উপর গোকুল দত্তের মেয়ে শৈল এসেছিল তার সইয়ের কাছে, সে না সেই কথা শুনে উঠান থেকে চিপটেন কেটে আমার মুখের উপর খর্‌খর্ করে বলে উঠ্‌লো—"চক্কোত্তি-দাদার কি ভীমরতি ধরেছে না কি, তাই আমার সইয়ের জন্যে এনেছ একটা তেজবরে ঘাটের মড়া ট্যেরা কুঁজো গুলিখোর জুটিয়ে? শোন দেখি একবার আস্পর্দ্ধার কথা!"

বলিয়া চক্রবর্ত্তী মুখখানা ঘোরালো করিয়া চাহিল, ঘোষাল এতক্ষণের পর একটু আশ্চর্য্য ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

"কে হে পাত্রটি দাদা—কোথাকার?",

চক্রবর্ত্তী তেমনি ভাবেই জবাব দিল—

"নন্দীপুরের পদ্মলোচন সরকার—আমাদের জগন্নাথ বাবুর ছেলে চেননা?"

"ওঃ পদবাবু—সেই গুড়ের আড়তদার জগন্নাথ সরকারের ছেলে, তাকে আর এ অঞ্চলে না চেনে 'কে?"

বলিয়া ঘোষাল ঈষৎ হাসিয়া দামুর পানে ফিরিয়া আর একবার কলিকাটা চড়াইবার ইঙ্গিত করিল। চক্রবর্ত্তী সে দিকে লক্ষ্য না করিয়াই উৎসাহিত হইয়া কহিল—

"বল তো ভায়া এমন সম্বন্ধ—টাকার মাচায় থাকতো বসে! আর বয়সই বা পদবাবুর এমন কি বেশী?"

"নাঃ সবে বেটের কোলে চারের কোটা পেরিয়েছে!"

বলিয়া, হাসিয়া উঠিয়া তামাক সাজিতে সাজিতে দামু বলিতে লাগিল—

"আর চেহারাতেও কামদেব বটে—যেমন দেড়-চোখো তেমনি কুঁজো—ঠিক যেন আমার ঘরের ঘিয়ের মট্‌কি! আবার গুণও শুনতে পাই—দু'বার নাকি তেওর পাড়া থেকে রাত দুপুরে ঠ্যাং ভেঙ্গে ঘরে ফিরেছিল। তা পয়সা কড়ি আছে বটে, তেজারতির নামে ওর বাপ যে দিনে ডাকাতীর ব্যবসা খুলে লোকের গলায় ছুরি চালাচ্ছে, পয়সা হবে না কেন?"

বলিয়া কলিকাটা প্রস্তুত করিয়া ঘোষালের হাতে দিল। চক্রবর্ত্তী একটুখানি অপ্রতিভ হইয়া আমতা আমতা করিয়া কহিল—

"না—লোকে রটায় যতটা ততটা নয়! দুলুর সঙ্গে অষ্টপ্রহর দেখছি তো? বাজী রেখে বলতে পারি বয়স জোর ছত্রিশ আটত্রিশ,

নামেই শুনতে তেজবরে। আর তেজারতির কথা যা বলছো তা বুঝে না চল্লে কি পয়সা করা যায় বাপু? আর লোকে যায় কেন, তারা তো আর ঘরে থেকে কারুকে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে টাকা গছিয়ে দেয় না? তা বাপ্ যাই হোক পদবাবুর হাত দরাজ কত? এই যে গাঁয়ে সব বলখেলা থিয়েটারের দলটল করেছে এ সব কেউ বাপের কালে দেখেছিলে কি? এতে যে কাঁড়ি কাঁড়ি ঢেলে দিচ্ছে! নন্দর সাতপুরুষের ভাগ্যি যে কুস্মিকে দেখে পদবাবুর মন ভুলেছে, নইলে ওর বে'র ভাবনা কি? এই তো বেতড়ের ঘোষেরা হাঁটাহাঁটি করে বাড়ীর ধূলা রাখছে না। উদ্‌খেতে খুদ নেই— মেয়ে থাকতো টাকার মাচায় বসে—তা বরদাস্ত হবে কেন? উনি চান শৈলর সঙ্গে টেক্কা দিয়ে—অমনি পাশ করা জামাই করতে?"

ঘোষাল হুঁকাটায় সজোরে দুইটা দম দিয়া চক্রবর্ত্তীর হাতে দিতে দিতে বলিল—

"তা যা বল দাদা—কুসুমের সঙ্গে ওর মানায় না, মেয়ে যেন লক্ষ্মী প্রতিমা!"

চক্রবর্ত্তী ধাঁ করিয়া হুঁকাটা সজোরে টানিয়া লইয়াই আবার উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—

"তা লক্ষ্মী প্রতিমা ঘরে তুলে রেখে পাদোক জল খেলেই চলবে না কি? এই যে এমন সম্বন্ধটা পছন্দ হল না—কোথায় বিয়ে দেয় দিকতো! এদিকে ধিঙ্গি মেয়ের তো কলাগাছের বাড়; এর পর এই মেয়ে নিয়ে আমাদের গাঁ শুদ্ধ প্রাচিত্তি করতে না হয় তো আমার ত্রিলোচন নাম তোমরা বদলে রেখ।"

"তা এখন করবে কি বল, তোমার আমার চেষ্টায় তো বিধাতার কলম রদ্ হবে না। থাকতো যদি এখন বিদ্যাভূষণ দেশে, তা হলেও নয়, তুমি চেষ্টা করতে পারতে; এখন শুধু আমাদের দিয়ে আর কি হবে বল ?"

বলিয়া ঘোষাল উঠিবার উপক্রম করিতেই, চক্রবর্ত্তী তাহার হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া বসাইতে বসাইতে জোর গলায় বলিয়া উঠিল—

"কি না হবে—তাই বল? বিদ্যাভূষণ তো নামে, যা করেন ত্রিলোচন। কই, আমি যা বিধান করবো তা না করুক তো, কত বড় সে বোনাই দেখি? খালি তোমরা পাঁচজনে সায় দিয়ে মত কর, দেখ কি করে তুলি? সেবার সেই তারুবোসের অমন ঘটার মায়ের শ্রাদ্ধ এক কথায় পণ্ড করেছিল কে—সে এই শর্ম্মা, আমি যা বলবো তাতে সায় না দিয়ে কি বিদ্যাভূষণের নিস্তার আছে, হুঃ—এমন বোনের সম্পর্ক আমি রাখিনি।"

বলিয়া চক্রবর্ত্তী দিগ্বিজয়ী সেনাপতির মত বুকখানা ফুলাইয়া একবার গর্ব্বভরে চাহিল। দামুর মুখে আর কথা সরিল না, ঘোষাল মুহূর্ত্তের জন্য আশ্চর্য্যভাবে তাহার পানে চাহিয়া বলিল—

"তা তাঁকে আগে ফিরে আসতেই দেও—তখন একথা হবে।"

"না—এ এই গরম গরমই চাই!"

বলিয়া উদ্ধতভাবে দৃঢ় কণ্ঠে শেষ করিল—

"খালি তোমরা সায় দেও; আর যারা আছে—টিকিতে টান, পড়লে সবাইকে সুড় সুড় করে আসতে হবে, এই মুঠোর ভিতরে

সব বাঁধা। দেখ—তে-রাত্তির না পোহাতে নন্দাকে নাকের জলে চোখের জলে করে এ গাঁ থেকে—"

কথা ফুরাইল না. সহসা নিধিরাম উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া আকুল ভাবে দামোদরকে বলিল—

"শীগ্গির দামু ভাই—শীগ্গির একবার হাটের দিকে ছুটে যা—নব গুরুমশাইকে খবর দিয়ে নিয়ে আয়।"

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া তাহার পানে চাহিল, দামোদর ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"কেন—কেন গুরুমশাইকে, কার কি হল ?"

নিধিরাম এক নিশ্বাসে জবাব করিল—

"নন্দবাবু গো—নন্দবাবু, 'বেতোড়' থেকে ফিরে এসেই ভীরমি গেছে, চোখ কপালে—মুখে রা নেই—গা হাত সব হিমের পারা। বৌ-মা আছাড়-পিছোড় খাচ্ছে—ছেলে মেয়েগুলো বুক চাপড়াচ্ছে—বাবু ও আমাদের বাড়ী নেই, কি করবো ভাই !"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের গলা ভারী হইয়া চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, দামোদর ব্যস্ত হইয়া কহিল—

"বল কি দাদা,—এমন সর্ব্বনাশ, শীগ্গির ডাক্তারের বাড়ী—"

বাধা দিয়া নিধিরাম ভাঙ্গা গলায় বাধ-বাধ স্বরে কহিল—

"গিয়েছিলুম—সে গেল নন্দীপুর, কিছুতে এলোনা, এক কাঁড়ি ঢালবো কোথেকে বল ? আমার গলার এই সোণার পদকটা খুলে দিয়ে পা ধরে সাধলুম তবু এলোনা। যা ভাই, নব গুরুমশাইকে শীগ্গির আন্ —সে অনেক ওষুধ-পালা জানে। চল্লুম আমি, এতক্ষণে কে জানে—"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দামোদর তাহাকে দু'কথায় ভরসা দিয়া, ব্যস্ত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই চক্রবর্ত্তী সহসা বিদ্যুতের মত সম্মুখে পড়িয়া বাধা দিয়া উত্তপ্ত স্বরে কহিল—

"যাও কোথা—দাঁড়াও! হবে না সর্ব্বনাশ—লাগবেনা বামুনের মন্নি—বড় যে বাঁশ উঁচিয়ে দুলুকে তেড়ে গেছলে; বড় যে নন্দ সেদিন সম্বন্ধের কথাটা অগ্রাহ্য করে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল—হবে না তার ফল!"

"বল কি খুড়ো!"

বলিয়া, দামোদর এবার রাগিয়া কহিল—

"একটুখানি মনিষ্যির চামড়া গায়ে নেই—এ সময়ে এই রকম করছ;—ছিঃ ছিঃ—সর, যাই আমি।"

"না—সাবধান দামু! কই আনতো ডেকে, কত বড় গুরুমশাই সে—আসুক দেখি নাড়ী টিপতে, কে কার ছেলে তার পাঠশালে লিখতে দেয় দেখি! কেন বাবা, ইট্‌টি মারলেই পাট্‌কেলটি খেতে হয় জানে না।"

বলিয়া চক্রবর্ত্তী আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা ঘোষালের চোখের অগ্নিময় তীব্র দৃষ্টির উপর চোখ পড়িতেই থামিয়া গেল। নিধিরামের চোখ দুইটার জল নিমিষে শুকাইয়া গিয়া একবার বাঘের মত জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সম্বরণ করিয়া সহসা চক্রবর্ত্তীর পা দুইটার উপর পড়িয়া, দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল—

"দোহাই, দাদা ঠাকুর, এ বাদ সেধনি।"

বলিয়াই করুণভাবে মুখ তুলিয়া দামোদরের পানে চাহিল। দামোদর ব্যাপার দেখিয়া একটুখানি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, নিধিরামের সঙ্গে চোখোচোখি হইবামাত্র বলিয়া উঠিল—

"না খুড়ো—আমাদের মনিষ্যির প্রাণ, যা পার করো চল্লুম আমি, যেমন করে পারি আনবো গুরুমশাইকে।"

"বটে ?"

বলিয়া বিকৃত কণ্ঠে একটা হুঙ্কার দিয়া চক্রবর্ত্তী সহসা এমন করিয়া দাঁড়াইল যে দামোদরের পা উঠিয়াও থতমত খাইয়া আবার স্থির হইয়া গেল। ঘোষাল ঘৃণায় মুখ ফিরাইল, নিধিরাম আকুল হইয়া চক্রবর্ত্তীর পা দুইটা শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাথা কুটিতে লাগিল। চক্রবর্ত্তী মুখখানাকে বিষম বিকৃত করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, সহসা পিছন হইতে গম্ভীরস্বরে কে বলিয়া উঠিল—

"ছেড়ে দেও ও কসাই-চামারের পা, উঠে এস, চল আমার সঙ্গে—আমি যাচ্ছি।"

বলিতে বলিতে একজন ভদ্রবেশধারী যুবক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কেহই এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই যে এই ব্যক্তি বহুক্ষণ ধরিয়া প্রাচীন বকুল গাছের পাশের দিকে অস্বচ্ছ চন্দ্রালোকে চুপটি করিয়া বসিয়া মনোযোগ দিয়া ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল।

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিল। যুবক হাসিয়া কহিল—

"চিনতে পারছো না নিধিরাম, আমি শ্রীপতি রায়—তোমাদের জামাই বাবুর —"

আর বলিতে হইল না, নিধিরাম উল্লাসে বিদ্যুতের মত লাফাইয়া আসিয়া যুবকের পদতলে মাথা ঠুকিয়াই উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া উঠিল—

"জয় ভগবান ! আসুন আসুন, তিনিই আজ আপনাকে রক্ষা করতে পাঠিয়েছেন।"

বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যুতের মতই নিমিষে অদৃশ্য হইয়া গেল। চক্রবর্ত্তী একটুখানি মূঢ়ের মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"ছোকরা কে হে ভায়া ?"

"নাম তো শুনলে, জানবো কেমন করে ?"

বলিয়া ঘোষাল বিরক্তিভরে উঠিয়া দাঁড়াইল। চক্রবর্ত্তী আর শত চেষ্টা করিয়াও সেদিন তাহাকে কিম্বা দামুকে সেখানে বসাইয়া রাখিতে পারিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নন্দীপুর গ্রামখানিতে ভদ্রলোকের বাস খুব বেশী না থাকিলেও—পুরাতন 'গঞ্জ' বলিয়া এবং নূতন রেল লাইনের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে—ইদানীং সে স্থানটা আশ পাশের সকল জায়গার চেয়ে যেমন সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি বিদেশী চাকুরে ভদ্রলোক এবং ধনবান ব্যবসাদারের অভাব ছিল না। তাহার ভিতরে অনেকেই আবার সুবিধামত জায়গা-জমী পাইয়া ঘর-বাড়ী করিয়া বসিয়া যাইতেও আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু জগন্নাথ সরকারের মত ধনবান এবং প্রাচীন বাসিন্দা আর কেহ ছিল না।

প্রবাদ এই যে—পূর্ব্ববঙ্গের বিমক্রুপুর অঞ্চলে দাস জাতীয় নীচ কায়স্থকুলে জন্মিয়া তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ পুরুযানুক্রমে ব্রাহ্মণ এবং উচ্চ কায়স্থের ঘরে চাকরের কায করিয়া কিছু 'চাকরাণ'—জমী লাভ করিয়াছিল। জগন্নাথের বাপ মনিব বাড়ীতে কোন অপকর্ম্মের জন্য উত্তম মধ্যম প্রহার খাইয়া, সে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া পদ্মা-তীরবর্ত্তী একটা খুব জাঁকালো রকমের বৈষ্ণবের আখড়ায় গিয়া আশ্রয় লয়। সে সুকণ্ঠ এবং ভাল কীর্ত্তন গাহিতে পারিত বলিয়া বেশ সমাদরে স্থান পাইল, বিশেষ করিয়া আখড়ার অধিকারিণীর এমন সুনজরে পড়িয়া গেল যে চতুর জগন্নাথের বাপের পক্ষে অধি-কারীর প্রিয়পাত্র হইয়া সেখানে আধিপত্য বিস্তার করিয়া লইতে

বিলম্ব হইল না। ভাগ্যলক্ষ্মী যে কখন কার প্রতি মুখ তুলিয়া চান তা কেউ বলিতে পারে না—হঠাৎ জগন্নাথের বাপের বরাত ফিরিয়া গেল।

বর্ষাকালের উদ্দাম পদ্মানদী উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের বেগে কূল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বুক ফুলাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল। পদ্মাতীরের গ্রামবাসীগণ আশঙ্কায় অস্থির হইয়া ঘর-দরজা তাড়াতাড়ি ভাঙ্গিয়া লইয়া দূরে দূরে পলাইয়া যাইতেছিল। যাহারা অসমর্থ, তাহারা ঘর দ্বার ফেলিয়াই কোনমতে টাকাকড়ি জিনিসপত্র যথাসাধ্য সামলাইয়া লইয়া ছুটিয়াছিল। কাল যেখানে প্রাচীন গ্রাম ও ঘন বসতি ছিল—আজ সেখানে অতল জলরাশি গভীর গর্জ্জনে আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া ছুটিতেছিল। গ্রামে গ্রামে নিয়ত 'পালা' 'পালা'—'গেল' 'গেল' রবে কেবল একটা বিষম আতঙ্কের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

বর্ষার পূর্ব্বেই আশে পাশে হঠাৎ কলেরা দেখা দিয়া আখড়াটা প্রায় শূন্য ফেলিয়া লোক জন অধিকাংশই পলাইয়াছিল। তারপরে বর্ষারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বুড়া অধিকারীর পেট ভাঙ্গিয়া যখন অন্তিম শয্যা আশ্রয় করিল তখন আর কেউ বাকী রহিল না। জগন্নাথের বাপও সেই সঙ্গে সরিয়া পড়িতেছিল, হঠাৎ প্রায়-বিগত-যৌবনা অধিকারিণী তাহাকে চোখ টিপিয়া চুপি চুপি এমন গুটিকতক কথা বলিল যে আর তার পা উঠিল না, বরং নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে মনে মনে নিন্দা করিয়া একটা অনিশ্চিত আশায় উৎসাহিত হইয়া এই অনুগ্রহকারিণীটির মুখ চাহিয়া থাকিয়া গেল।

বৃদ্ধ অধিকারীর অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া পড়িতেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হঠাৎ একদিন রাত্রে জগন্নাথের বাপ শুনিতে পাইল—বুড়া তাহার বৈষ্ণবীকে বলিতেছে—

"আমার চোখে ধূলো দিবি? অনেকদিন থেকেই তোদের ভাব বুঝেছি কিন্তু তোদের বৃথা আশা! আজ বাইস বছর ধরে পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে যে কারবার চালিয়ে কুবেরের ভাণ্ডার সঞ্চয় করেছি, তা আমার সঙ্গে সঙ্গেই পদ্মার গর্ভে সমাধিতে নিয়ে যাব তবু তোদের সন্ধান দেব না। বেইমান হারামি মেয়েমানুষের জাত, কি বলবো—যদি দুমাস আগে টের পেতুম তো—"

"চুপ কর শয়তান!"

বলিয়া বৈষ্ণবী ধমক দিয়া শাসাইয়া কহিল—

"আমার জাত কুল খেয়ে সর্ব্বনাশ করে এনে এখন বেইমানি করতে চাস্? জানিস—তোরও জীয়ন-মরণ কাটি আমার হাতে আছে? পালবাবুদের বাড়ীর তিরিশ হাজার টাকার ডাকাতি পুলিশ কিনারা করতে পারেনি বটে, কিন্তু তার প্রমাণ আমার কাছে আছে। ভালোয় ভালোয়—কোথায় সে টাকা মোহর রেখেছিস এখনো বল্, নইলে পুলিশ ডেকে এনে কালই বাঁধিয়ে দেব। তারা খুঁজেপেতে চারদিক খুঁড়ে যেমন করে পারে বার করবে, তবুতো কিছু পুরস্কারির ভাগ পাব।"

"হাঃ—হাঃ আন্ পুলিশ ডেকে, আর ভয় করিনি, যেতে তো বসেছি—আজ নয় কাল! কিন্তু তোরা যে সন্ধান পেয়ে খুঁড়ে বার করে নিয়ে, আমাকে এইখানে ফেলে পালিয়ে গিয়ে, আবার দুজনে নতুন আখড়া খুলে রামরাজত্ব ভোগ করবি তা করতে।

দেব না। কি বলবো যে দুমাস আগে সুবো করিনি তোদের দুজনেরই বরাত জোর। একলা এ হাতে অনেক খুন ডাকাতি করেছি, তোদের দুটোকেও গলা টিপে মেরে পদ্মার জলে ভাসিয়ে দিতুম, বিশ্বাস ঘাতকী—হারামী—মেয়েমানুষের জাত?"

"তবেরে শয়তান—হারামের ধাড়ী!"

একটুখানি উত্তেজনার চীৎকার এবং গালাগালির আদান-প্রদানের পর উভয়েই নীরব হইল। জগন্নাথের বাপের আর শুনিবারও আবশ্যক হইল না। পরদিন সকাল হইতেই সমস্ত দিন ধরিয়া সে কেবল আখড়ার চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল।

দিন তিনেক পরে পদ্মানদী পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামখানাকে গ্রাস করিয়া তাহাদের আখড়ার দিকে উদ্দাম বেগে ছুটিল। চারিদিকে মাটীতে নানাস্থানে নানা আকারের ফাটার দাগ পড়িল। ভোর হইতে না হইতে আখড়ার অধিকারিণী উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া জগন্নাথের বাপকে ঠেলিয়া তুলিয়াই কহিল—

"শীগ্গির কোদাল নিয়ে এস, শয়তান বিকারের খেয়ালে সব সন্ধান বলে ফেলেছে! হাঃ—হাঃ—হাঃ—"

বলিয়াই এখন আহ্লাদের ভরে পাগলের মত হইয়া প্রচণ্ডভাবে, অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল যে, জগন্নাথের বাপ হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াই স্তম্ভিত হইয়া তাহার মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। অধিকারিণী বৈষ্ণবী অধীর ভাবে বলিল—

"কোদাল—কোদাল—দেখ কি, শীগ্গির নিয়ে এস। সাধে আর ভুল বকতে দেখে, কাল সন্ধ্যা থেকে সারারাত ওর কাছে জেগে বসে

ছিলুম ? শীগ্‌গির কোদাল আন।”

আখড়ার একটুখানি ওধারে নদীর ধারের দিকে খানিকটা পরিত্যক্ত জঙ্গলপূর্ণ স্থানে সমাধি দিবার জায়গা ছিল, নদী তাহার কাছ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া আসিয়াছিল। সেই ভাঙ্গা পাড়ের ভিতর দিকের একটা স্থানের অনেকখানি মাটী ধসিয়া গিয়া একটা অনেক কালের প্রাচীন, প্রকাণ্ড বকুল গাছ সমূলে উৎপাটিত হইয়া জলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, বিপরীত দিকে তাহার মোটা শিকড়ের চাড় লাগিয়া অনেকখানি জায়গার মাটী ফাটিয়া একটা প্রশস্ত, বড় নালার মত হইয়া গিয়াছিল। কোদাল লইয়া জগন্নাথের বাপ বৈষ্ণবীর সঙ্গে ছুটিয়া আসিয়াই সেই স্থানটাতে মুহূর্ত্তের জন্য একবারে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। সেই নালাটার ভিতরে গাছের সরু সরু শিকড় জড়াইয়া কে যেন সাতটা বড় বড় মুখ আঁটা ঘড়া বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে।

মুহূর্ত্তকাল কাহারও মুখে কথা সরিল না, কেবল একটা অদ্ভুত দীপ্তিতে উভয়ের চোখ মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তার পরেই বৈষ্ণবী সহসা একবার সভয়ে চারিদিকে চোখ বুলাইয়া চাপা গলায় তাড়াতাড়ি অধীর ভাবে বলিল—“শীগ্‌গির শীগ্‌গির! গাছটার সঙ্গে সঙ্গে এখনি হয়ত সব জলের তলে যাবে।”

বিশেষ পরিশ্রমের আবশ্যক হইল না। এক এক করিয়া কলসীগুলি সব ঘরে আনিয়া তুলিয়াই বৈষ্ণবীর তাড়া খাইয়া জগন্নাথের বাপ একটা নৌকার সন্ধান করিতে বাহির হইয়া গেল। বৈষ্ণবী চুপি চুপি বলিয়া দিল—

"একটা বড় গোছের ঘাসী নৌকা—কিন্তু মাঝি একটার বেশী না হয়, তুমি আমি দুজনেই তো বৈঠা ধরতে জানি।"

বলিয়াই, চোখ টিপিয়া একটা টাকার থলি হাতে গুঁজিয়া দিয়াই, ঘরের জিনিষপত্র বাঁধা-ছাঁদা করিতে বসিয়া গেল। অবশেষে যখন নৌকা আসিয়া পৌছিল, তখন আখড়ার অধিকারীর নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু সেদিকে গ্রাহ্য না করিয়াই তাড়াতাড়ি জগন্নাথের বাপকে লইয়া মালপত্র নৌকায় বোঝাই দিতে লাগিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমস্ত জিনিষপত্রের সঙ্গে ঘড়া সাতটা বোঝাই দিয়া জগন্নাথের বাপ নৌকার উপযুক্ত স্থানে বোঠে লইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল। বৈষ্ণবীর হঠাৎ স্মরণ হইল যে অধিকারী বুড়া তার শয্যার নীচে আখড়ার খরচের টাকা বিছাইয়া রাখিত, কানে কানে চুপি চুপি কহিল—

"একটু রাখ, এতক্ষণে মড়া শেষ হয়ে গেছে—শীগ্গির গিয়ে টেনে ফেলে বিছানার তলে থেকে টাকাগুলো সব নিয়ে আয়।"

"বাপরে—ভয়া সাঝ, ডর্ করে—মুদ্দোরের কাছে যেতে নারবো।" বলিয়া সভয়ে শিহরিয়া জগন্নাথের বাপ শুষ্কমুখে কহিল—

"কায নেই আর সে সামান্য টাকার—লা খুলে দিই।"

"সামান্য," কস্ কি—তিন চারশোর কম হবে না, মোচ্ছব করবে বলে জ্বালে রেখেছিল—তার পরেই ব্যামো ধরলো।"

"থাকগে—কায—নেই আর।"

"না—তা হবে না, তিনি চারশো কি হাজারের কাছাকাছি এখন মনে পড়ছে। গাঁয়ে কলেরা লাগবার পর—তুলসীর চরের

ডাকাতির ভাগ পেয়েছিল যে, আর গয়নাও ... জামিস্ কি ?"

"হোকগে আমার ডর লাগে, গা কাঁপছে, আমি পারবো না।"

"তবে একটু না বেঁধে রাখ—খবরদার।"

বলিয়াই রক্ত চোখে শাসাইয়া ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি নৌ... হইতে উঠিয়া নিমিষে অদৃশ্য হইয়া গেল। নৌকাখানা ঢেউয়ের ধাক্কা ক্রমাগতঃ পাড়ের গায়ে আছড়াইয়া পড়িতেছিল। মাঝি ব্যস্ত হই... কহিল—

"কোর্ত্তা—এহানে নাও আর রাখবার পারি না, দ্যাখন ঢেউয়ে বাড়ি লাগছে স্থাহ না, পাড়টা অহনেই ভাইঙ্গা পড়বো, বৈঠা ধর—ঐ ও... খাড়িটার মধ্যে সকাল চল।"

বলিয়াই—আর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া—নৌকার মুখ ঘুরাইয়া দিল। প্রায় মিনিট দশেক পরে নৌকা যখন অপেক্ষাকৃত শান্ত খাড়ির মুখের কাছাকাছি গিয়া পড়িয়াছে, ঠিক সেই সময়ে অস্বচ্ছ চন্দ্রালোকে সেই সমাধিক্ষেত্রের অর্দ্ধোৎপাটিত বকুলের তলায় নদীর পাড়ের উপর হাঁফাইতে হাঁফাইতে ছুটিয়া আসিয়া বৈষ্ণবী বজ্রস্বরে হাঁকিল—

"তবে-রে শয়তান নাও লয়ে পলাবার চাও!"

মাঝি উচ্চ হইয়া তাড়তাড়ি জবাব করিল—

"পলামু ক্যানে, ওহানে থাইক্যা জান দিবে ক্যাডা—চোখে দেখতি পাওনা ঢেউয়ের বহরটা, বাকটা ঘুইর‍্যা এহানে আইস্যা পায়ে পড়, লগি গাড়ছি।"

বৈষ্ণবী দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ বাঁকটা ঘুরিয়া যাইবার জন্য দ্রুতপদে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাহত কম্পিত পাড় দিয়াই ছুটিল দেখিয়া মাঝি আবার সভয়ে একটু ভিতরের দিক ঘেঁসিয়া আসিবার জন্য বলিতে যাইতেছিল। সহসা একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়াবহ আর্ত্তনাদের শব্দে চমকাইয়া চাহিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল—

"হায় কোর্ত্তা সর্ব্বনাশ হইল!"

জগন্নাথের বাপ থর থর করিয়া কাঁপিয়া সভয়ে দাঁড়াইয়া দেখিল যে যত দূর দৃষ্টি চলে—বৈষ্ণবীর চিহ্নমাত্র আর কোথাও নাই, কেবল দুরন্ত নদী সে পাড়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিয়া ভৈরব গর্জ্জনে ভীষণ অট্টহাসি হাসিতেছে!

জগন্নাথের বাপ যখন প্রভূত ধনের অধিপতী হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল তখন জগন্নাথ তাহাদের জমী অতিকষ্টে চাষ করিয়া কোন ক্রমে পাঁচবছরের পুত্র পদ্মলোচন এবং পত্নীকে পালন করিতেছিল। শৈশব হইতেই সে মাতৃহীন, বহুদিনের পর আবার পিতাকে পাইয়া উৎসাহে চাষের কার্য্যে লাগিয়া গেল। বাপ কিন্তু তাহাতে সহানুভূতি দেখাইতে পারিল না, অথচ সহসা চাল বদলাইয়া ফেলিতেও সাহস করিল না। তখন বাপ-বেটাতে মিলিয়া চুপি চুপি যুক্তি আঁটিতে বসিল।

জগন্নাথের শ্যালক দশ বছর পূর্ব্বে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, ঘরবাড়ী বেচিয়া এক মিশনারীর অনুগ্রহে—রেল বিভাগে চাকরি পাইয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতেছিল। তাহার সঙ্গে দিনকতক চিঠি লেখালিখির পরে জগন্নাথের বাপও দেশের সমস্ত বেচিয়া বাস তুলিয়া দিয়া—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"এই যে হ'দুটো হাভেতে ছোটলোকের মেয়ে বৌ করেছিলে বলে ঘেন্নায় আমি ঘরের বার হতুম না, তা সে দুটো টপ্ টপ্ ক'রে মরে যেতে আবার আশায় আশায় বুক ফুলিয়ে চাঙ্গা হ'য়ে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গিয়ে বসলুম—তা তোমরা আমার করলে কি বলত? আমি যাই ছেলে, তাই এখনো কেবল তোমার মুখ চেয়ে 'তাড়ি' ছেড়ে খালি ব্রাণ্ডী খেয়ে মনের জ্বালা ঠাণ্ডা করছি, আর প্রাণটা জোর করে টেনে বেঁচে আছি বইতো নয়, তা তোমরা কেউ কি আমার মুখ চাও? আর কেউ হ'লে গলায় দড়ি দে মরতো।"

বলিয়াই, মুখখানা রাঙা করিয়া ফোঁপাইয়া উঠিল। কালীতারা তাড়াতাড়ি পুত্রকে দুই হাতে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া আদর করিয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—

"বালাই—বালাই—অমন কথা মুখে এনোনি বাবা! সবেধন নীলমণি তুমি আমার, তোমার মুখ আমরা চাইনি? এত সব ধন-দৌলত রাজ্যিপাট কার জন্যে?"

"ওঃ ভারি ধনদৌলত—রাজ্যিপাট?"

বলিয়া, পদ্মলোচন বিরক্তিভরে জবাব করিল,—

"রাজ্যিপাট নিয়ে তো ধুয়ে খাব! এত রাজ্যিপাট থেকেও তো গাঁয়ে রাতভোর ঘুরে ঘুরেও কোন বেটীকে হাত করতে পারলুম না, উল্‌টে দু-দুবার রাত দুপুরে তেওর-পাড়া ডোম্-পাড়া থেকে মার খেয়ে ঠ্যাং ভেঙ্গে পালিয়ে আসতে হল—কি করতে পারলে তোমরা তার? কাল রাতে আবার চৌধুরীদের কানাচে ...দের খিড়কি... পাক বেটী যে কৌৎকা নিয়ে তাড়া করেছিল,

তুলুবাবু আর ভবাটবা না থাক্‌লে তোর কোল এতক্ষণ শূন্যি হ'য়ে যেত মা।"

বলিয়া করুণভাবে শেষ করিয়া, নিরাশভাবে মুখখানা বিকৃত করিয়া ফিরাইয়া লইল। কালীতারার বুকের ভিতরটা একবার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সভয়ে স্তব্ধ হইয়া একটুখানি তাহার মুখের পানে চাহিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, পদ্মলোচন তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া আবার বলিয়া উঠিল—

"এই তো তোমার রাজ্যিপাটের মুরোদ? বল দেখি এতে কি ঘর-সংসারে মন যায়, না প্রাণ রাখতে ইচ্ছা করে? তোমরাই আমাকে বিবাগী করে তুলছো—আমি আর ঘরে থাক্‌বো না। এই সব ফাঁকা রাজ্যিপাট নিয়ে ধুয়ে খাব নাকি?"

বলিয়া মুখখানা ক্ষুব্ধভাবে ঘোরালো করিয়া বাঁকাইল। কালীতারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ছল ছল চোখে পুত্রকে কোলের কাছে টানিতে টানিতে ক্ষুব্ধস্বরে কহিল—

"আমাদের কি অসাধ রে বাবা? না—তুই এমন ফকির-বিবাগীর মত ছোটলোকের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াস দেখেও চুপ ক'রে থাকি, কি করবো বল্‌—চেষ্টার তো কসুর কচ্ছিনি তা জুটছে কই?"

"জুটবে কোত্থেকে?"

বলিয়া, এবার পদ্মলোচন হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া উগ্রভাবে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—

"তোমরা তো নিজের বুকে হাত দিয়ে কথা কও না, তেজারতি-বন্দকীতে যেমন খালি লোকের গলায় ফাঁসী টানছো—তারাও বাগে

পেলে ফাঁসী টানবে না? বলেছিলুম না যে নন্দচৌধুরীর ভিটেটা গোকুল বাবুর কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, ফিরিয়ে দিয়ে, বিয়ের কথা পাড়তে, তা হ'লে তার সাধ্যি যে অমত করে?"

বলিয়া গলা নামাইয়া স্বর খাটো করিয়া ক্ষুব্ধভাবে উপসংহার করিল—

"দুঃখের কথা বলবো কি মা, দু' হাতে এত খরচ করছি—তবু কারুর বিশ্বাস জন্মাতে পারলুম না, সবাই বাঘ-ভালুকের মত আমাদের ভয় করে সরে যেতে চায়, নামেই আঁৎকে উঠে বলাবলি করে—"সাত জন্ম না খেয়ে শুকিয়ে মর, মেয়ে আইবুড় রেখে গলায় দড়ি দেও, তাও ভাল—তবু ও কসাইয়ের ঘরে কেউ না যায়।" বল দেখি—এতে আর বৌ আনবে কেমন করে? নন্দচৌধুরীর মেয়ে তো ঢের দূরের কথা—এখন একটা ডোম্ ডোক্‌লাও পাব না।"

"অমন কথা মুখে এনোনি বাবা।"

বলিয়া কালীতারা কোটরগত ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি যথাসাধ্য ডাগর করিয়া মেলিয়া, আশ্বাস দিয়া কহিল—

"ভাবনা কি বিয়ের? চৌধুরীদের মেয়ের জন্যেই না দেরী পড়লো, নইলে অন্য লোক যে কত হাঁটাহাঁটী করে ধূলো রাখছে না। আজতো ক্ষেত্তর বাবু একবার দেখেই পাকা করবে বলেছে

"হুঃ—তোমরা ওই করেই মন বোঝাও গিয়ে, আমি আর রাজী নই। এই যে গণ্ডা গণ্ডা এলো—তা একবার দেখে গিয়ে বারদিগর কেউ ফিরে যাড়াচ্ছে না কি? শেষে জুটলো কি না ক্ষেত্তা বিশ্বাস দূর করে হাঁকিয়ে দেওগে ব্যাটাকে আমি আর সেজেগুজে বসছি না

একশোবার অপমান হতে নারাজ। যদি পার চৌধুরীদের মেয়েকে ঘরে আনতে—"

কথা শেষ হইল না, হন্তদন্ত হইয়া জগন্নাথ ঘরে ঢুকিয়াই ব্যস্ত হইয়া জোর গলায় কহিল—

"নিশ্চয় পারবো—আর চিন্তা নেই, দেখি বাছাধন এবার করেন কি? তুমি বাবা একবার এস বাইরে শীগ্‌গির করে, চকোত্তি মশাই ওদিকে করছেন, আর মেজভার বিশ্বেসও হা পিত্যেসে বসে। এয়েছে— থাক্ দেখে, তার পর চকোত্তির বাহাদুরিটা দেখ।"

বলিয়া উৎফুল্লভাবে এমন করিয়া চাহিল, যে সকলেরই হৃদয় আশায় উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দত্ত বাবুদের প্রকাণ্ড অট্টালিকার খিড়কীর গায়েই চৌধুরীদের পৈত্রিক জীর্ণ একতালার বাহিরের দিকের ঘরে অচেতন নন্দবাবুকে পরীক্ষা করিতে করিতে শ্রীপতি সহসা মুখ তুলিয়া কি বলিতে যাইতেই কুসুমের সঙ্গে চোখোচোখি হইয়া, থতমত খাইয়া অপ্রস্তুত ভাবে চোখ নামাইয়া লইয়া জড়িতকণ্ঠে কহিল—

"একটু—ফুটন্ত—গরম—জল—"

কুসুমও থতমত খাইয়া চোখ নামাইয়া তাড়াতাড়ি পা বাড়াইতে গিয়াই কাপড়ে বাধিয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে দেয়াল ধরিয়া সামলাইয়া লইল। তাহার মাতা পতির পদপ্রান্তে বসিয়া উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে মুখের পানে চাহিয়া ছিলেন,—

"—তুই বোস্, আমি আন্‌ছি—"

বলিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন। কুসুম পিতার পা দু'খানি কোলে তুলিয়া লইয়া জড়সড় হইয়া বসিল। শ্রীপতি আবার ক্ষণকাল নীরবে রোগীকে পরীক্ষা করার পর জিজ্ঞাসা করিল—

"এঁর কি কোন রকম বুকের ব্যামো ছিল?"

শ্রীপতি অপরিচিত নহে। সে বড় দরিদ্র, একমাত্র বিধবা মাতা ভিন্ন সংসারে তাহার আপনার বলিবার আর কেহ ছিল না। অতিকষ্টে শৈশবে লালিত হইয়া দশের বদান্যতায় লেখাপড়া শিখিয়া

ইদানীং—দত্তদের শৈলবালার স্বামী—চারুর সঙ্গে কলিকাতার এক মেসে থাকিয়া ডাক্তারী পড়িত। চারুর সঙ্গে একটু দূর কুটুম্বিতাও যে না ছিল এমন নয়, কিন্তু তার চেয়ে দু'জনের বন্ধুত্ব ছিল এত বেশী যে পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইয়া থাকিতে পারিত না। ধনবান চারু তাহাকে সাহায্য তো করিতই—উপরন্তু যখন যেখানে যাইত তাহাকে সঙ্গে না লইয়া ছাড়িত না। বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে দুই তিনবার তাহার শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া শ্রীপতি চৌধুরীদের সকলের কাছেই পরিচিত হইয়া গিয়াছিল।

প্রশ্নের জবাব না পাইয়া শ্রীপতি আবার মুখ তুলিয়া চাহিল। কুসুম পিতার পদসেবা করিতে করিতে এক একবার আড়চোখে চোরের মত ভয়ে ভয়ে চাহিতেছিল, পুনর্ব্বার চোখোচোখি হইতেই তাহার বুকের ভিতর ধড় ফড় করিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি ফিরাইতে গিয়াও সামলাইতে পারিল না, গোটা কতক বড় বড় ফোঁটা টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। ধীরে ধীরে মুখ নত করিয়া আঁচল চাপিয়া ধরিল।

শ্রীপতির বুকের মাঝখানটায় কে যেন সবলে মোচড় দিল—একটা অজ্ঞাত বেদনায় সহসা টন্ টন্ করিয়া উঠিল, করুণভাবে চাহিয়া একটা উত্থিত দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া ধীরে ধীরে কহিল—

"ছিঃ কেঁদনা, সেরে যাবেন ভয় কি? কাঁদছো কেন?"

কুসুম কি জবাব করিতে গিয়াও পারিল না—আবার চোখের জল বুক ঠেলিয়া উঠিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া দিয়া চোখের পথে ছুটিল, শুধু আবদ্ধ কণ্ঠের একটুখানি বেদনামাখা স্বরের ঝঙ্কার উঠিয়া

শ্রীপতির প্রাণে বিষম আঘাত করিল। শ্রীপতি চঞ্চল হইয়া ব্যথিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

"বুকের ব্যামো হয়েছে কতদিন, সূত্রপাত কি থেকে?"

শৈলর সঙ্গে কুসুমের প্রণয়ের কথা কাহারও অবিদিত ছিল না। তাহাদেরও দুই বন্ধুতে তেমনি ভালবাসা—তেমনি মাখামাখি বলিয়া চারুর বড় ইচ্ছা ছিল যে শ্রীপতির সঙ্গে কুসুমের বিবাহ ঘটাইয়া দেয়। সেই উদ্দেশ্যে—যতবার শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছিল— ততবার কথাটা পাড়িয়া, নাড়াচাড়া করিয়া এতদূর পর্য্যন্ত ঠেলিয়া তুলিয়াছিল যে, সে যেমন বন্ধুকে কুসুমের কথা তুলিয়া রঙ্গ-রহস্য করিত, শৈলও তেমনি সখির কাছে শ্রীপতির কথা তুলিয়া যখন তখন তাহাকে ঘাঁটাইতে ছাড়িত না। এমন কি, সকল রকমেই সুপাত্র বলিয়া, কুসুমের পিতা-মাতাও সম্মতি দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। সুতরাং তাহাদের বিবাহের কথা এক প্রকার অবধার্য্য বলিয়াই সকলে গ্রহণ করিয়াছিল। তেমনি দিনে কেবল শ্রীপতির মাতার অসম্মতিতে যখন সে প্রস্তাব বন্ধ হইয়া গিয়াছিল— তদবধি শ্রীপতি আর শ্যামপুরে আসে নাই।

শ্রীপতির প্রশ্নে কুসুম আর সামলাইতে পারিল না, সহসা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বুক-ফাটা স্বরে বলিল—

"বড় হতভাগী আমি—শত্তুর হ'য়ে এসে জন্মেছিলুম।"

বলিয়া অধীরভাবে শিরে করাঘাত করিতে করিতে যখন পিতার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল, তখন শ্রীপতিও আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। তা'র আর্ত্তনাদের প্রতি কথা—আকুলতার

প্রত্যেক নিশ্বাস—করাঘাতের প্রত্যেক শব্দটি অবধি তাহার বুকের ভিতর গিয়া তীক্ষ্ণধার ছোরার মত—কাটিয়া কাটিয়া বসিতে লাগিল। কুসুমের চোখের আকুল বারিবিন্দু তাহারও চোখে উৎস ধারার বেগে ঠেলিয়া উঠিতে আসিল,—উদ্‌ভ্রান্তভাবে সহসা ছুটিয়া গিয়া খপ্‌ করিয়া কুসুমের হাত দু'খানি ধরিয়া ফেলিয়া, টানিয়া তুলিতে তুলিতে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

"চুপ্‌—চুপ্‌ কর—ওঃ—এযে অসহ্য!"

"অসহ্য—অসহ্য, বাবা!"

বলিতে বলিতে সেই মুহূর্ত্তেই কুসুমের মা ঘরে ঢুকিয়া গরম জলের হাঁড়ীটা ধপ্‌ করিয়া বসাইয়া রাখিয়া বলিলেন—

"শুধু ওর ভাবনা ভেবে ভেবে আজ ওঁর এই দশা!"

বলিয়াই চোখে আঁচল চাপিয়া ধরিলেন।

"আপনিও মা?——"

বলিয়া, শ্রীপতি কুসুমের হাত ছাড়িয়া দিয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বাধ-বাধ করিয়া কহিল—

"স্থির হোন্‌ মা—স্থির হোন্‌—ওকে ঠাণ্ডা করুন নইলে বাবাকে বাঁচাতে পারবো না যে?"

মা-মেয়ে চকিতে একবার চম্‌কাইয়া এক সঙ্গেই শ্রীপতির মুখের পানে চাহিল। পরক্ষণেই মাতা আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আশা এখনো আছে তো বাবা—সিঁদুর মোছেনি আমার?"

বলিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর সবলে দমন করিতে গিয়া মুখে আঁচল চাপিয়া ফোঁপাইয়া উঠিলেন।

"কোন ভয় নেই, আপনারা ঠাণ্ডা হোন নইলে যে আমার হাত-পা আসছে না মা ?"

করুণভাবে বলিয়া, শ্রীপতি আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, রোগীর শিয়রে গিয়া বসিল। কুসুমের মা সহসা গলায় আঁচল দিয়া উপর দিকে চাহিয়া হাত জোড় করিয়া কহিলেন—

"ভগবান, তুমি সাক্ষী !"

বলিয়া, একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলিয়া শ্রীপতির নির্দ্দেশ মত শুশ্রূষা করিতে বসিলেন।

চারু শ্রীপতিকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিয়া—নিজে একটু কাজ সারিয়া আসিতে—হঠাৎ একটা ঝঞ্চাটে পড়িয়া গিয়া, সে গাড়ী খানা ফেল করিয়া, পরের গাড়ীতে রাত দশটার সময়ে শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া পৌছিয়াছিল। রোদন ও আর্ত্তনাদের শব্দ কাণে যাইতেই ছুটিয়া আসিয়া একটা হাত ব্যাগ শ্রীপতির কাছে রাখিয়া দিয়া কহিল—

"ভাগ্যে তুমি আমার জন্য বসে না থেকে সন্ধ্যের গাড়ীতেই চলে এসেছিলে ? এখন আছেন কেমন ?"

শ্রীপতি সে কথার জবাব না দিয়াই কহিল—

"ওষুধের ব্যাগটা এনে ভালই করেছ।"

"ওইটের জন্যই তো ট্রেণ ফেল করতে হ'ল ! ক'দিন থেকে যদুর কাছে পড়ে র'য়েছে—আনবার সময় হয় না। আজ পথে প'ড়লো, তাই আর ছেড়ে আসতে ইচ্ছা হ'ল না।"

"তবে আর এ যাত্রা ভয় নেই।"

বলিয়াই, শ্রীপতি ব্যাগ খুলিয়া ঔষধ বাহির করিয়া প্রয়োগ করিতে করিতে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল—

"নাড়ী চঞ্চল হচ্ছে—জ্ঞান ফিরবে এখুনি, কিন্তু বেশী কথাবার্ত্তা কইতে দেবেন না। একটু জ্বর হ'তে পারে—তাতে ভয় নেই। কিন্তু হৃদয় বড় দুর্ব্বল কোন রকম ভাবনা চিন্তা করতে দেবেন না, একটু বেশী রকম উত্তেজনা হ'লেই হার্ট ফেল করতে পারে—খুব সাবধান!"

বলিয়া, চারুকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেল। ততক্ষণে শৈলবালা এবং তাহার মাতা দুই চার জন পুরাঙ্গনার সহিত আসিয়া বসিয়াছিলেন, কুসুমের মাকে চুপি চুপি কহিলেন—

"শুনলে তো? এই ভাবনা চিন্তা গুলোতেই বিপদ ঘটিয়েছে—"

কুসুমের মা আঁচলে চোখ মুছিয়া মেয়ের পানে একবার কটাক্ষ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জবাব দিলেন—

"পোড়া বরাত বোন—দেখ্‌ছ তো চোখের উপরে, কি বল্‌ব বল?"

"আমি বলি মাসি-মা তোমরা আর 'বেতোড়ে' হাঁটাহাঁটি না ক'রে ঠাকুরপোর মার কাছে গিয়ে হাতে পায়ে জড়িয়ে পড়, উনি আজ আগে এসে না পড়্‌লে কি হ'ত বল দেখি? এই যে হারাধন নিধি জ্যাঠাকে সঙ্গে নিয়ে সেই কোন্ সন্ধে বেলায় নন্দীপুরে ওষুধ আন্‌তে গেছে—এখনো ফির্‌লো কি?"

বলিয়া শৈল কুসুমের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া তাহার হাত টিপিল। শৈলর মা মেয়ের কথায় সায় দিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"সত্য কথা, শ্রীপতির মত ছেলেকে জামাই করা ভাগ্যির ফল বল্‌তে হ'বে।"

কুসুমের মা কেবল উপর দিকে চাহিয়া একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া জবাব করিলেন—

"উনি যা করেন বোন্—আর আমাদের হাত কি ?"

দিন তিনেক পরে গোকুলবাবু গৃহে ফিরিয়া নন্দবাবুকে দেখিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এবার না কি বড় বাড়াবাড়ি হ'য়েছিল, ব্যাপারখানা কি ?"

নন্দবাবু তখনো ভাল রকম সামলাইয়া উঠিতে পারেন নাই, তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া একটুখানি উঁচু হইয়া বসিয়া কহিলেন—

"হ্যাঁ দাদা—গেলেই রক্ষে পেতুম, 'বেতোড়ের' খবর জান তো ?"

"না—হ'য়েছে কি ?"

"সে মহা ব্যাপার! বুড়ো জগৎ সিঙ্গি তোমার বাড়ীতে দু'তিন বার খেতে এসে কুসুমকে দেখে 'নাত-বৌ' করবে ব'লে বরাবর আশা দিয়ে রেখেছিল জান তো—এখন তাতে ছাই পড়ে গেছে। সে নাতি এখন আর নাতি নেই।"

বলিয়া নন্দবাবু একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া তাকিয়ার উপর হেলিয়া পড়িলেন। গোকুলবাবু আশ্চর্য্য হইয়া উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কেন, কেন—ব্যাপার কি, আগাগোড়া সব খুলে বল দেখি ?"

"বল্‌বো কি আর মাথামুণ্ড, সর্ব্বনাশ সব চেয়ে বেশী হ'ল আমাদেরই।"

বলিয়া আবার একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলিয়া নন্দবাবু আরম্ভ করিলেন—

"সেই কালা খৃষ্টান 'ড্যানিল' সাহেবকে জানতো,—রেলের কায পত্তন হ'তে যে ইনিসপেক্‌টার হ'য়ে এসেছিল, যার কাছে মাটী কাটার কনট্রাক্ট নেবার জন্যে নন্দীপুরে ছুটোছুটী করতে হে ?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা হ'য়েছে কি ?"

"তার একটা সুন্দরী মেয়ে ছিল—দেখেছ বোধ করি ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই মিরিয়াম—খুব সুন্দর ছিল বটে।"

"তাতেই তো করেছে সর্ব্বনাশ ! গেল বছর থেকে আবার সেই 'ড্যানিল' সাহেব এই ব্রাঞ্চ লাইনটা পত্তন করতে এসে নন্দীপুরে বসেছিল না ? তারপর সুরেশ সিঙ্গিও বি, এ, একজামিন দিয়ে ঘরে এয়েছিল জানতো ?"

"হ্যাঁ, সে তো সেদিন—এই মাস ছয়েকের কথা, তখনি তো কুসুমের বিয়ের কথা পাকা হতে হতে জগৎ বাবুর জন্য আটকে রইলো।"

"হ্যাঁ—সেই সময় থেকে সুরেশটা রোজ নন্দীপুরে যাতায়াত করে, ওই 'ড্যানিলের' খপ্পরে পড়ে যায়—'মিরিয়ামকে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপে ওঠে।"

"বল কি, এসব কথা এ পল্লীগ্রামেও চাপা ছিল—আশ্চর্য্য !"

"হ্যাঁ হে—কাকে-কোকিলে টের পায়নি ! তারপর এই মাস দুই সাহেব বদলি হ'য়ে এখান থেকে চলে গেছে—সঙ্গে সঙ্গে সুরেশও নগদ দশ হাজার টাকা ঠাকুরদাদার সিন্দুক থেকে হাতিয়ে

একেবারে অদৃশ্য। শুনতে পাই—নাকি জাত ছেড়ে খৃষ্টান হয়ে মিরিয়ামকে বিয়ে করে একদম বিলেতে সটকেছে।"

—"এ্যাঁ"—

বলিয়া আশ্চর্য্যভাবে খানিকক্ষণ মস্ত হাঁ করিয়া থাকিয়া গোকুল বাবু শেষে বলিলেন—

"তাই তো, অত বিষয়—উঠতি ঘর, ছেলেটাও সেদিন মারা গেছে, আর মেয়েটার সঙ্গে তো বিয়ে দেওয়া অবধি সম্পর্কই রাখেনি, বুড়োর কেবল ওই নাতিটাই ছিল—সর্ব্বেসর্ব্বা, তা সে এখন করবে কি হে? সে কি আর ওই একমাত্র বংশের চিহ্ন নাতিটাকে ফেলতে পারবে?"

"জগৎবাবু সে বুড়ো নয় হে—"

বলিয়া নন্দবাবু আবার একটুখানি উঠিয়া বসিয়া কহিলেন—

"জান তো—কি রকম ভয়ানক কড়া আর একগুঁয়ে মেজাজ? একটিমাত্র মেয়ে তা বিয়ে দেবার পর জামায়ের সঙ্গে বচসা হয়েছিল বলে জীবনে আর তাদের সম্পর্ক রাখেনি, মরেছে কি, কি দশায় আছে তাও জানে না। তার উপর উপযুক্ত একমাত্র ছেলে টপ করে চা-বাগানে মারা গেল—দেখাও হলো না বাপের সঙ্গে, তবুও বুড়ো টলেনি—সে যে নাতির খাতিরে সমাজে খাটো হবে স্বপ্নেও ভেব না। খবর শুনেই তৎক্ষণাৎ নাতিকে বিষয়-আশয় থেকে বঞ্চিত করে উইল করেছে শুনলুম—তারই উপার্জ্জিত কি না? তবে কথাবার্ত্তায় ভাবভাবে বুঝলুম যে—তার বুকের পাঁজরাখানা একেবারে ভেঙ্গে গেছে—বোধ হয় আর টিকবে না। তাহলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও

সর্ব্বনাশ! তোমার নয় বিষয় সম্পত্তির উপর দিয়ে যাবে, আমার যে বাস্তুটুকু অবধি তার কাছে আটকানো। তার উপর এই মেয়ে; কি কুক্ষণেই ভাই আমার বাড়ীটুকু শুদ্ধ সিঙ্গি বাবুদের কাছে ট্রান্সফার করেছিলে, তা, তোমার দোষ দেব কি—উপায় ছিল না—আমাদেরই বরাৎ! এইবারে বুঝি সব যায়—ছেলে মেয়ের হাত ধরে পথে দাঁড়াতে হয়?"

"না নন্দ, ভয় নাই ভাই!"

বলিয়া গোকুলবাবু গলা খাটো করিয়া কহিলেন—

"আমার কাম কতক সফল করে এসেছি—বাকীটুকু হপ্তাখানেক পরে আর একবার মতিহারীতে গিয়েই শেষ করে আসবো! বেশী না হোক, অন্ততঃ তোমার বাস্তুটুকু ওদের ওখান থেকে আবার ছাড়িয়ে এনে রাখতে পারবো—ভেব না।"

নন্দবাবু কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-নেত্রে চাহিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ হারাধন ছুটিয়া আসিয়া কহিল—

"বাবা, বাবা, বেতোড়ের সিঙ্গিদের পাক্ এই চিঠি এনেছে বলছে—ভারি জরুরী।"

নন্দবাবু হাত বাড়াইতে না বাড়াইতেই গোকুল বাবু চিঠিখানা হারাধনের হাত হইতে টানিয়া লইয়া এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়াই বলিয়া উঠিলেন—

"সর্ব্বনাশ—জগৎবাবুর বোধ হয় শক্ত ব্যামো, অবিলম্বে সব মিটিয়ে দেবার জন্য গোবর্দ্ধনের তাগিদ!"

বলিতে বলিতে মুখখানা শাদা করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির

হইয়া গেলেন। নন্দবাবুর মুখচোখ বিবর্ণ হইয়া গেল—কাঁপিতে কাঁপিতে চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া চোখ বুলাইয়াই—

—"হা ভগবান!—"

বলিয়া বিকৃত কণ্ঠে একটুখানি আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

সমস্ত দিন রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে শুশ্রূষা এবং চিকিৎসা করার পর ভোরের দিকে শ্রীপতি এক হাতে নাড়ী ধরিয়া অন্য হাতে ঘড়ি লইয়া ঘন ঘন চাহিতেছিল। তাহার কাছেই কুসুমের মা রোগীর শিয়রে বসিয়া মাথায় ও কপালে ঔষধ সিঞ্চন করিতেছিলেন, আর বিছানার পাশে বসিয়া কুসুম কাঠের পুতুলের মত নিশ্চল হইয়া ক্রমাগত পাখা করিয়া যাইতেছিল। ঘরের ভিতরে শৈল, তাহার মাতা, চারু, হারাধন এবং আরও দুই তিনজন দত্তবাড়ীর পুরাঙ্গনা উৎকণ্ঠিতভাবে ইতস্ততঃ বসিয়া নীরবে শ্রীপতির মুখের পানে চাহিতেছিল। সকলেই নিস্তব্ধ—সাড়া শব্দটি অবধি ছিল না। হঠাৎ নন্দবাবু চোখ মেলিয়া আকুলভাবে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে কি বলিলেন—বুঝিতে পারা গেল না। পত্নী কন্যা পাগলের মত এক সঙ্গে হুমড়ি খাইয়া তাঁহার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

চারু বিদ্যুতের মত ত্রাস্তে গিয়া কুসুমের মাতাকে টানিয়া তুলিল, শ্রীপতি তাড়াতাড়ি কুসুমের হাত ধরিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে দিতে উচ্চৈস্বরে কহিল—

"অমনতর করে যেটুকু আছেন তাও শেষ করে দিতে চা নাকি?"

বলিয়াই রোগীর মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিল। শ্রীপতির কণ্ঠস্বরে নন্দবাবু তাহার পানে ফিরিয়া একটুখানি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তারপরে হাঁফাইতে হাঁফাইতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা জড়িত স্বরে কহিলেন—

"দেবদূত—স্বর্গ থেকে নেমে এয়েছে।"

বলিয়াই তাহার হাতখানি ধরিয়া আবার আকুলভাবে চাহিলেন। কুসুমের সঙ্গে তাহার মাতা আবার আসিয়া রোগীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন—পাগলের মত বলিলেন—

"ওগো বল কি চাও, এই যে তোমার কুসুম—"

রোগী একবার ফ্যাল ফ্যাল করিয়া ফিরিয়া চাহিল—তারপরে সহসা মেয়ের হাতখানি টানিয়া শ্রীপতির হাতের উপর দিয়াই ছাড়া ছাড়া করিয়া বলিল—

"ভগ—বান—তুমি—সাক্ষী—গ্রহ—ণ—কর—বাবা—দে—ব—তা—"

বলিতে বলিতে নন্দবাবু আবার মূর্চ্ছিত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মিরিয়াম যে জগন্নাথ সরকারের মেয়ে—পদবাবুর বোন, সে কথা জানিত অতি অল্প লোকেই, যাহারা জানিত তাহারাও দুঁদে মহাজন, ধনবান জগন্নাথের ভয়ে কানাঘুষা করিতে সাহস পাইত না। জগন্নাথদের নন্দীপুরে আসিবার পরে, রেলওয়ে পত্তনের কার্য্যের ইনিসপেক্টার হইয়া যখন তাহার শ্যালক 'ড্যানিল' সাহেব সেই অঞ্চলে আসিয়াছিল—তখনই নগদ মূল্য বুঝিয়া লইয়া—শিশুকন্যাকে বেচিয়া ফেলিয়া এমন ভাবে সে ব্যাপার চুকাইয়া দিয়াছিল যে কেহ কোন প্রকার সন্দেহ করিতেও পারিত না।

'ড্যানিল' সাহেবও সে সময়ে মোটা রকম লাভের প্রত্যাশায় সুন্দরী ফুট্‌ফুটে ভাগ্নীটিকে অধিকার করিয়া লইয়া অবশেষে নিঃসন্তান পত্নীর আগ্রহে নিজেও একটু একটু করিয়া এমন মমতায় জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন যে পূর্ব্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া—'মিরিয়ান' নাম দিয়া আপনার কন্যারূপে প্রতিপালন করিয়া—সাধারণের কাছে নিজের মেয়ে বলিয়া পরিচিত করিতে ক্ষান্ত হন নাই।

মিরিয়ামেরও স্বভাব এমনি যে সেই শৈশবের ইতিহাস যখনই আবছায়ার মত মনে পড়িত, তখনি আপনার বাপমায়ের উপর একটা বিরাট ঘৃণায় তাহার মন সঙ্কুচিত হইয়া—এই প্রতিপালক মামা মামীর প্রতি ধাবিত হইত। এই রকম করিয়া ক্রমে ক্রমে সে তাহার

শৈশবের সমস্ত ক্ষুদ্র আকর্ষণ গুলি দিয়া বাপমায়ের মত করিয়াই তাঁহাদিগকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

'ড্যানিল' সাহেবকে চিরদিন রেলের চাকরি উপলক্ষে বিদেশে বিদেশে—এখানে সেখানে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত বলিয়া তিনি মিরিয়ামকে ভাল রকম শিক্ষিতা করিয়া তাঁহাদের সমাজের উচ্চশ্রেণীর ভিতরে পরিচিত করিয়া দিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়া তাঁহার পত্নী তাহাকে কাছছাড়া করিয়া থাকিতে পারিত না বলিয়া—বরাবর সঙ্গে লইয়াই ঘুরিতে হইত। শেষে সেই মেয়ের বয়স যখন কুড়ির কোঠা পার হইতে চলিল, অথচ তাহার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই হইয়া উঠিল না—তখন সাহেব বিবি দুজনেই চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। তেমনি দিনে আবার যখন একটা ব্রাঞ্চ লাইনের কনষ্ট্রাকসন লইয়া তাঁহাদিগকে নন্দীপুর অঞ্চলে গিয়া বসিতে হইল, তখন একদিনের একটা ক্ষুদ্র ঘটনায় একটা সুরাহা হইয়া গেল।

নন্দীপুরের 'খড়ো' নদীর ওপারে রেলওয়ে কোয়াটার গুলির কিছু দূর দিয়া তখনো অনেকখানি বিলের মত জায়গা জুড়িয়া ছোট ছোট ঝোপঝাপ, বালির ঢিবি এবং বন জঙ্গল ছিল,—সেইখানে বিস্তর বন্য পশুপক্ষী চরিত এবং দুই চারিটা নেকড়ে বাঘও যে আসিত না—এমন নয়। রেলের কোন উচ্চ পদস্থ সাহেব কর্ম্মচারী আসিলেই—সেইখানে শীকার করিতে যাইতেন।

'ড্যানিল' সাহেবের শীকারের ঝোঁক না থাকিলেও, মিরিয়ামের পুরা মাত্রায় ছিল বলিয়া, তিনি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে ত্রুটি

করেন নাই। মিরিয়াম একটা হাল্‌কা পাখী-মারা বন্দুক এবং একজন কুলী সঙ্গে লইয়া প্রায়ই সেইখানে পাখী মারিতে যাইত।

অগ্রহায়ণের প্রথমে সে অঞ্চলে ধানকাটা সুরু হইয়া কনষ্ট্রক্সনের কায একটু ঢিমা হইয়া পড়িয়াছিল, অথচ সেখানকার কায শীঘ্র সারিয়া রূপগঞ্জে যাইবার জন্য উপর হইতে তাগিদ আসিতেছিল। ড্যানিল সাহেব ঠিকাদার গণের সহিত বকাবকি করিয়া শেষে নিজেই তাহাদের সঙ্গে কুলী সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। মিরিয়াম বিকাল বেলা আঁটা পোষাক পরিয়া তার বন্দুকটি লইয়া একাই পাখী শীকার করিতে বাহির হইয়া মাতাকে বলিয়া গেল—

"কুলী মিল্লো না মা, কায সারা হলেই—বয়টাকে পাঠিয়ে দিও, আজ বিস্তর হাঁস বসেছে—আমি এগিয়ে চল্লুম।"

বাস্তবিকই বিলটার নানা স্থানে সেদিন পালে পালে বালি হাঁস বসিয়াছিল। মিরিয়াম সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একটা ঘন ঝোপে ঢাকা বালির ঢিবির উপরে পিছন দিক হইতে উঠিয়াই যেমন বন্দুকের আওয়াজ করিতে যাইবে—অমনি স্তুপের শিখর দেশ ভাঙ্গিয়া নীচের দিকে পড়িয়া গেল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নীচের ঝোপের ভিতর হইতে আর একটা বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে হাঁস গুলাও যেমন কলরব করিয়া আকাশে উড়িল, অমনি দুইটি সবল বাহু সহসা কোথা হইতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া বুকের উপর লুফিয়া লইল। মিরিয়াম সভয়ে একটুখানি অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়াই স্তব্ধ হইয়া গেল।

পরক্ষণেই তাহাকে, ধীরে ধীরে নীচে নামাইয়া দিয়া সে ব্যক্তি

তাহারও অঙ্গের ইংরাজী শীকারীর পোষাক ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া ঠিক করিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই কিন্তু মিরিয়াম মধুর হাসিয়া বলিয়া উঠিল—

"ওঃ—ইউ ?—আপনি ? আমি ভাবিয়া ছিলাম—"

"আপনি আমাকে চেনেন !"

বলিয়া যুবকও মধুর হাসিয়া—ঈষৎ ঘাড় নোয়াইয়া কহিল—

"আশা করি আঘাত লাগেনি কোথাও ?"

"না—থ্যাঙ্ক্‌স, আপনাকে আমি বাংলা থেকে অনেক বার এই দিকে শীকারে আস্‌তে দেখেছি, আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?"

বলিয়া তাহার হাতের বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয়ের পানে চাহিয়াই মনে মনে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। যুবক—সুন্দর—সুপুরুষ, তার উপর তাহার মূল্যবান হাণ্টিংস্যুটটি এমন মানাইয়াছিল যে দেখিলে তাহাকে সামান্য গৃহস্থের সন্তান বলিয়া মনে তো হইতই না বরং তাহার আদব কায়দা ও হাবভাবে সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বড় ঘরের ছেলে বলিয়াই প্রতীতি জন্মিত। ধীরে ধীরে আবার একটু মাথা নোয়াইয়া বিনীত-ভাবে জবাব করিল—

"একশোবার জিজ্ঞাস করতে পারেন, আমার নাম সুরেশচন্দ্র সিংহ বেতোড়ে—"

"ওঃ—এক্সকিউজ মি—ক্ষমা করুন !"

বলিয়া তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া মিরিয়াম জিজ্ঞাসা করিল—

"আপনি বেতোড়ের সিংহ বাবুদের বাড়ীর ? আপনিই না 'বি, এ, দিয়ে এই' অল্প দিন গ্রামে এয়েছেন ?"

সুরেশ সম্মতিসূচক একটু ঘাড় নাড়িয়া আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল—

"আপনি আমার এত পরিচয় পেলেন কোথায় ?"

"সিংহবাবুদের কথা এ অঞ্চলে কে না জানে ?"

বলিয়া মিরিয়াম আবার মধুর হাসিয়া আপনার ডান হাত বাড়াইয়া দিয়া ঈষৎ অপাঙ্গভঙ্গি করিয়া জবাব দিল—

"এ সব অঞ্চলে একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক এলে লুকিয়ে থাকবার শক্তি নাই।"

সুরেশ তাড়াতাড়ি সেক্‌হাণ্ড করিয়া কহিল—

'থ্যাঙ্ক্‌স্‌ থ্যাঙ্ক্‌স্‌ এ মস্ত কম্‌প্লিমেণ্ট, বিশেষ আপনার মত—সু—সু—সুন্দরীর মুখে।"

থপ্‌ করিয়া বলিয়া ফেলিয়াই লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া লইল। কিন্তু মিরিয়াম পাগলকরা হাসির লহর তুলিয়া তাহার হাতখানি টানিয়া ধরিয়া সোৎসাহে নাড়িতে নাড়িতে কহিল—

"মাচ্‌ ওব্‌লাইজড্‌—ভেরি হ্যাপি—বড় বাধিত ও সুখী হলেম।"

মুহূর্ত্তের ভিতরেই সুরেশের সঙ্কোচ কাটিয়া গেল, সে আবার মুখ তুলিয়া তেমনিতর একটু মধুর হাসি ও অপাঙ্গের প্রতিদান করিতে ছাড়িল না। তখন হাঁসগুলা আবার কলরব করিতে করিতে বিলের উপর নামিয়া বসিতেছিল, মিরিয়াম দেখিয়াই হাসিয়া বলিল—

"আজ ব্যর্থ হয়েও আমার শীকারে আসা সার্থক হলো, আপনার বন্ধুত্ব শীকার করলেম।"

"সেটা আমার পক্ষেও জানবেন।"

বলিয়া, সুরেশ বিলের দিকে চাহিয়া কহিল— করিয়া

"কিন্তু তাও নিষ্ফল হবে না ওই দেখুন এক জোড়া হাঁ… পড়েছে।"

সুরেশ তাড়াতাড়ি গায়ের কোট এবং জুতা খুলিয়া ফেলিয়া, জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মিরিয়াম মুগ্ধভাবে তাহার সুঠাম সুদীর্ঘ বপুর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তার পরে সে যখন ভিজা গেঞ্জি এবং প্যাণ্টে তাহার শীকারের হাঁস দুইটা তুলিয়া আনিয়া মিরিয়ামের সুমুখে রাখিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল—

"এখন খুসী হবেন বোধ করি—"

তখন বাস্তবিকই সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আহ্লাদে বলিয়া উঠিল—

"আরও শতগুণ খুসী হব যদি আপনি দয়া করে আমাদের বাংলায় এসে এক কাপ্ চা গ্রহণ করেন। আপনি যে রকমে আজ আমাকে হাত পা ভাঙ্গার বিপদ হতে রক্ষা করেছেন, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এ সুযোগ না দিলে বাবা-মা অত্যন্ত দুঃখিত হবেন।"

বলিয়াই তাহার হাত ধরিয়া এমন ভাবে মুখের পানে চাহিল যে সুরেশের বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল; কিন্তু সে হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা না করিয়াই ঈষৎ সঙ্কোচের ভরে জবাব করিল—

"এ আমার মহা সৌভাগ্য, তাহলে হুকুম করুন—আরো গোটা-কতক হাঁস মেরে নিই।"

"প্রলোভনটা খুব বেশী হলেও আপনাকে এই শীতের দিনে এ রকম ভিজা পোষাকে আর এক মুহূর্ত্ত থাকতে দেবার সখ মোটেই নেই; তাতে অত্যন্ত দুঃখিত হব।"

বলিয়া সদয়ভাবে চাহিল। সুরেশের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন একটা প্রখর তাড়িৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল, সে দুরু-দুরু বক্ষে জুতা বাঁধিয়া কোট আঁটিতে যাইতেই, সহসা মিরিয়াম টানিয়া কাড়িয়া লইয়া চোখ রাঙ্গাইয়া কহিল—

"না ও ভিজা গেঞ্জির উপর কোট আঁটতে দেব না—শেষে কি কোল্ড লেগে ব্যায়রাম করবেন না কি ?"

বলিয়াই কোটটা নিজের কাঁধে ফেলিয়া হাঁস দুইটা তুলিয়া লইল। সুরেশ আর জবাব করিল না, একবার মাত্র মুগ্ধভাবে তাহার মুখের পানে চাহিয়াই বন্দুক দুইটা কুড়াইয়া লইল। তখন উৎসাহভরে তাহার হাত ধরিয়া মিরিয়াম এমন করিয়া আনন্দের ঢেউ তুলিয়া কথায়—গল্পে—হাসিতে মাতাইয়া তাহাকে লইয়া গিয়া গৃহে প্রবেশ করিল যে সুরেশের আগাগোড়া ব্যাপারটাই যেন একটা বাসন্তী নিশীথের সুখস্বপ্নের মত মনে হইতে লাগিল।

সেই দিন হইতে সুরেশের শীকারের বাতিকটা এমন বাড়িয়া গেল যে, গৃহে ঠাকুরদাদার পক্ষে তার টিকির নাগাল পাওয়া যেমন দুষ্কর হইয়া উঠিল, ওদিকে নন্দীপুরে ড্যানিল সাহেবের বাংলায় একটি সোণার শিকল পায়ে জড়াইতে জড়াইতে ক্রমেই দুশ্ছেদ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে এমন হইল যে তাহার নড়িবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিল।

সপত্নী কালা-সাহেব এই শুভ মুহূর্ত্তটির আশায় প্রতীক্ষা করিয়া ক্রমাগতঃ প্রশ্রয় দিয়া যাইতেছিলেন, শেষে যখন দেখিলেন যে পাখী আঠাকাটিতে একেবারে জড়াইয়া নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে—

তখন জবাই করিবার আশায় ছুরি শানাইয়া জানাইয়া দিলেন যে ধর্ম্মত্যাগ করিয়া—বাপ্তাইজ হইয়া—মিরিয়ামের বিবাহের যৌতুক স্বরূপে অন্ততঃপক্ষে নগদ পাঁচ হাজার টাকা না দিলে বিবাহ তো হইবেই না—অধিকন্তু তিনি বিশ হাজার টাকা মান হানির দাবী দিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। তা' ছাড়া সুরেশকে নিজের খরচে বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ অবস্থা এবং সমাজে তাঁহাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে।

শুনিয়া সুরেশচন্দ্রের চক্ষু স্থির হইল। অবশ্য এ টাকাটা তাহার পক্ষে কিছুই নয়, এবং ভবিষ্যতের ব্যবস্থাটাও তাহার উচ্চাকাঙ্খার অনুকূল বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু এই যে ধর্ম্ম ত্যাগের কথাটা—সেটা মনে করিতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। ঠাকুরদাদাকে সে উত্তমরূপে চিনিত; খৃষ্টান হইয়া বিবাহ করা এবং বিলাত যাওয়া তো দূরের কথা—এ ব্যাপারের বাষ্পবিন্দুও রাষ্ট্র হইয়া গ্রামে পৌঁছিলে তিনি যে কি কাণ্ড বাধাইবেন তাহা ভাবিতেই আতঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া চক্ষু বুজিয়া আসিল।

কিন্তু সে এমনি ফাঁদে জড়াইয়া গিয়াছিল যে আর তাহার এক পা নড়িবার শক্তি ছিল না, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সাহেবকে জবাব দিল—

"একটা মাস আমাকে সময় দিন—আশা করি আপনার ইচ্ছা সম্পূরণ করতে অপারগ হব না।"

দুই মাস পরে রূপগঞ্জে যাইবার আদেশ আসিয়াছিল, সুতরাং

সাহেবের তেমন তাড়া ছিল না, সুরেশের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—

"আপত্তি নেই, তুমি ক্ষুব্ধ হ'ও না, উচ্চশিক্ষিত তুমি ভেবে দেখ—মেয়ের প্রতি বাপেরও তো একটা কর্ত্তব্য আছে, সেই কর্ত্তব্যের বশবর্ত্তী হয়ে যেমন যেমন বিধান করেছি, তা তোমাদেরই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য, নইলে আমাদের আর কি বল ?"

সুরেশের মনে যে টুকু বা ক্ষোভের কারণ জন্মিয়াছিল, তাহা নিমেষে উপিয়া গিয়া—একেবারে জল হইয়া গেল, তাড়াতাড়ি বিনীত ভাবে বলিয়া উঠিল—

"এমন কথা বলবেন না—আপনারা আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী।"

"হ্যাঁ, আর একটা কথা—তুমি ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়ে থেক, মাস দেড়েক পরে রূপগঞ্জে গিয়েই এ কার্য্য সমাধা করতে হবে। নইলে সেখানে গিয়ে আর দেরী করতে পারবো না, এ্যাসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের ছেলে "স্যামুয়েলের" সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা হয়ে গিয়েছিল কি না ?"

বলিয়া সাহেব চলিয়া যাইতেই—মিরিয়াম একেবারে আহ্লাদে আটখানা হইয়া ছুটিয়া আসিয়া—ঝড়ের মত তাহার বুকের উপর পড়িয়া—দুই হাতে গলা জড়াইয়া গাহিল—

"এস প্রাণসখা মম প্রাণে—
দীর্ঘ বিরহ অবসানে।
কর তৃষিত অধর মম সিক্ত
তব অধর-সুধারস দানে॥"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পাকা খেলোয়াড় যেমন আগে আপনার ঘর বাঁধিয়া লইয়া বোড়ে টিপিতে বসে, কূটবুদ্ধি চক্রবর্ত্তীও তেমনি নিজের সমস্ত আট ঘাট গোড়ায় বাঁধিয়া না লইয়া কোন কাযেই নামিত না, সেই জন্যই ব্যর্থতার আঘাত না সহিয়া বরং সফলতার আনন্দেই সর্ব্বদা বুক ফুলাইয়া চলিয়া যাইত। তাই—পদ্মলোচনের সঙ্গে কুসুমের বিবাহের সম্বন্ধ করিতে গিয়া—প্রথমেই যখন নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন সে আঘাত তাহাকে এমন গুরুতর বাজিল যে, সে নিস্তেজ না হইয়া বরং ক্রোধে আরও উদ্দীপ্ত ও প্রচণ্ড হইয়া উঠিল।

এই চক্রবর্ত্তীটি অদ্ভুত জীব,—সংসারে এমন কোন কায নাই যাহা সে—অপকর্ম্ম ভাবিয়া—করিতে পশ্চাৎপদ হইত। সর্ব্বদা সকলের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ানোই ছিল তাহার প্রধান কার্য্য। একটু কোন উপলক্ষ্য পাইলেই অমনি সেই পথ ধরিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া নিজের কায গুছাইয়া লইবার চেষ্টা করিত। এত বড় হীন প্রকৃতি—স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, নির্লজ্জ চাটুকার আর দুটি দেখিতে পাওয়া যাইত না। ছুঁচের মত অত্যন্ত সরলভাবে ঢুকিয়া গিয়া, শেষে দুর্ব্বার হইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিত। যাহারা তাহাকে চিনিত তাহারা—সাপ-বাঘের মত ভয় করিয়া—দূরে দূরে সরিয়া থাকিত, যাহারা চিনিত না, তাহারা—লোকের মুখে শুনিয়াই—মানে

মানে তাহাকে পরিহার করিয়া যাইবার চেষ্টা করিত। আশপাশের সকল গ্রামেরই পরিচিত—অপরিচিত, ইতর ভদ্র সকলেরই হাঁড়ীর খবর তাহার নখদর্পণে থাকিত বলিয়া কেহ তাহাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিত না।

চৌধুরী-বাড়ী হইতে বারম্বার নিষ্ফল হইয়া আসিয়াও চক্রবর্ত্তী জোর গলায় জগন্নাথকে কহিল—"আমি বল্‌ছি, আপনি ঘাব্‌ড়াবেন না। লাখ কথা না হলে কি আর বিয়ের তাল লাগে?"

"তাগ্ করতেই যে আপনার নিশানা গেল বেঁকে!"

বলিয়া, জগন্নাথ একটু আড়ে হাসিয়া জবাব করিল—

"কথার গোড়াতেই যেখানে মুখ বন্ধ—সেখানে লাখ কথা চালিয়ে বাগে আনবেন কেমন করে?"

"তবে আর বলছি কি? দেখুন না এই গরীব বামুনের কেরামতিটা। বাঁকা নিশানায় তাগ বেঁধেই না শিকারীর বাহাদুরী? নইলে, যদি সোজা এক ঢিলেই পাখী মরে তবে আর এ ত্রিলোচন শর্ম্মাকে লোকে চাইবে কেন? সে তো হরে, নরে, তরে, ঢের লোক রয়েছে। তারা দিতে পারে পুকুর ঘাটের শামুক কুড়িয়ে—যেমন ভাল মানুষ পেয়ে দু'দুবার জুটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আসল মতি কি সোজায় মিলে? সাগর-জলে পাকা ডুবুরী নামাতে হয়,—সেইখানেই এই ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তীর কায!"

জগন্নাথ একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—

"সেই ভরসাতেই তো আপনার শরণ নেওয়া, কিন্তু—"

বাধা দিয়া চক্রবর্ত্তী তাড়াতাড়ি কহিল—"

খাঁটি জহরৎ পেতে গেলেই দেরী পড়ে, অত তাড়াহুড়োতে কি আর মেকী ছাড়া আসল মিলে, দেখেছেন তো উপরি উপরি দু'দুবার। ফল তাতে কি হয়েছে? আসল খুঁজতে গেলেই ঢের মেহনত হয়, অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়?"

"তাতে তো আমি পিছপা নই, কিন্তু গোড়াতেই যে রকম হাওয়া দেখা দেছে তাতে আর—"

আবার বাধা দিয়া চক্রবর্ত্তী বলিয়া উঠিল—

"এই তো? গোড়াতেই তুফান দেখে যদি নায়ে না উঠেন, তাহলে আমি পার করবো কেমন করে? যখন পোক্ত মাঝি আপনার হাল ধরে, তখন ভাবনার কারণ নেই। পার করে দিলে তখন বুঝতে পারবেন। নইলে ঝড়-ঝাপ্‌টা দেখে ডরিয়ে গেলে আমি হাল ধরতে পারব কেন?"

"তা বটে, কিন্তু ব্যাপার দেখে শুনে আপনাদের পদ্মবাবু যে শুকিয়ে যাচ্ছেন—আমাদের সেই ভয়টাই এদিকে হয়েছে বেশী।"

বলিয়া জগন্নাথ একটু চিন্তিতভাবে একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে কহিল—

"আর তারই বা দোষ দেব কি বলুন? যে দিক্ দিয়ে যত চেষ্টা করা যাচ্ছে কোনটাই কাযে লাগছে না দেখে আমরাই হতাশ হয়ে পড়েছি তা তাকে ভরসা দেব কেমন করে?"

"চেষ্টা আর করা হল কৈ?"

বলিয়া চক্রবর্ত্তী দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিল—

"একে কি চেষ্টা বলে? এতো খালি মিঠেনের উপর দিয়ে শুধু

কথাটা পেড়ে ঘা দিয়ে দেখা গেছে বৈ তো নয়। তা সোজা আঙ্গুলে কি ঘি উঠে মশাই, আপনিই বলুন দেখি? এই যে মা লক্ষ্মী সকলের ঘর ছেড়ে আপনার ঘরে এসে চির-বসবাস করবার জন্য হুটোপুটি করছেন—তা কি আপনার সাধনা করতে হয়েছে কম? না চেষ্টা করতে হয়েছে সাধারণ?"

জগন্নাথ মনে মনে খুসী হইয়া জবাব করিল—

"তা লেহ্য কথা বলেছেন, মায়ের দয়া কি আর সহজে লাভ হয়? এখন তাঁর দয়াতে এই কাযটা হয়ে গেলেই তাঁর মন্দিরের চূড়া সোণা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব।"

"আপনার উপযুক্ত কথাই তো এই।"

বলিয়া চক্রবর্ত্তী আরও একটু ফুলাইয়া দিয়া কহিল—

"দিকপাল লোক আপনি—এ তল্লাটে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে কথা কইতে পারে—এমন যোগ্যতা আছে কার? বলে— মা লক্ষ্মী যার দোরে বাঁধা—তার কি আছে বিঘ্ন বাধা—"

"কি বলেন—কি বলেন?"

বলিয়া, মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, বাহ্যিক একটু সঙ্কোচের ভাব টানিয়া আনিয়া জগন্নাথ কহিল—

"আমি সামান্য প্রাণী জমীদারও নই, তালুকদারও নই—"

"হতেই বা বাকী কি?"

বলিয়া চক্রবর্ত্তী ঠিক দাঁওমত কোপ ঝাড়িয়া—[illegible] উচ্চকণ্ঠে আরম্ভ করিল—

"যদি এই জেলার ভিতর কেউ জমীদার হবার [illegible]

হবার যোগ্য লোক থাকে তো সে আপনি, এ কথা যে দেশশুদ্ধ লোক বলাবলি করছে, তা কি মিথ্যা হবার জো আছে? এই চাক্ষুস দেখুন না কেন—দত্তবাবুরা তো হয়ে এলো বলে, এক 'বেতোড়ের' সিঙ্গিদেরই ছিল যা একটু ভয়—তা সুরেশবাবু যে কারখানা করে বসেছেন, তাতে দুদিন সবুর করুন না কেন, তখন দেখে নেবেন—ওদের সর্ব্বস্ব এসে ঢুকছে এই নন্দীপুরের সরকার-বাড়ীতে! সাধে আর তখন সুরেশের গুপ্তকথা প্রচার করে দেবার ভয় দেখিয়ে আপনার নামে হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নেবার পরামর্শ দিয়েছিলুম?"

"হ্যাঁ—এই যুক্তিটা খুব বুদ্ধিমানের মত দিয়েছিলেন বটে!"

"আমার সব যুক্তিই এমনি পাকা জানবেন, ত্রিলোচন শর্ম্মা বিশ বছর পরে যা করবে—আজ থেকে তার আটঘাট বেঁধে তোয়ের হতে থাকে—আমার বাপের শিক্ষা মশাই। এই উপলক্ষ্য নিয়ে দেখুন না—সিঙ্গিদের চুলের টিকি ধরে আপনার দোরগোড়ায় না টেনে আনতে পারি তো আমার নাম মিথ্যা।"

"না, তেমন অন্যায় আশা আমি করতে চাই না। যদি সহজে চৌধুরীদের এইটে ঢুকে যায় তো আর সে দিক দিয়ে নাড়াচাড়া করতে চাই না।"

"তা চায় কে বলুন? সদাশিব মহাশয় লোক আপনি, সকালবেলা নাম নিয়ে উঠলে দিন ভাল যায়। এতেই না আপনার এত নাম আর সুখ্যাতি? কিন্তু নন্দচৌধুরী যদি নেহাৎ বেগোড়্ করে, তখন আপনার কথা আমি কিছুতেই মানবো না। সে দিন-কাল কি

আছে মশাই, বলে—ভালমানুষের বাপ আঁটকুড়ো! এই নিয়ে এক ঢিলে দুই পাখী মেরে আপনাকে না সমাজের মাথা করে দিতে পারি তো আমি বামুন থেকে খারিজ! চৌধুরী বাড়ীর মেয়ে এনে জেলাশুদ্ধ সামাজিক দিয়ে—সকলকে যেদিন আপনার দোরে টেনে এনে ফেলবো—সেই দিন বলবেন যে হ্যাঁ চক্কোত্তি বলে গিয়েছিল বটে!"

জগন্নাথ সরকার আহ্লাদের আতিশয্যে দুরাশার আকাশ-কুসুম করগত ভাবিয়া একেবারে জল হইয়া গিয়া কহিল—

"তা আপনার দয়া থাক্‌লে সকলই হতে পারে, সে বিশ্বাস আমাদের অটুট আছে বলেই তো আপনার চরণে শরণ নিয়েছি। এখন ও পাদপদ্ম থেকে যেন কখনো বঞ্চিত না হই—এই বর দিন।"

বলিতে বলিতে চক্রবর্ত্তীর পদধূলি লইয়া মাথায় দিতেই চক্রবর্ত্তী উৎসাহে ফুলিয়া উঠিয়া জোর গলায় ভরসা দিয়া কহিল—

"এই—এই গুণে তো মা-লক্ষ্মী আপনার ঘরে অচলা হয়েছেন, আমি ও সঙ্গে সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছি, তাই না আমার এত দৌড়-ঝাঁপ যত্ন-চেষ্টা, এখন যতদিন না আপনাকে সমাজপতি করে তুলতে পারি ততদিন আমার আহার নিদ্রা নেই জানবেন। এখন এক কায শত প্রথমেই করতে হবে।"

"আজ্ঞা করুন—গোলাম তো পায়ে হাজির আছেই।"

"ছি ছি এমন কথা বলবেন না—জমীদার মানুষ—দেশের মাথা আপনি, তবে ব্রাহ্মণের উপর ভক্তিশ্রদ্ধা করেই যা বলেন তা কেবল নিজের মহত্ত্ব গুণে, এখন এক কথা—"

বলিয়া চক্রবর্ত্তী চোখ টিপিয়া গলা খাটো করিয়া কহিল—

"ও দিকের আশায় তো চৌধুরীর ছাই পড়লো—সুরেশ খৃষ্টান হতে চল্লো, আর দুদিনেই সে সটকাবে। এই আমাদের সময়, এইবার বাছাধন যান কোথায় দেখছি —গাঁয়ে তো বাস করতে হবে ?"

বলিয়া অত্যন্ত চুপি চুপি খানিকক্ষণ ধরিয়া যুক্তি আঁটিয়া যখন সে—উড়ানীর কোনে এক গোছা নোট বাঁধিয়া লইয়া প্রস্থান করিল, তখন জগন্নাথ আশার আনন্দে অধীর হইয়া তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে গিয়া গৃহিণীকে চোখ টিপিয়া কহিল—

"আর কটা দিন ওপিক্ষে, ড্যানিল একবার রূপগঞ্জে চলে গেলে হয়, সঙ্গে সঙ্গে সুরেশ ছোঁড়াও সটকাবে আর তোমার দেউড়ীতেও বিয়ের রোশন্‌চৌকি বেজে উঠবে। যে লোক হাতে পেয়েছি—এইবারে আশা মিট্‌বে গিন্নী—এইবারে তোমার চিরকালের সাধ পূর্ণ হবে।"

কিন্তু ড্যানিল সাহেব রূপগঞ্জে চলিয়া যাইবার পরেও যখন সে আশা মিটিবার লক্ষণ দেখা গেলনা তখন চক্রবর্ত্তী একদিন ক্রোধে প্রচণ্ড হইয়া চোখ মুখ লাল করিয়া আসিয়া কহিল—

"দেখলেন মশাই, বলেছিলুম না যে ভালমানুষের কাল নেই—সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠ্‌বে না, কাঙ্গালের কথা বাসি হলে খাটে কি না দেখুন, আপনি বলে তাই তখন ওর মর্টগেজ খানা গোকুল দত্তের কাছ থেকে কিনে নিয়ে ওকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—ও কি তেমনি নচ্ছার, ভাগ্যে তা আপনাকে করতে দিইনি—তাহলে তো ও আজ আমাদের দৃকপাতই করতো না !"

"কি করে জানবো বলুন ?"

বলিয়া জগন্নাথ ঈষৎ আক্ষেপের স্বরে কহিল—

"ক্ষুদ্দুর প্রাণী—সামান্য লোক আমরা তুচ্ছ কারবারটা আস্‌টা করে খাই, লোকে তো এমনিতেই আমাদের ছোট ঘর বলে মনে ভাবে। ওরা হল এখানকার বড় কায়েত বোনেদী ঘর ওদের সঙ্গে কোন কিছু নিয়ে একটু টক্কর দিতে গেলেই লোকে দূষবে আমাকেই তাই পদবাবুর কথা শুনে ভেবেছিলুম যে কাজ কি গণ্ডগোলে, তুচ্ছ পাঁচ হাজার টাকার মট্‌গেজটা কিনে নিয়ে ওকে ফিরিয়ে দিলেই যদি মেটে তো যাক চুকে। ছোট ঘর আমরা আমাদের সকল কাযেই দোষ কি না?"

"বলে কোন শালা?"

বলিয়া চক্রবর্ত্তী জোর গলায় দৃঢ় কণ্ঠে জবাব করিল—

আপনার মত কুল শীলে—ধনে ঐশ্বর্য্যে এ জেলার ভিতর আছে কে, একথা গাঁয়ের বৈঠকে আমি জোর গলায় বলি, কই তার প্রতিবাদ করতে পারে কে?—"

"তবু তো এই চৌধুরীর ঘরে এতদিন হাঁটাহাঁটি করেও কিছু করে উঠতে পারলেন না।"

বলিয়া জগন্নাথ বিমর্ষভাবে একটা লম্বা নিশ্বাস টানিয়া ধীরে ধীরে ফেলিতে লাগিল। চক্রবর্ত্তী স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া কণ্ঠস্বর আরও দৃঢ় করিয়া জবাব কহিল—

"পারলুম না বলে কে, নিশ্চয় পারবো, আপনি খালি চুপ করে বসে আমার কাণ্ডটা দেখে যান। গোল যা তা কেবল আপনি নিতান্ত ভালমানুষ আর উঁচু মেজাজ বলেই না, কিন্তু আর আমি আপনাকে ভালমানুষী করে সোজা পথে চলতে দেব না, তাহলে

কিন্তু আমার সঙ্গে আর সম্পর্ক থাকবে না। নন্দ চৌধুরী কত বড় কায়েত আমি দেখে নিচ্ছি, ও যেমন বুনোওল—তেমন বাঘা তেতুলের ব্যবস্থা করতে হবে, তার বন্দোবস্তও করে আসতে বাকী রাখিনি। কিন্তু শেষে যে দয়া দেখিয়ে ভালমানুষী করে সব মাটী করে দেবেন, তা আপনাকে করতে দেব না।"

জগন্নাথের বিমর্ষভাব কাটিয়া গেল, প্রফুল্ল হইয়া কহিল—

"কি জানেন চক্কোত্তি মশাই, ক্ষুদ্দুর প্রাণী আমি—ওরা বড়।"

"কিসের বড় সে?"

বলিয়া চক্রবর্ত্তী খর খর করিয়া কহিল—

"আপনার বাঁ পায়ের নখের যোগ্যতা আছে ওর? ওর মেয়েকে আপনার ঘরে তুল্‌লে ওর ইজ্জত বাড়বে কত? তা নয়, আপনিই নরম হতে চান? তা হবে না—কোন্ শালা কি বল্‌তে পারে দেখছি আমি! এত দিন তো হাসিল হয়ে যেত, খালি আপনার ভয়েই আমি সাহস করিনি বই তো নয়—তা আর ভালমানুষীতে চলবে না। এক বেটা হুট্‌কো এসে আচম্‌কা মাঝে পড়ে সব বিগড়ে দেছে।"

"আবার কে—আবার কে এল?"

চঞ্চল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়া জগন্নাথ অধীরভাবে চাহিল। চক্রবর্ত্তী ঈষৎ ব্যাজারভাবে ঘাড় নাড়িয়া জবাব করিল—

"কে জানে—কে এক বেটা—শ্রীপতি রায়। হঠাৎ সেই বেটা এসে, মাঝে জুটে পড়ে সব বেগোড় করে তুল্লেছে। তা কোন চিন্তা নেই আপনার, খালি—ভালমানুষী করবেন না—এই আমার অনুরোধ দেখুন আমি কি ব্যাপারখানা করে তুলি! শক্ত হওয়া চাই—

আপনাকেই আমার যত ভয়—আপনি কোন কথায় থাকবেন না—পদবাবুকে ডেকে দিন।"

পদ্মলোচন আসিলে চক্রবর্ত্তী উৎসাহভরে কহিল—

"সব ব্যবস্থা ঠিক করতে দুলুকে পাঠিয়েছি, এখন আপনি তৈয়ের হোন—একবার জেলায় যেতে হবে, ও কত বড় কায়েত দেখে নিচ্ছি। কুসুমের সঙ্গে আপনার বিয়ে দিতে না পারি তো—"

"আমরা অব্রাহ্মণ!"

বলিতে বলিতে সহসা দুর্লভচন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই কহিল—

"এদিকের ঠিকঠাক—এখন একবার জেলাতে যেতে হবে উঠুন!'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"এ কায আপনাকে করতেই হবে মাসি-মা!"

বলিয়া চারু শ্রীপতির মাতাকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিল। এই দুটি পরিবারের দূর কুটুম্বিতার জন্য যত না হউক—এই দুটি যুবকের সুদৃঢ়, অকপট বন্ধুত্বের জন্য—শ্রীপতির মাতা চারুকে আপনার সন্তানের মত ভালবাসিতেন। পতিহারা নিঃস্বম্বল বিধবা আপনার জীর্ণ কুটীরখানিতে বাস করিয়া গ্রামের পাঁচ জনের দয়ায় যখন তাঁহার একমাত্র সন্তানটিকে—আপনি না খাইয়াও—অতি কষ্টে মানুষ করিয়া তুলিতেছিলেন তেমনি দিনে এই চারুর সখ্যতা এবং সহায়তা ভিন্ন তিনি শ্রীপতিকে কলিকাতায় রাখিয়া, উচ্চ শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিতেন না। এই যুবকটির অনুগ্রহেই আজ তাঁহার শ্রীপতি ডাক্তারী পাশ করিয়া তাঁহার দুঃখ দূর করিবার সূচনা আরম্ভ করিয়াছিল। একটুখানি নীরব থাকিয়া একটা টানা নিশ্বাস ফেলিয়া বিধবা ধীরে ধীরে কহিলেন—

"এত তাড়াতাড়ি কেন বাবা? এই দুমাস হয়নি শ্রীপতি সবে পাশ করে কালেজ থেকে ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছে—আগে তাকে একটা ছিল্লে করে নিয়ে বসতেই দেও।"

"তার জন্য ভাবছেন কেন মাসি-মা?"

বলিয়া, চারু উৎসাহ দিয়া কহিল—

"নূতন পাশ করে বেরোলেও ওর মত ডাক্তার কমই আছে—এমনি ওর আশ্চর্য্য মাথা আর চিকিৎসায় দক্ষতা। কালেজের যিনি সব চেয়ে বড় সাহেব—তিনি ওকে কাছছাড়া করতে চান না, নিজের শক্ত শক্ত কেসে শ্রীপতিকে সঙ্গে না নিয়ে যান না; ওর হিল্লের ভাবনা কি? দেখেছেন তো—কালেজে পড়বার সময়েই আজ দু'বছর থেকে ও যা উপার্জ্জন করছে তা—"

পুত্রের সুখ্যাতিতে জননীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া জবাব করিলেন—

"সে বাবা, নারায়ণের কৃপায় আর কেবল তোমারই অনুগ্রহে। নইলে এতকাল ধরে কল্‌কাতায় রেখে ওকে এমন করে মানুষ করে তোলবার সাহায্য কার কাছে পেতুম? তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যে আমার সব গেছে—থেকেও কেউ নেই—দীন-দুঃখিনী কাঙ্গাল আমি বড় নিরাশ্রয়।"

বলিতে বলিতে বিধবার স্বর গাঢ় হইয়া চোখ দুটি ভিজিয়া আসিল, তাড়াতাড়ি আঁচলের খুঁটে মুছিলেন। চারু ব্যথিত হইয়া ব্যস্তভাবে কহিল—

"সে সব কথা আর কেন? অতীতের কথা এখন একেবারে মন থেকে মুছে ফেলুন, যে রত্ন পেয়েছেন তাতে রাজার মেয়ে আপনি—আবার রাজার মা হয়ে বসবেন।"

"সে আশা আর করিনি বাবা; নইলে যে ঘরের মেয়ে আমি—"

বলিয়াই, আবার একটা ভারী নিশ্বাস ফেলিয়া, একটুখানি থামিয়া গম্ভীর হইয়া কহিলেন—

"থাক—এখন তোমাদের কল্যাণে ও আমার দীর্ঘজীবি হয়ে বেঁচে থাক্—অধিক আশা আর করিনি। এই সব নানা কারণেই, শ্রীপতি মাথা তুলে উঁচু হয়ে বসতে না পারলে বিয়ে দেবার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই।"

"না—তা হবে না মাসি-মা!"

বলিয়া চারু আবদার করিয়া জোর গলায় কহিল—

"এবার আপনাকে মত দিতেই হবে—আমি কথা দিয়ে এসেছি।"

"সে কি?"

বলিয়া, বিধবা আশ্চর্য্যভাবে চাহিয়া কহিলেন—

"একেবারে কথা দিয়ে এসেছ? একবার জানলুম না—শুনলুম না—এরই মধ্যে—"

"সে সময় ছিল না—মাসি-মা?"

বলিয়া চারু অভিমান-জড়িত স্বরে জবাব করিল—

"কেন, আমি কি এতই পর যে আপনাদের উপর আমার কোন জোর নেই? আপনার শ্রীপতি শুধু আপনারই—আমার সে কেউ নয়? তার বিয়ের কথাটা কবারও আমার অধিকার নেই?"

"না বাবা—সে ভেবে বলিনি, তুমি পর তো ওর আপনার কে? তবে—ছেলেমানুষ তোমরা—বিয়ের কথা—"

"বলবার আমার অধিকার নেই—কেমন?"

"নারে বাবা না!"

বলিয়া মৃদু হাসিয়া শ্রীপতির মাতা চারুর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—

"পাগলা ছেলে আমার, আমি কি সেই ভেবে বলেছি? কেমন মেয়ে—কেমন ঘর—কুল শীল—"

"সে সব ভাল, কোন দিকে মর্য্যাদার হানি হবে না—আমার কি সে ভয় নেই মাসি-মা?"

বলিয়া, চারু চোখ নামাইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—

"আরও একবার এ কথা পেড়েছিলুম—কিন্তু তখন শ্রীপতির পড়া শেষ হয়নি বলে আপনি আপত্তি করেছিলেন—আমিও জোর করতে পারিনি, কিন্তু এখন তো আর সে আপত্তি খাটবে না—এ কায এবার আপনাকে করতেই হবে।"

"সে কি,—সেই চৌধুরীদের বাড়ী!"

বলিয়া শ্রীপতির মাতা আবার আশ্চর্য্যভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সে মেয়ের কি এখনো বে হয় নি না কি?"

"কেমন করে হবে মাসি-মা?"

বলিয়া এবার চারু করুণভাবে চাহিয়া আর্দ্র কণ্ঠে জবাব করিল—

"ওই বয়স্থা মেয়েটি আর তার লক্ষ্মীর মত গা-ভরা রূপ, এ ছাড়া নন্দবাবুর তো আর কোন সংস্থান নেই। ভিটেটুকু অবধি বেচারার দেনার দায়ে বাঁধা। কি কষ্টে যে দিন গুজরান হয়—তা আপনি বুঝতে পারবেন না মাসি মা, কিন্তু আমরা তা চোখে দেখেছি। কি করে সৎপাত্রে দেবেন বলুন?"

"তাই বুঝি এই কাঙ্গালের ঘাড়ের উপর চাপাবার ব্যবস্থা?"

বলিয়া, বিধবা ঈষৎ কপাল কোঁচকাইয়া একটু তীব্রভাবে চাহিলেন, কিন্তু শ্রীপতি উত্তেজিত হইয়া—দৃঢ়স্বরে কহিল—

"এমন কথা আপনার মুখে সাজে না মাসি মা, আপনি অমন করে বলবেন না। আপনার শিক্ষাতেই আমরা শিখেছি যে—দরিদ্রের দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করাই মানুষের মনুষ্যত্ব—আর সেই দুঃখ দূর করবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা করাই—দেবত্ব। যে তা উপেক্ষা করে—তার লোকালয় ছেড়ে দূরে থাকাই উচিত। তেমন স্বার্থপর আমরা হলে তাতে কি আপনি সুখী হতেন?"

বিধবা জবাব করিলেন না—নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। চারু ছল ছল চোখে চাহিয়া—আর্দ্র স্বরে করুণার ঢেউ বহাইয়া আরম্ভ করিল—

"ভেবে দেখুন দেখি মাসি-মা—ওই মেয়েটি যদি আপনার হত, অর্থাভাবে তার বিয়ে দিতে অক্ষম হয়ে আজ আপনি পাগলের মত হয়ে পড়তেন না কি? লোকের দোরে দোরে ঘুরে—স্বামীর ভিটে টুকু অবধি বাঁধা দিয়েও যদি উপায় করতে না পারতেন—তার উপর গ্রামের দশজনের টিট্‌কারী-টিপ্পনী অহোরাত্র তীক্ষ্ণ শেলের মত এসে আপনাকে জর্জ্জরীভূত করে ফেলতো—তা হলে কি আপনি সেই বুকের-পাঁজরা স্নেহের ধনটির মরণ কামনার সঙ্গে সঙ্গে অবিরত নিজের মৃত্যু কামনা না করে নিশ্চিন্তে ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে পারতেন; সে যে কি অবস্থা একবার মনে মনে চিন্তা করে দেখুন দেখি—গৃহস্থ ভদ্রঘরে এর চেয়ে শঙ্কটজনক মারাত্মক অবস্থা আর দ্বিতীয় আছে কি? ব'লবো কি মাসি মা—নন্দবাবুর কথা মনে করলেও বুক ফেটে যায়! মেয়েটির বয়স চোদ্দবছর হয়ে গেছে—তবু তার উপায় করতে না পেরে ভেবে ভেবে তিনি আজ মৃত্যুশয্যায়।

দু'দুবার এমন টাল গেছে যে যমের দোর গোড়ায় পা বাড়িয়েও অতি কষ্টে ফিরে এয়েছেন—শুধু এক রতি আশার আলোক পেয়ে। সে আলোটুকু যে মুহূর্ত্তে নিবে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও জন্মের মত চোখ বুজবেন, স্বয়ং ধন্বন্তরী এলেও এবার আর তাঁকে ধরে রাখতে পারবে না, আর আপনি ভগবানের আশীর্ব্বাদে আজ উপযুক্ত বেটার মা হয়ে যদি নিরুপায় মা-বাপের বুকফাটা আর্ত্তনাদে বধির হয়ে থাকেন, তাহলে সেই ভাগ্যহীন পিতামাতার অকাল-মরণে নরহত্যার অভিসম্পাৎ এসে আপনার স্নেহ-কল্যাণে-ঘেরা পুণ্যতীর্থের বুকের উপর বজ্রের মত মড়মড় শব্দে আঘাত করবে না কি ?"

বিধবার সর্ব্বাঙ্গ সহসা একবার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া বুকের ভিতরে ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল, তিনি সভয়ে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

"চুপ্—চুপ্ বাবা—অমন করে বলো না।"

—"তবেই বুঝুন দেখি মাসি মা !"—

বলিয়া, চারু, নিরস্ত না হইয়া, বরং আরও উচ্ছ্বসিত ভাবে আবার আরম্ভ করিল—

"লোকে পরের অবস্থার কথা একটুও চিন্তা না করে, কেবল নিজের অবস্থায় বুক ফুলিয়ে চলে যায় বলেই আজ আমাদের সমাজের এই দুরবস্থা, কি না ? কন্যাদায়ের বিভীষিকায় আজ আমাদের বাংলা দেশের ঘরে ঘরে হাহাকার—আর্ত্তনাদ উঠে নিরন্তর আকাশ বাতাস কম্পিত করে তুলছে—কিন্তু কে তার প্রতিকারের চিন্তা করে? যাঁর ছেলে উপযুক্ত হয়েছে—তিনি অমনি মনুষ্যত্ব, মহত্ত্ব, সদ্ভাব,

সখ্যতা সমস্ত সদ্‌বৃত্তিগুলি বিসর্জ্জন দিয়ে—শুধু হীন স্বার্থের প্ররোচনায় কসায়ের মত লম্বা ছুরি হাতে নিয়ে ঘন ঘন শান দিয়ে ধার বাড়িয়ে তুলছেন,—একবার স্বপ্নেও এ কথা ভাবছেন না যে—যে ছুরি তিনি অন্যের গলায় দিতে উদ্যত হয়েছেন, সেই ছুরি—তাঁর মেয়ের বিয়ের বেলা—পরেও ঠিক তেমনি করে তাঁর গলায় আঘাত করতে পারে। আর যাঁর কন্যা নাই তিনি তো একেবারে বে-পরোয়া হয়ে পোঁচের উপর পোঁচ দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তিনি এ কথা ভাবছেন না যে—তাঁর সেই বধূর কন্যা হলে—ভবিষ্যতে তাঁর প্রাণাধিক পুত্রকেও আর একজনের তেমনি উদ্যত ছুরির তলায় স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, গলা বাড়িয়ে দিতেই হবে? কারুর পরিত্রাণ নেই মাসি মা—কারুর পরিত্রাণ নেই। এমনিতর কসায়ের কারবার খুলে আমরা যে পরস্পর সমাজের বক্ষপঞ্জর বিদ্ধ করে নিরন্তর ভীষণ খুনের শোণিতে দেশ গ্রাম রঞ্জিত করে দিচ্ছি তা কি কেউ একবার মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করে দেখেন? দেশের উন্নতির—জাতির উন্নতির জন্য দেশবাসী উন্মুখ হয়ে গলাবাজীতে আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু যে দেশে—যে জাতির নিজের ঘরে ঘরে এমনি খুনের কারবার অপ্রতিহত প্রভাবে কেবল বর্দ্ধিত হয়ে চলেছে সে দেশে সে জাতির উন্নতি হবে কেমন করে? ভগবান কি নিদ্রিত—তাঁর কি বিচার নাই? এই বাংলা দেশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী যে আজও একেবারে ধরার বুক থেকে মুছে যায়নি—এই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের পুণ্যফল আর তাঁর অপার দয়া। কিন্তু সে দয়া আমরা গ্রহণ করছি কেমন করে ভাবুন দেখি? যে জাতির ভিতরে—বন্য জন্তুর মত,—নিরন্তর ঘরে ঘরে

শুধু পরস্পরের শোণিত পানের পিপাসা উদ্দাম হয়ে চলেছে, সেখানে পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব—সহানুভূতি—একতা স্থাপিত হবে কেমন, করে তা—সমাজের উন্নতি—দেশের উন্নতি তো দূরের কথা।"

"তা, আমি একেলা কি করতে পারি বাবা?"

"এইটেই যে মস্ত ভুল মাসি মা! সবাই যদি ওই রকম ভেবে নিরস্ত হয়ে থাকেন তা হলে বরং দিন দিন এই দুর্দ্দশা আরও বাড়বে ছাড়া—কস্মিনকালেও কমবে না। কিন্তু একে একে যদি পথ দেখাতে আরম্ভ করেন তা হলে—তার সুফল দেখে—ক্রমে ক্রমে দুয়ে, দশে শতে অগ্রসর হয়ে—শেষে একদিন না একদিন সমস্ত বঙ্গবাসী যে একসঙ্গে এই অভিসম্পাত মুছে ফেলবার চেষ্টা করবে—এমন আশা কি করতে পারা যায় না? তখন দেখবেন—যেন কোন মন্ত্রকুহকে—সমস্ত বাঙ্গালী এক প্রাণ হয়ে মিশে গেছে, তখন আপনা হতেই দেশের—সমাজের—জাতির যে একতা, যে মৈত্রী, যে উন্নতি সাধিত হবে—এখন হাজার গলাবাজীতেও তা হবে না। শুধু কি তাই? এই কসায়ের কারবারে যে কি রকম মনস্তাপ, কি গভীর বেদনা, কত মর্ম্মান্তিক দুঃখে প্রতি ঘর ছেয়ে ফেল্‌ছে তা কি বুঝতে পারছেন না? আপনি টাকার লোভে ছেলের বিয়ে দিয়ে হয়তো তার জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তির মূলে কুঠারাঘাত করছেন, সে দিকে একবারও চাইছেন কি? এই থেকেই—পতি পত্নীর ভিতরে কত রকমের মনোবাদ, কলহ, বিরাগ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়ে গৃহস্থ ঘরে যে নিত্য কত অশান্তির স্রোত বয়ে যাচ্ছে বলুন দেখি? কত

আত্মহত্যা, কত অনাচার, কত পদস্খলন সূচিত হয়ে সোণার সংসার ছারখার করে দিচ্ছে—"

"কেন, কেন—শ্রীপতির মনোভাব—"

"জানি বলেই তাদের কথা দিয়ে এসেছি—আর আপনাকে এত পীড়াপীড়ি করছি মাসিমা! সে আপনার সোনার ছেলে, আপনার কথার অবাধ্য কখনো হবেনা। কিন্তু যদি মত না করেন তাহলে তার মনে তো মনোকষ্টের অবধিই থাকবে না—উপরন্তু সেই গরিব নিরুপায় বেচারাদের কি অবস্থা দাঁড়াবে ভেবে দেখুন দেখি? কাল যদি এই আঘাতে নন্দবাবুর মৃত্যু হয় আর তারপর সেই নিরুপায়া অনাথা বালিকার সম্ভ্রম দুষ্টের প্রলোভনে কিম্বা অত্যাচারে নষ্ট হয়ে যায়, তখন শুধুই যে অনুতাপে আপনার বুক ফেটে যাবে এমন নয়—পরোক্ষে তাদের এই দুর্গতির কারণ স্বরূপ হয়ে এর সমস্ত অভিশাপ আপনার সংসারের উপরে—"

"চুপ, চুপ কর বাবা!"

বলিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বিধবা আর্দ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

"আর বাধা দেবনা—তোমাদের যেমন ইচ্ছা তেমনি কর বাবা! তোমার কথায় আজ আমার চোখ খুলেছে, তাদের দীর্ঘনিশ্বাসের উত্তাপ আমার বুকের ভিতর অনুভব করছি, আশীর্ব্বাদ করি—তোমরা দুজনে দীর্ঘায়ু হয়ে এমনি করে কাঙ্গাল গরীবের দুঃখ মোচন কর। এমন ছেলে যার সে কাঙ্গাল কিসের? তোমাদের মত ছেলে বুকে ধরে আজ আমি কুটীরবাসিনী হয়েও রাজরাণী!"

বলিতে বলিতে বিধবার দুটি চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, চারু উল্লাসে পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া গদগদস্বরে বলিল—

এই তো আমার মায়ের উপযুক্ত কথা, জগদ্ধাত্রী—জগৎপালয়িত্রী—আদ্যাশক্তি মা তুমি, তোমার সন্তান হয়ে আজ—আমরা ধন্য!"

বলিয়াই, পদধূলি মাথায় লইয়া উল্লাসে অধীর ভাবে বাহির হইয়া গেল। বিধবা একটুখানি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া গৃহকর্ম্মে যাইতেছিলেন, সহসা বাহিরে অপরিচিত কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। একজন প্রৌঢ়ারমণী ভিতরে আসিয়াই নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"তুমিই শ্রীপতি বাবুর মা? সার্থক ছেলে পেটে ধরেছিলে বটে! তা তোমার ছেলে কলকাতায় থাকেন কোথায়?"

বিধবা আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন দেখিয়া রমণী পুনরপি কহিল—

"ঘটকালি করে খাই মা তাই—তাই জিজ্ঞাসা—"

"সাতাত্তর নম্বর শ্যামবাজার, কিন্তু তার যে বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে বাছা?"

"ওঃ—ওই যে বাবুটি চলে গেলেন, ওরির সঙ্গে কথা বুঝি?"

বিধবা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন। রমণী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার বাড়ীখানার চারিদিকে চোখ বুলাইয়াই কহিল—

"তবে চল্লুম মা মিছে আর কেন?"

বলিয়াই এমন ভাবে ত্র্যস্তে বাহির হইয়া গেল যে শ্রীপতির মাতা আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার বুকের ভিতরটা একবার ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

নিমাই ঘোষাল ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তীর সমবয়স্কায়ী হইলেও লোক নিতান্ত মন্দ ছিল না। তাহার একটু লেখাপড়া জ্ঞান ছিল এবং হৃদয়ের সদ্বৃত্তি নিচয় যে সমস্তই লোপ পাইয়া গিয়াছিল এমন নয়, তবে—দুঃখ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে সে গুলি চাপা পড়িয়াছিল এই মাত্র। ভগবানদত্ত তাহার স্বাভাবিক সুকণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে একটু সঙ্গীতানুরাগ ছিল বলিয়া বাল্যাবধি সেই বিষয়ের চর্চ্চাতেই জীবনের অধিকাংশ কাল যাপন করিয়া, শেষ দশায় সাংসারিক অনাটনের তাড়নায়—তাহাকেই উপার্জ্জনের চেষ্টায় নিয়োগ করিয়াছিল। তাহার ফলে সেই পল্লীগ্রামে—অর্থাগম যত না হউক ধনীগৃহে এবং ভদ্রসমাজে তাহার সমাদর এবং যাতায়াতের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে বাকী রাখে নাই।

বৎসরে দুইবার করিয়া—পূজার সময় এবং চৈত্র মাসে যথা-নিয়মে প্রাণাধিক আদরের তানপুরাটি লইয়া নিমাই ঘোষাল মাসাধিক কাল পর্য্যন্ত সমস্ত জেলাটিময়—গ্রামে গ্রামে—নগরে নগরে ঘুরিয়া যাহা উপার্জ্জন করিয়া আনিত, তাহাতেই এক রকম করিয়া তাহার সংসার চলিয়া যাইত বটে, কিন্তু সংস্থান কিছুই হইত না। তেমনি সময়ে যখন তাহার মেয়েটি বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়া উঠিল তখন সে আর ঘরে বসিয়া সকাল সন্ধ্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া

নবম পরিচ্ছেদ

কেবল তারা নাম গাহিয়াই কাটাইয়া দিতে পারিল না গৃহিণীর অবিরত তাড়নায় অস্থির হইয়া অসময়েই তানপুরাটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

জেলার সদর থানার কাছেই ইনিস্‌পেক্টার বাবুর বাসা। বিকাল বেলা সেই পথে আগাইয়া যাইতে থানার দিক হইতে সহসা দুর্লভ চন্দ্রকে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া ঘোষাল আশ্চর্য্য হইয়া থমকাইয়া দাঁড়াইল। দুল্লর্ভচন্দ্র কাছে আসিয়াই টিপ করিয়া গড় করিয়া পদধূলি লইয়া বলিল—

"এই যে ঘোষাল কাকা—তোমাকে আমরা খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হয়ে গেছি, ভাগ্যে এদিকে একটু কাযে এয়েছিলুম?"

"কেন কেন, এই অথদ্যে খুড়টাকে এমন কি দরকার বাবাজি যে হন্নে হয়ে এখান পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছ?"

"বলছি—তুমি এদিকে কি মনে করে বলত?"

"আর বাবা, লেখাপড়াতো শিখলুমনা, ভদ্রলোকের ছেলে—ইতর-বৃত্তি চুরি-চামারি তো করতে পারিনি, কাযেই এইটির দৌলতে যা কিছু মেলে তারই চেষ্টায় ঘোরা।

বলিয়া তানপুরাটি দেখাইয়া দিল। দুর্ল্লভচন্দ্র প্রফুল্ল ভাবে কহিল—

"ওই জন্যই তো তোমার এত কদর কাকা, তবু কেন যে তুমি বিদেশে গিয়ে পরের দোরে ঘুরে ঘুরে হায়রাণ হও তা বুঝতে পারিনি?"

"আর বাবা—বরাতের ফের!—"

বলিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া নিমাই মৃদু হাসিয়া জবাব করিল—

"শুধু মুখের কদরে তো পেট ভরেনা বাবা, ওদিকে মেয়েটাও ধেড়ে হয়ে উঠ্‌লো—কাজেই পরের দোরে দোরে—"

"সেই জন্যই তো খুঁজচি তোমাকে কাকা!"

বলিয়া তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া দুর্ল্লভচন্দ্র কহিল—

"বাবা বল্লেন—তোরা গাঁয়ের এত উন্নতি করছিস—অতবড় থিয়েটারটা করে—টাকার কাঁড়ি ঢেলে বিদেশ থেকে লোক আন্‌ছিস্‌ আর গাঁয়ে অতবড় একটা গুণী লোক মেয়ের বিয়ের জন্য ছট্‌-ফটিয়ে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার কিছু একটা করে দিতে পারিস নি? শুনে পদবাবু ভারি দুঃখিত হয়েছেন। তোমাকে আর সাত দোর ঘুরতে হবে না—আমাদের কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে—তোমার মেয়ের বিয়েতে যা লাগে, সব তিনি দেবেন—তা ছাড়া এখন থেকে মাস মাস ত্রিশ টাকা করে মাইনে পাবে, তুমি খালি থিয়েটারের অপেরামাষ্টার হয়ে ছোঁড়াগুলোকে তোয়ের কর। তিনি তোমার অবস্থার কথা শুনে এত দুঃখিত হয়েছেন যে আগাম পঞ্চাশ টাকা দিতে বলেছেন—এই নেও।"

বলিয়াই পকেট হইতে নোটের তাড়া টানিয়া বাহির করিল। ঘোষাল একেবারে আকাশ হইতে পড়িল-এ ব্যাপারটা তাহার কাছে ঠিক যেন স্বপ্নের খেলা বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। যে চক্রবর্ত্তী—তাহাকে দলে ভিড়াইতে না পারিয়া—দুইবার ভাংচি দিয়া তাহার মেয়ের বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তাহাকে পদতলে পিষ্ট করিতে পারিলে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে, সেই—তাহার প্রতি সহসা এত সদয় হইয়া—এ উপকার করিবে? কেমন এক প্রকার সন্দেহে

ঘোষালের মন আলোড়িত হইয়া উঠিল, চিন্তিত ভাবে ধীরে ধীরে কহিল—

"টাকা রাখ—এদিককার কায সেরে ফিরে যাই, তখন সে কথা হবে।"

"না না কাকা—আর মিছে ঘোরবার দরকার নেই—আমার সঙ্গেই চল।"

"সে কি হয়রে বাবা? ইনিসপেকটার বাবুকে কথা দিছি—তাঁর বাড়ী যেতেই হবে।"

"তবে, কালই ফেরা চাই—আর দেরী করো না। তোমার সকল ভার আমরা নিলুম—তুমি নিশ্চিন্ত, থাক। কালই ফিরো—আর তরশু চৌধুরীদের মেয়ের গায়ে হলুদ যে! সেখানেও থাকা চাই তো?"

"কার—কুসুমের বিয়ে? এমন হঠাৎ—কোথায় ঠিক হল?"

"তা জানি না—শুনলুম কলকাতার বর, গোকুলবাবুর জামাই ঠিক করেছে।"

হঠাৎ একটা কথা ঘোষালের স্মরণ হইল, জিজ্ঞাসা করিল—

"সেদিনকার সেই ছোকরা নাকি—শ্রীপতি রায়?"

"অতশত জানিনি কাকা, তবে ছেলেটা খুব ষণ্ডা—গোঁয়ার গোবিন্দ গোছের শুনলুম—লাঠি-তলোয়ার খেলা জানে। কলকাতার অনেক কুস্তীর আখড়ার ওস্তাদ, সবাই খুব মান্য খাতির করে।"

"তবে—সেই শ্রীপতিই হবে, আহা দীর্ঘায়ুঃ হয়ে বেঁচে থাকুক নন্দ চৌধুরী বেচারা কুল পেলে।"

দুর্লভ সহসা মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল—

"তা হলে এই কথা রইল, কাল না পার পর —বুঝলে ? বল তো—এই আগাম টাকাটা আমি ... ছে দিয়ে দেবোখন।"

বলিয়াই, এমন ভাবে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল যে ঘোষাল বাধা দিতে গিয়াও পারিল না। আশ্চর্য্য ভাবে একটু খানি চাহিয়া থাকিয়া আগাগোড়া ব্যাপারটা ভাবিতে ভাবিতে ইনিস্‌পেক্টারের বাসায় গমন করিল।

রাত্রে গান বাজনার পরে সকলে বিদায় হইলে দুইজনে গল্প করিতে করিতে ইনিস্‌পেক্টার বাবু নন্দ চৌধুরীর মেয়ের বিবাহের কথা লইয়া কথায় কথায় ঘোষালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এই শ্রীপতি ছোকরাটিকে আপনি চেনেন না কি ?"

"হ্যাঁ দেখিছি—তবে আলাপ পরিচয় হয় নি।"

"বেশ সবল সুন্দর বোধ হয় ? মেয়েটি তো শুন্‌লুম সুন্দরী ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ লম্বা চওড়া—সুঠাম চেহারা, বলবানও খুব, শুনেছি বেশ লাঠি-তলোয়ার খেলতে পারে। আর লেখাপড়াতেও যে খুব ভাল তা, তার হাবভাব, কথাবার্ত্তা আর তেজ দেখলেই বুঝতে পারা যায়। আহা নন্দবাবু মেয়েটিকে নিয়ে অকূলে ভাসছিল—ভগবান কূল দেছেন।"

বলিয়া, নিজের মেয়ের কথা ভাবিয়া একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলিয়া অন্যমনস্ক হইল। আরও দুই চারিটি প্রশ্নের পর ইনিস্‌পেক্‌টার বাবুও গম্ভীর হইয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরদিন সেখান

নবম পরিচ্ছেদ

হতে বিদায় হইয়া গ্রামের দিকে ফিরিবার পথে ঘোষাল যখন বেতোড়ে সিংহ বাবুদের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল তখন সেখানে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল।

তাহাকে দেখিয়াই গোমস্তা গৌবর্দ্ধন মজুমদার চোখ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"ঘোষাল যে—হঠাৎ এমন অসময়ে কি মনে করে?"

এই গোমস্তাটি বৃদ্ধ কর্ত্তা জগৎবাবুর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। সে যেমন ধড়ীবাজ—তেমনি মাম্‌লাবাজ। যেখানে এতটুকু স্বার্থের গন্ধ আছে সেখানে—নিতান্ত আপনার জন হইয়া—মিশিয়া যাইবার তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। পাঁচ টাকা মাহিনার মুহুরীগিরি করিয়া তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণ বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব করিয়া গিয়াছেন বলিয়া সে সগৌরবে আত্ম-পরিচয় দিত, এবং সেই সকল মহাজন গণের পন্থা অনুসরণ না করিলে সে যে আজ তাহার গ্রামের ভিতরে—দশ জনের একজন হইয়া—মাথাধরা হইয়া উঠিতে পারিত না, তাহাও অকপটে ব্যক্ত করিতে ছাড়িত না। ভালরকম লেখাপড়া না জানিলেও বাংলা ও ইংরাজী হাতের লেখায় এমন আশ্চর্য্য দক্ষতা লাভ করিয়াছিল যে—একবার দেখিলে—যেমন লেখা হউক না কেন—হুবহু নকল করিয়া দিতে পারিত। তা ছাড়া হিসাব নিকাশের কাজেও বেশ চোস্ত ছিল বলিয়া জগৎবাবুর সুনজরে পড়িয়া গিয়াছিল।

তাহার কথায় ঘোষাল একটু চিন্তা করিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে জবাব করি

"আর দাদা, ভিখারীর আর সময় অসময় কি বল? যার ঘরে

মা লক্ষ্মী চিরকালই বাড়ন্ত হয়ে আছেন তার কি সময় বেঁধে চলা ফেরা সাজে ?”

বলিয়া একটা লম্বা নিশ্বাস টানিয়া ধীরে ধীরে ফেলিল। গোবর্দ্ধন একবার আড়চোখে তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া আপনার দপ্তরের খাতা পত্রের দিকে মনঃসংযোগ করিয়া কহিল—

“তবু কি শুনি ?”

“আর শুনবে কি, কন্যাদায়ের ঠেলায় মায়ের নাম সম্বল নিয়ে কিঞ্চিৎ ভিক্ষার প্রত্যাশায় !”

“বড় অসময়ে এয়েছ ঠাকুর—আমাদের এখন বড়ই গোলযোগ মায়ের নামে থাই পাবে না।”

বলিয়া, ঠোঁট কামড়াইয়া, ভুরু কোঁচ্‌কাইয়া গম্ভীর হইল। সিংহ বাবুদের বাড়ীতে কেহ কোন কার্য্যের জন্য আসিলে এই সিংহদ্বার রক্ষকটির পূজা না দিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারিত না, ঘোষাল একটু ভাবিয়া বলিয়া উঠিল—

“মায়ের নামের কি সময় অসময় আছে দাদা—যখন তখন, কাজে-ঝঞ্ঝাটে চোক কান বুজে শুনতে পারলেই কিছু না কিছু লাভ হয়েই থাকে, কখনো নিষ্ফল যায় না দাদা—এমনি নামের গুণ।”

বলিয়া একটা চোখের ভঙ্গি করিয়া চাহিল। গোবর্দ্ধন উৎসাহিত হইয়া মৃদু হাসিয়া কহিল—

“বটে ? তবে পরীক্ষা করাটা উচিত বলেই মনে হচ্ছে, আচ্ছা বোস তুমি, দেখা যাক্‌ ব্রাহ্মণের কথা কতখানি খাঁটি ? কিন্তু সত্যই বড় অসময়ে এয়েছ, বিশেষ কিছু সুবিধা হবে বলে মনে হয় না

"যা হয়, আমাদের তো রাই কুড়িয়ে বেল !"

বলিতে বলিতে বসিয়া, জিজ্ঞাসা করিল—

"কিন্তু দাদা অসময় বলছো কেন, হয়েছে কি ?"

"কেন—শোননি কিছু, দেশজুড়ে ঢি ঢি পড়ে গেছে যে—"

বলিয়া চোখ টিপিয়া গলা খাটো করিয়া গোবর্দ্ধন জবাব করিল—

"ছোটবাবু—কর্ত্তার সিন্দুক থেকে নগদ দশ হাজার হাতিয়ে একদম পাড়ি দেছেন! শুনছি না কি খৃষ্টান হয়ে—এক মেটে ফিরিঙ্গির মেয়ে বিয়ে করে—একদম সাগর পার—বিলাত সট্‌কেছেন।"

"এ্যাঁ—সর্ব্বনাশ, বল কি ?"

ঘোষাল একেবারে মূঢ়ের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিল। গোবর্দ্ধন আবার পূর্ব্বের মত করিয়া চাপা আওয়াজে কহিল—

"সেই থেকে কর্ত্তা একেবারে ভয়ানক ক্ষেপে গেছেন, জানই তো—কি রকম কড়া মেজাজ ? একটা ভয়ানক হুলস্থূল না করে ছাড়বেন না, কদিন থেকে—নিজের ঘরে একেবারে শয্যা নিয়ে একলাটি গুম্ হয়ে আছেন—একটা খুব শক্ত রকম ব্যামো স্যামোই হয়েছে কি—"

বলিতে বলিতে কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই উঠিয়া গেল। কিন্তু একটুখানি পরে ফিরিয়া আসিয়া যখন আশ্চর্য্যভাবে কহিল—"এস, হুকুম হয়েছে"—তখন ঘোষালের মুখ ভয়ে শুকাইয়া পা দুইটা যেন অবশ হইয়া গিয়াছিল।

বৃদ্ধ জগৎ সিংহের নামে সে অঞ্চলে বাঘে-গোরুতে একসঙ্গে

জল খাইত। বুনিয়াদী জমীদার না হইলেও, তাঁহারা দুই পুরুষের ভিতরেই যা করিয়াছিলেন তা—আলাদিনের প্রদীপের মতই—আশ্চর্য্য। সমস্ত জেলাটার ভিতরে অতবড় প্রতাপান্বিত উদীয়মান বড় লোক আর কেহ ছিল না। সে অঞ্চলে সব বুনিয়াদী, প্রাচীন ঘরগুলি পড়িয়া গিয়া সিংহবাবুরাই সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিতেছিলেন—আর, সেই উন্নতি একমাত্র জগৎবাবুরই অদ্ভুত দক্ষতায় সাধিত হইয়াছিল বলিয়া সকলেই সসম্ভ্রমে বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে তাঁহার কথা বলাবলি না করিয়া থাকিতে পারিত না।

জগৎবাবুর মত লোক সংসারে বিরল,—এত বড় আত্মনির্ভরশীল যে ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া—সুমেরু শিখরের মত—একাই অচল অটল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। সহস্র ঝঞ্ঝাতেও তাঁহার মাথার একগাছি কেশ পর্য্যন্ত টলাইতে পারিত না। এমন অতিরিক্ত—'রাশভারি'—গম্ভীর প্রকৃতি যে, অতি বড় স্নেহাস্পদ আত্মীয় ব্যক্তিও তাঁহার কাছে যাইতে ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিত—অথচ তিনি কখনও কাহাকেও ধম্‌কাইয়া কথা কহিতেন না। কেহই তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিত না, কিন্তু তিনি একবারমাত্র চাহিয়াই লোকের হৃদয়ের অন্তস্তল অবধি ঠিক যেন দর্পণের মত হুবহু প্রত্যক্ষ করিতেন। সেই জন্যই লোকে তাঁহার সুমুখে গিয়া দাঁড়াইতে ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িত। জগতের কোন কিছুতেই যে তাঁহার কিছুমাত্র আবশ্যক আছে এমন ধারণা তাঁহাকে দেখিয়া কাহারও মনে উদয়—হইতে পারিত না—অথচ সংসারের সামান্য খুঁটিনাটিটী অবধি ধরিয়া এমন কঠোর, অথচ—নির্লিপ্ত উদাসীন ভাবে শাসন-পালন করিয়া

কর্ত্তব্যের গণ্ডী এমন দৃঢ়তম করিয়া রাখিতেন যে পান হইতে চুণ টুকু খসিলেও কাহারও আর পরিত্রাণের উপায় থাকিত না।

এই অদ্ভুতচরিত্র বৃদ্ধের কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া লোকে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইত। একটি ছেলে ও একটি মাত্র মেয়ে ছাড়া আর সন্তান-সন্ততি না থাকিলেও, মেয়েটির বিবাহের পরেই—জামাতার সঙ্গে মনান্তর ঘটিয়া—সেই যে অকাতরে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আর মুখাবলোকন করেন নাই। এমন কি, তারা কোথায় কি দশায় আছে—বাঁচিয়া আছে কিম্বা মরিয়া গিয়াছে—সে সংবাদ পর্য্যন্ত রাখিতেন না। তারপর একটি মাত্র ছেলে রাখিয়া তাঁহার পুত্র এবং পুত্রবধূ দুই জনেই যখন তিন মাসের ভিতরে তাঁহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া গেল এবং মৃত্যুকালে ছেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ অবধি ঘটিল না, তখনও তিনি এমন প্রশান্ত ভাবে নির্ব্বিকার হইয়া—পাষাণ স্তূপের মত—অচল—অটল রহিলেন যে লোকে বুঝিতে পারিল না—তিনি মানুষ কি না!

এমনি করিয়া বৃদ্ধ জগৎসিংহ—আপনার উন্নত মস্তক অভ্রভেদী করিয়া তুলিয়া—সকলের উপর এমন নির্লিপ্ত, গম্ভীরভাবে একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন যে—কোন রকমে নাগাল না পাইয়া—সকলেরই মস্তক ভয়ে বিস্ময়ে সম্মানে শ্রদ্ধায় আপনা হইতেই অবনত হইয়া পড়িত এবং পারতপক্ষে কেহই তাঁহার সুমুখে গিয়া দাঁড়াইতে চাহিত না।

কর্ত্তার অনুমতি পাইয়া ঘোষাল কম্পিত বক্ষে জড়িতপদে দ্বারদেশে গিয়া দাঁড়াইতেই ভিতর হইতে মৃদু হাসিয়া জগৎসিংহ অভ্যর্থনা করিলেন—

"এস ঘোষাল—অনেক দিনের পরে যে?"

ঘোষাল জবাব করিতে গিয়াও পারিল না—কম্পিত জড়িত পদে ঘরে ঢুকিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া কি একটা বলিয়াই মাথা চুলকাইতে লাগিল। জগৎবাবু হাসিয়া কহিলেন—

"আচ্ছা এসে বোস, আগে গান শোনাও।"

ঘোষাল অত্যন্ত সন্তর্পণে বসিয়া তানপুরাটি বাঁধিয়া লইয়া ভয়ে ভয়ে সুর ধরিল—

"সে দিন কবে হ'বে তারা।
যে দিন—তারা তারা তারা বলে
আমার, আঁখি বেয়ে পড়বে ধারা॥"

জগৎবাবু সহসা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"এ ভূতের বেগার কেন খাট্‌ছো ব্রাহ্মণ?"

মুহূর্ত্তে ঘোষালের কণ্ঠ স্তব্ধ হইয়া গেল, হাতের অবশ আঙ্গুলের মৃদুস্পর্শে তানপুরার তারগুলি কাঁপিয়া একটুখানি মৃদুঝঙ্কার হাহাকারের মত বহিল, সে সভয়ে কাঁপিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল। জগৎবাবু উদাসভাবে কহিলেন—

"যদি প্রাণ ঢালতে না পার তো খালি কথার বাঁধুনী নিয়ে ভূতের বেগার খেটে মর কেন? সত্য যেদিন চোখে ধারা বইবে সে দিন প্রাণেই তোমার সুর বেজে উঠ্‌বে—কথার বাঁধুনী থাকবে না—তবু সে সঙ্গীতে জগৎ মুগ্ধ হবে।"

ঘোষাল চোরের মত ভয়ে ভয়ে জবাব করিল—

"সে ভাগ্য—সে শক্তি কোথায় পাব?"

"চাও কি? তবে তেমনি ক'রে আকুল হ'য়ে ডাকবার চেষ্টা কর, আপনাকে ভুলে যাও—নিজের সবটুকু তাঁর ভিতর ডুবিয়ে দিয়ে—তাঁরই ছায়া ভেবে—স্রোতের কুটোর মত গা ভাসিয়ে দেও। যতটুকু—'আমি-আমি' 'আমার-আমার' ক'র্‌বে তিনিও ততটুকু তফাতে তফাতে সরে যাবেন। এই 'আমি' নিয়েই তো যত গোল, অহংজ্ঞানের কারবার তুলে দিয়ে 'তিনি—তাঁর' বলে সেই কারবার স্থুরু কর দেখি।"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার কথার ভঙ্গিতে—কণ্ঠস্বরের উচ্ছ্বাসে এমন একটু কিছু ছিল যে ঘোষালের হৃদয় এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের আবেশে কেমনতর হইয়া পড়িল, বিহ্বলভাবে জগৎবাবুর মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া ধীরে ধীরে তানপুরাটি তুলিয়া লইয়া আপন মনে গান ধরিল—

জগত তোমার, মানব, সংসার
তুমি সবাকার মূলাধার।
স্থল জল ব্যোম, তপন পবন—
আপনি আধেয় আপনি আধার॥
(মাগো) তব কার্য্য সদা সাধ নিজে তুমি
মাঝে থেকে তার উপলক্ষ্য আমি,
তব পুণ্য গেহ—আমার এ দেহ,
তুমি কায়া—আমি ছায়া তার

জীবন-তরণী—সংসার-সাগরে
তুমি মাতা তার কর্ণধার॥

গাহিতে গাহিতে ঘোষালের চোখ দুটি বুজিয়া গিয়া রুদ্ধ কোন দুটি হইতে ধারা বহিয়া গণ্ডস্থল সিক্ত করিয়া ছুটিল। মুগ্ধ সুরের ঝঙ্কারে নীরব ঘরখানি যেন একটা অপূর্ব্ব ভাবের নেশায় ভোর হইয়া উঠিল। জগৎসিংহেরও দু'চোখ ছাপাইয়া জলধারা ছুটিতেছিল—উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

"ভাইরে, ডাক্ পড়েছে, কর্ণধার দাঁড়িয়ে আর অপেক্ষা ক'র্‌তে পারিনি, তুফানের সুরুতেই পাড়ি জমাতে হ'বে। যা কিছু 'কায বাকী সেরে নেও—সেরে নেও, বোঝা ঘাড়ে নৌকায় উঠ্‌লে ভর সইবে না, এ পারের বোঝা এ পারেই নামিয়ে ছায়ার শরীর হাল্কা করে তাঁরই কায়ার অনুগমন ক'র্‌তে হ'বে।"

বলিতে বলিতে হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তভাবে খপ্ করিয়া ঘোষালের হাত ধরিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিলেন। সেই স্পর্শে ঘোষালের দেহের সমস্ত জড়তা—মনের সকল ভয়-ভাবনা যেন চকিতে অন্তর্হিত হইয়া গেল, অপূর্ব্ব পুলকে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—সজল চক্ষু দু'টি বৃদ্ধের চোখের উপর স্থাপিত করিয়া নীরবে চাহিয়া রহিল। একটুখানি পরে জগৎবাবু বলিলেন—

"হ্যাঁ—একমাত্র তোমাকেই বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি। একবার জেলায় যাও আমার উকীল শশীবাবুকে নিয়ে এস। আর একটু কায—তা পরে, নন্দ চৌধুরীকেও একা সঙ্গে আন্‌তে হ'বে—তা এর পরে। আর কারুকে বিশ্বাস নেই।"

দশম পরিচ্ছেদ

কুসুমের বিবাহের সমারোহ দেখিয়া লোকে যত না আশ্চর্য্য হউক, তার চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল, সে বিবাহে ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তীর আনন্দ ও উৎসাহ দেখিয়া। যে চক্রবর্ত্তী পনের দিন আগেও যজমানের উপর খড়্গহস্ত ছিল, সে তাহার সকল ক্ষোভ বিসর্জ্জন দিয়া শুধুই যে মুরুব্বি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—এমন নয়, নিজে গাঁ শুদ্ধ ছোট-বড় সকলের ঘরে ঘরে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া নন্দ চৌধুরীর ভাগ্য এবং শ্রীপতি রায়ের সুখ্যাতিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। বিশেষ করিয়া, শ্রীপতি যে কত বড় বিদ্বান্ এবং বলবান, কলিকাতায় দশটা কুস্তীর আখড়ার সর্দ্দার হইয়া, দু'শো সাকৃরেদকে আশ্চর্য্য রকম লাঠি ও তলোয়ার খেলা শিখাইয়া কেমন করিয়া যে কোম্পানীর লোকজনকে অবধি তাক্ লাগাইয়া দিয়াছে সেই সম্বন্ধে নানাপ্রকারের অদ্ভুত গল্প রচিয়া সকলকে অবাক করিয়া দিয়াছিল।

কিন্তু নন্দবাবুর আশঙ্কা ও উদ্বেগের সীমা ছিল না। মেয়ের বিবাহ লইয়া তিনি যে রকম বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে কোন রকমে, দুই হাত এক করিয়া দিতে পারিলেই রক্ষা পাইতেন, তেমনি সময়ে চক্রবর্ত্তী যখন গ্রামশুদ্ধ নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল তখন তিনি একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। গোকুল বাবুর পত্নী আসিয়া বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হ্যাঁ ঠাকুর-পো এ সব কি শুনছি, গাঁশুদ্ধ বলা হ'য়েছে না কি?"

নন্দবাবু একটা উত্তপ্ত নিশ্বাস সবেগে বাহির করিয়া দিয়া ভাঙ্গা গলায় জবাব করিলেন—

"দোহাই বড় গিন্নি আমি কিছু জানিনি, গোকুল-দা মতিহারী গিয়ে আট্‌কে পড়েছেন বলে এ কাযে আমার হাত-পা আস্‌ছে না, আমি কি এমন সময়ে সমারোহ ক'র্‌তে পারি? আর চারু যে দয়া ক'রে তিনশো টাকা দিয়েছে তাতে বিয়ের খরচ সংকুলান হ'লেই রক্ষে পাই, তাতে সমারোহ ক'র্‌বো কেমন ক'রে?"

"তবে? সে যে নিজে থেকে এই টাকা দিয়ে বন্ধুর মিয়ে দেওয়াচ্ছে এই ঢের, আর তো সে দেবে না। হ'লই বা বড়মানুষ— চিরকাল শ্রীপতিকে পুষে মানুষ ক'রেছে—আর কত দিতে পারে!"

"হাজারবার সে কথা, আমিই বা আর চাইবো কোন্ মুখে?"

"তবে এমন কাণ্ড বাধালে কে?"

"আমি—আমি ক'রেছি।"

বলিতে বলিতে চক্রবর্ত্তী তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া খর খর করিয়া জবাব করিল—

"কেন, যে রকম ঘর-বরে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে, তাতে সমারোহ না ক'র্‌লে গাঁয়ের লোক ছাড়্‌বে কেন? আজ যদি গোকুল-বাবু আর বিদ্যাভূষণ গাঁয়ে থাক্‌তো তা হ'লে নন্দবাবু সামাজিক না দিয়ে পার পেত না কি?"

"কোথা থেকে দিত?"

বলিয়া, দত্ত-গৃহিণী গলা চড়াইয়া বিরক্তিভরে কহিলেন—

দশম পরিচ্ছেদ

"নন্দবাবু লোকের ঘরে সিঁদ্ দিতে যাবে না কি? উদখেতে ক্ষুদ নেই—পরের দয়ায় দায় উদ্ধার হ'তে ব'সেছে—"

কথা শেষ হইল না, সহসা শৈলবালা আসিয়া বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—

"কে বল্লে পরের দয়ায়? ঠাকুরপো কি রোজগার করেন কম না কি? নতুন পাশ ক'রে বেরুলে কি হয়—তাঁর মত বড় ডাক্তার কল্‌কাতার সহরে আছে ক'জন? সাহেব-সুবোরা অবধি যে খাতির ক'রে চলে! তাঁর বিয়েতে ঘটা না করলে মান থাক্‌বে কেন?"

বলিয়া আগে চক্রবর্ত্তীকে প্রণাম করিয়া পরে পরে মাতার এবং নন্দবাবুর পায়ের গোড়ায় গলায় আঁচল দিয়া গড় করিল। দিন পনেরো পূর্ব্বে শৈলবালা মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও একরকম জোর করিয়াই স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। এরই ভিতরে সংবাদ না দিয়াই—হঠাৎ এমন ভাবে আবার তাহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া দত্তগৃহিণী বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। কিন্তু নন্দবাবু আবেগভরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

"এই অকৃতি সন্তানের বিপদ বুঝে এমন সময়ে আবার তাকে কোলে নিতে এলি কি মা?"

"আসবো না কাকাবাবু?"

বলিয়া, শৈলবালা উৎফুল্লভাবে জবাব করিল—

"আমার সইয়ের কা'ল গায়ে-হলুদ, আমি কি না এসে থাকতে পারি? তবে গিয়েছিলুম সেখানে শুধু—"

বলিয়া, কথাটা শেষ না করিয়াই, গায়ে জড়ানো সিল্কের চাদর খানা খুলিয়া ফেলিয়া অঙ্গাবরণের ভিতর হইতে একটা ছোট মখমল-মণ্ডিত বাক্স বাহির করিয়া একছড়া মূল্যবান নেকলেস্ ও একজোড়া ইয়ারিং দেখাইয়া কহিল—

"এই দেখুন, না গেলে কি এ হত? তবু আর সব হয়ে উঠলো না—আরও হপ্তাখানেক দেরী লাগবে।"

সকলেই মুহূর্ত্তকাল নির্ব্বাক হইয়া রহিল। শৈলবালা বাক্সটা নন্দবাবুর হাতে দিয়া কহিল—

"হাতের রুলি আর আংটী পরশু তাঁরা সঙ্গে করেই আনবেন—আমি আর দেরী করতে পারলুম না, এই দিয়ে এখন সম্প্রদান করুন, তারপর বৌ-ভাতের ভিতরেই আর সব গহনা তোয়ের হয়ে আসবে। তুমি তো তখন রাগ করেছিলে মা, কিন্তু আমি না গেলে কি তাড়া দিয়ে আনতে পারতুম?"

নন্দবাবু গহনার বাক্স দত্তগৃহিণীর হাতে দিয়া কৃতজ্ঞতা ভরে কি বলিতে যাইতেছিলেন—হঠাৎ সদোরে নিধি সর্দ্দারের হাঁক-ডাকে থামিয়া গেলেন। সে চীৎকার করিয়া কাহাকে কহিতেছিল—

"অমন ক্ষুদে দলে হবে না, বড় মা-লক্ষ্মী যখন এসে গেছেন তখন আর ভাবনা কি? তোরা সব আমার সাকরেদ—কাল ওস্তাদের মান রাখা চাই, ভোর না হতে অন্ততঃপক্ষে তিন দল জাঁকালো রোসনচৌকিতে গাঁ মাৎ করে দিতে হবে।"

কে একজন জবাব করিল—

"হু'দল তো গাঁয়েই আছে—সবাই তোমার সাকরেদ, আর একটা ভাল দল নন্দীপুরে খবর দিতে চল্লুম।"

শুনিয়া চক্রবর্ত্তী অধর কোণে দাঁত টিপিয়া একটুখানি কুটীল হাসি চাপিয়া ফেলিল, দত্তগৃহিণী আশ্চর্য্যভাবে নন্দবাবুর পানে চাহিলেন। তিনি শুষ্কমুখে আকুলভাবে শৈলবালাকে বলিলেন—"এ সব কি মা, একে তোমার বাবা বাড়ী নেই—আমি যে নিতান্ত—"

"ভয় কি কাকাবাবু?"

বলিয়া, শৈল উৎসাহভরে বাধা দিয়া জবাব করিল—

"সইতো আমার হেঁজি-পেঁজি ঘরে যাচ্ছে না যে চুপিসাড়ে তার বিয়ে দেবেন—কাক কোকিলে টের পাবে না। যে রকম জামাই পেলেন তা বড় জমীদারের ঘরেও মেলে না, বিশেষ করে যিনি ঘটকালি করেছেন তাঁর যদি মর্য্যাদা রক্ষা না হয় তাহলে তিনি কি আমার মুখ দেখবেন? আর আমি যে সেখানে বড় গলা করে বলে এয়েছি—"

বাধা পড়িল। শৈলর মাতা এতক্ষণ চুপ করিয়া মেয়ের কথা শুনিতেছিলেন, আর থাকিতে না পারিয়া উত্তপ্ত হইয়া কহিলেন—

"মুখে বল্‌তে তো সবাই পারে। শ্রীপতি এমন কি মাতব্বর হয়ে উঠেছে যে তার বে তে গাঁশুদ্ধ সমারোহ করে বাঁধা-রোসনাই করতে হবে?, তবু যদি না চিরকাল জামায়ের খেয়ে মানুষ হত? বলে—চালে খড় নেই—ঘরে ভাত নেই তার হয়েছে লাট সাহেবের খাতির? ভাগ্যে চারু নিজে খরচপত্র করে বন্ধুর বে দেওয়াচ্ছে নইলে—"

"কে বলে তিনি খরচ দিচ্ছেন?"

বলিয়া এবার শৈলও উষ্ণভাবে বাধা দিয়া জবাব করিল—

"না জেনে শুনে ভদ্রলোকের নামে এমন করে বলো না মা, শুনলে তোমার জামাই আমার শুদ্ধ মুখ দেখবেন না।"

বলিয়া, পেটকাপড় হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া নন্দবাবুর হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিল—

"এই নিন আর পাঁচশো, কারুর কোন কথা শুনবেন না এই সমস্তই আপনার জামায়ের টাকা আমরা এক পয়সাও দিইনি। যাতে তাঁদের দু'বন্ধুর মান ইজ্জত বজায় থাকে সেই রকম ঘটা করুন কিছুতে ভয় পাবেন না।"

"এইতো গোকুল বাবাজির মেয়ের মত কথা, তবে আর কি ?"

বলিয়া, চক্রবর্ত্তী ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল, শৈলবালাও আর কিছু না বলিয়া কুসুমের অনুসন্ধানে চলিয়া গেল। নন্দবাবু জিজ্ঞাসু ভাবে দত্ত-গৃহিণীর পানে চাহিতেই তিনি উদাসভাবে গম্ভীর স্বরে কহিলেন—

"শুনলেই তো—আমি আর কি বলবো, যেমন ভাল বোঝ কর গিয়ে, যাদের টাকা তারা যদি লুটিয়ে দেয় তো কার কি ?"

বলিয়া তিনিও গম্ভীরভাবে বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু পরদিন ভোর না হইতেই যখন রোসনচৌকির সানাই ললিতের ঝঙ্কার তুলিয়া সারা গ্রাম খানিকে জাগাইয়া দিল তখন আর তাঁহার সে ভাব রহিল না, তাড়াতাড়ি আসিয়া কুসুমের মাতাকে কহিলেন—

"হ্যাঁ বোন, গাঁজুড়ে যে নেমন্তন্ন করা হয়েছে—এখনি সব দলে দলে এয়োরা এসে জুটবে, কই সব জোগাড় কই ?"

"আমরা আর কবে মেয়ের বিয়ে দিছি দিদি? জানি কি?"

বলিয়া কুসুমের মাতা মৃদু হাসিয়া মধুর স্বরে কহিলেন—

"আমি খালি পেটে ধরেছি বৈ তো নয়—নইলে কুসুম তো তোমারি মেয়ে, তোমারই খেয়ে পরে এত বড় হয়েছে, তোমরাই তার বে দিচ্ছ। দেখে শুনে নিজে ভার নিয়ে বোস দিদি, আমরা কে?"

"থাক আর অমন করে বলতে হবে না, যত সব ছেলে মানুষের কারখানা—সারা গাঁ নেমন্তন্ন করে যে কাণ্ড বাধিয়ে রেখেছে এখন মানে মানে দায় উদ্ধার হলে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।"

বলিয়া, দত্ত গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া ভাণ্ডারের দিকে চলিয়া গেলেন। বস্তুতঃই প্রভাতের রবি প্রখর হইয়া উঠিতে না উঠিতেই নিজেদের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য রোসনচৌকীর দল পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা মারিয়া যতই বিবাহবাড়ী সরগরম করিয়া গ্রামখানি মাতাইয়া তুলিতে লাগিল, ততই বাহির বাটীতে দলে দলে গ্রামের ছেলে মেয়ে ও লোকজন যেমন ভিড় বাড়াইয়া জমা হইতে লাগিল, ভিতর বাটীতেও তেমনি একে, দুইয়ে, দশে মিলিয়া পল্লীরমণীগণের সমাগম হইতে বাকী থাকিল না। দেখিতে দেখিতে চৌধুরীদের গৃহ প্রাঙ্গন জনতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

ভিতর বাটীতে দত্ত গৃহিণী যেমন কর্ম্মকর্ত্রী হইয়া শশব্যস্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, বাহির বাটীতেও তেমনি চক্রবর্ত্তী ও নিধিরাম প্রভৃতি ছুটোছুটি করিয়া সকল কার্য্যের তদ্বির ও ব্যবস্থা করিয়া ঘুরিতেছিল। বিশেষ—নিধিরামের তো আর আনন্দ রাখিবার স্থান ছিল না। সে তাহার গলার সুবর্ণ পদকখানি ঘসিয়া মাজিয়া উজ্জ্বল করিয়া মাথায়

রঙিন কাপড়ের পাগড়ী বাঁধিয়া, প্রাণাধিক প্রিয় তেলে-পাকানো প্রকাণ্ড বাঁশের লাঠিটি কাঁধে লইয়া একা যেন একশো হইয়া চারিদিকে লাট্টুর মত ঘুরিয়া সকলকেই যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিয়া সকল কার্য্যের তদ্বির করিতেছিল।

কিন্তু তবুও নন্দবাবুর উৎকণ্ঠার বিরাম ছিল না। তিনটার গাড়ীতে বরের গায়ের হলুদ আসিয়া পৌছিবার কথা ছিল। সময় যতই কাছাইয়া আসিতেছিল, ততই একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় কেবলই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। নিধিরামকে একটুখানি নিরালা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"দুটো তো বেজে গেছে, ষ্টেশনে লোক পাঠিয়েছ কি দাদা!"

"সে সব তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না ভাই?" বলিয়া নিধিরাম প্রফুল্লভাবে জবাব করিল,—"আমার কুসুম-মায়ের বিয়ে আমি কি থির আছি? চক্কোত্তি-দা-ঠাকুর আপনি গেছে, তার উপর আমি আবার চার জন সাকরেদকে পাঠিয়ে দিছি—ভাবনা কি!"

"দাদা—দাদা—তুমি যথার্থই আমার পেটের ভাই, তোমার বলেই"—বলিতে বলিতে স্বর গদ গদ হইয়া নন্দ বাবুর দু'চোখ জলে ভরিয়া আসিল তাড়াতাড়ি দুই হাতে নিধিরামের হাত দু'খানি ধরিয়া আকুল ভাবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া নীরব হইলেন। নিধিরাম অধীর ভাবে তিরস্কারের স্বরে কহিল—

"হ্যাঁ নন্দবাবু শুভ দিনে আজ এ কি কর্‌তিছ! ভয় কি, গোকুল বাবু আর তুমি কি আমার ভিন্ন! কুসুম-মাকে যে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি! এ বুড়ো যে তোমাদের চিরকালের কেনা গোলাম

আমি যতকাল বেঁচে আছি—কিচ্ছুটি ভাবনা করো না ভাই। পঞ্চাশজন সাকরেদ আমার গোলাম হয়ে খাটতিছে দেখতে পাচ্ছনা কোন দিকে একটুও বে-বন্দোবস্ত হতে দেব না। দত্ত-বাড়ীর এমন বিশটা বিয়েতে সর্দ্দারি করে চুল পাকিয়েছি—কোন ভাবনা নেই তোমার। তুমি ভাই অমন মুস্‌ড়ে যাচ্ছ কেন, মুখে হাতে একটু জল দিয়ে ভদ্দর লোকদের দেখা শুনা কর গিয়ে।"

নন্দবাবু আর কিছু না বলিয়া ভিতর বাটীতে চলিয়া গেলেন। বাড়ী শুদ্ধ সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। চক্রবর্ত্তী যে রকম ভাবে বিবাহের কথা রাষ্ট্র করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, তাহাতে গ্রামের অধিকাংশ লোকেই গায়ে হলুদের তত্ত্ব দেখিবার জন্য চোধুরী বাড়ীতে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু চারিটা বাজিয়া গেলেও যখন ষ্টেশন হইতে কেহই সংবাদ লইয়া ফিরিল না, তখন নন্দ বাবু অধীর ভাবে বাহিরে আসিয়া নিধিরামকে সভয়ে কহিলেন—

"কি ব্যাপার নিধু দা?"

"তাই তো, চার জন সাকরেদকে পাঠিয়েছি—বেটাদের এই দু ক্রোশ আড়াই ক্রোশ ভুঁই হাঁটতে পা ভেরে গেল না কি, এক জন ছুটে এসে আগে খবরটা দিতে নারলে!"

বলিয়া, পথের পানে চাহিতে চাহিতে আশ্বাস দিয়া কহিল,—"আচ্ছা আর একটু ওপিক্ষে কর, আমি আপনি যাচ্ছি।" কিন্তু নিধিরামকে আর যাইতে হইল না, মিনিট পাঁচেকের ভিতরেই তাহার প্রেরিত সাকরেদদের মধ্যে এক জন। ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল—

"তেনারা বোধ করি এ গাড়ী ফেল করেছে, দা-ঠাকুর বল্লে—"তুই গে শীগ্গির খবর দে, আমি আধ ঘণ্টার ভিতরে সব খবর খুঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর গাড়ী ছিল না। সকলেই পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া নানা কথা বলাবলি আরম্ভ করিল। নন্দবাবুর মুখ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল—আশঙ্কায় বুক টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল, কি কথা বলিতে গিয়াও পারিলেন না—শুধু নিধিরামের দিকে আকুল ভাবে চাহিলেন। নিধিরাম সাহস দিয়া জোর গলায় সকলকে শুনাইয়া বলিল—

"গাড়ী ফেল কে না হয়, তাতে আর হয়েছে কি! আজ তো আর বিয়ের লগ্ন নয় যে বয়ে যাবে, ভাবনা কিসের! রেতের গাড়ীতে তারা এসে পড়লে কাল সকালেই নয় গায়ে হলুদ হবে।"

কেহ কেহ তাহার কথায় সায় দিয়া ভরসা দিল, কিন্তু জন কতক নিষ্কর্ম্মা বৃদ্ধ পরস্পর গুজু-গুজু করিতে ক্ষান্ত রহিল না। দেখিয়া শুনিয়া নন্দবাবুর পাণ্ডুর মুখ আরও বিবর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। নিধিরাম আর থাকিতে পারিল না, উষ্ণ ভাবে কহিল—

"যেখানে রেলের পথ—সেখানে এ রকম বাধা কোন ঘরে না হতে পারে, তাতে আর হয়েছে কি—এ তো আর নন্দ বাবুর দোষ নয় তার আর গুজু-গুজু কিসের?"

"দোষ কারুর নয়রে বাবা—দোষ বরাতের!"

বলিয়া বৃদ্ধের দলের একজন উঠিয়া হাঁকিল—

"কইরে কে আছিস—দে একবার তামাকটা টেনে যাই, সন্ধ্যার পরেই আসা যাবে'খন।"

কিন্তু তাহারা তামাক খাইয়া বিদায় হইবার পূর্ব্বেই একজন ডাকপিয়ন আসিয়া যখন নন্দবাবুর হাতে একখানা জরুরী টেলিগ্রাফ দিল, তখন সকলেই একেবারে অধীর হইয়া তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া হৈ হৈ করিয়া উঠিল—

"কি—কি খবর ?"

নন্দবাবুর হাতে টেলিগ্রাফের খামখানা বাঁশ পাতার মত থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, তিনি চেষ্টা করিয়াও থামাইতে পারিতেছিলেন না। একজন তাড়াতাড়ি টানিয়া লইয়া খুলিয়া পড়িল—

"Great mishap postpone marriage—(ভয়ানক দুর্ঘটনা—বিবাহ বন্ধ)।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

মুহূর্ত্তের ভিতরেই উৎসবের আনন্দ-কোলাহল নিবিয়া গিয়া চৌধুরী-বাড়ীতে ভয়ানক হৈ হৈ বাধিয়া উঠিল। যে যেখানে যে কাজ করিতেছিল তাহা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া নন্দবাবুর চারিদিকে ঘিরিয়া কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। গ্রামের যে সকল মাতব্বরের দল চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল তাহারা আবার জমকাইয়া বসিয়া তাম্রকূটের শ্রাদ্ধের আয়োজন করিয়া নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা ও মন্তব্য প্রকাশের ধূম লাগাইয়া দিল। কোথাও আর গুজু-গুজু—ফুসুফুসু রহিল না, যার মনে যা হইল সেই উচ্চৈঃস্বরে পরস্পরের সঙ্গে স্পষ্টাক্ষরে সেই কথা বলাবলি করিতে লাগিল। সকলেই একটা না একটা কিছু বলিয়া নিজের মত প্রকাশ করিতে করিতে ব্যাপারটাকে এমন করিয়া তুলিল যে তাহার চাপে পড়িয়া নন্দবাবু জড়বৎ একেবারে অসাড়—নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন।

অথচ ঘটনাটা যে কি ঘটিয়াছে কেহই তাহা সহস্র প্রকারে মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া নিরাকরণে অসমর্থ হইয়াও ক্ষান্ত হইল না, নন্দবাবুর উপর চারিদিক হইতে শ্রাবণের ধারার মত প্রশ্নের উপর প্রশ্ন-বর্ষণ আরম্ভ করিল। কিন্তু জবাব দেওয়া দূরে থাকুক, কারও কোনও কথা যে তাঁহার কাণে গিয়াছে অনুভবেও যখন

তাহার লক্ষণ বুঝিতে পারা গেল না, তখন কেহ বা সহানুভূতি দেখাইল, কেহ বা 'হায় হায়' করিল, কেহ বা ধিক্কার দিল, আবার কেউ কেউ বা—এমন সুযোগ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া—নন্দবাবুর নির্বুদ্ধিতা উপলক্ষ্য করিয়া দুকথা বলিয়া লইতেও ছাড়িল না। মোট কথা—এমন একটা মজার ব্যাপারের গন্ধ পাইয়া—সকলেই যখন সেটাকে বীভৎসময় ঘোরালো রকম করিয়া তুলিবার জন্য উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী দ্রুতপদে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ফিরিয়া আসিয়া মুখ চোখ লাল করিয়া তারস্বরে কহিল—

"যেমন তোমার কাণ্ড, এদিকে তো জাত যাবার দাখিল, তার উপর নেও—এখন পুলিস-ঘর কর।"

সহসা বজ্রপাতে লোকে যেমন হতভম্ব হইয়া নিস্পন্দ হইয়া যায়, চক্রবর্ত্তীর শেষ কথাটুকুতে সেই উদ্দাম কোলাহলও তেমনি করিয়া নিস্পন্দ হইয়া থামিয়া গেল—সকলেরই মুখ আশঙ্কায় শুকাইয়া গিয়া বুক টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। মাতব্বরের দল—পুলিশ আসিয়া পড়িয়াছে অনুমান করিয়া—ভয়ে ও উদ্বেগে গলদঘর্ম্ম হইয়া ঘন ঘন শঙ্কিত চকিত দৃষ্টিতে পথের পানে চাহিতে লাগিল। কাহারও হুঁকার উপরে সদ্য-প্রস্তুত তাজা কলিকাটা আপনিই পুড়িয়া যাইতে লাগিল টানিবার কথাও মনে আসিল না,—কাহারও বা হাত কাঁপিতে কাঁপিতে হুঁকা খসিয়া পড়িয়া আগুন ছড়াইল—জলে ভিজিয়া গেল—সে দিকে ভ্রুক্ষেপ রহিল না। আবার কেউ বা শুধু হুঁকাটা মুখে লাগাইয়াই চড়কের সঙের মত কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অথচ ব্যাপারটা যে কি ঘটিয়াছে—তাহা চক্রবর্ত্তীকে জিজ্ঞাসা করিবার সাহস

ও শক্তি কাহারও জোগাইল না, সকলেই মনে মনে সেখান হইতে নিঃশব্দে সরিয়া পড়িবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল।

দেখিয়া, নিধিরাম আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, দুই হাতে ভিড় ঠেলিয়া চক্রবর্ত্তীর সুমুখে আসিয়া বিরক্তিভরে কহিল—

"বলি ব্যাপারটা হয়েছে কি তাই বল না, গেলে এক কাঁধে নিয়ে এলে তো পুলিশের খবর, কেন—খুন করিছি না ডাকাতি করেছি, পুলিশের কি তোয়াক্কা এখানে ?"

"খুনে-ডাকাতের সঙ্গে কুটুম্বিতে করতে গেলেই পুলিশের তোয়াক্কা রাখতে হয় বাপু!"

বলিয়া কর্কশ কণ্ঠে নিধিরামের কথার জবাব করিয়া চক্রবর্ত্তী, সমাগত সকলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—

"শুনেছ তো সকলে যে—শ্রীপতি রায় কতবড় লেঠেল, কলকাতার দশ বিশটা গুণ্ডোর দলের ওস্তাদ! নন্দবাবু গিয়েছিলেন তার সঙ্গে কুটুম্বিতে করতে—এখন সামলান্ ঠেলা! আরে লেঠেল-গুণ্ডো কি কখনো ভালমানুষ—ভদ্দরলোক হয় ?"

"ভনিতে রাখ দা'ঠাকুর কি বলতে এয়েছ বল, ভদ্দরলোকের নামে অমন যা-তা ছোট কথা মুখে এনোনি বলছি।"

বলিয়া নিধিসর্দ্দার ধম্‌কাইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। কিন্তু চক্রবর্ত্তী কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া জোর গলায় বলিয়া গেল—

"ভদ্দরলোক তার কোন পুরুষে নয়, যার চাল-চুলোর ঠিকানা নেই সে হয় ভদ্দর? না হয় লেখাপড়াই শিখেছে! কলকাতার অমন ধোপা-নাপিতেও পাশ করে ডাক্তার হয়—তাতে তার স্বভাব

যাবে কোথা? জানি আমি গোড়া থেকেই যে শেষে এই নিয়ে একটা মহামারী না হয়ে যাবে না—তা মরণকালে বিপরীত বুদ্ধি কি না—শুনলে কি আমার কথা? এখন গাঁ শুদ্ধ সবাইকে না টানাটানি পড়ে, পুলিশ ঘর ছুটোছুটি করতে হয় তো—"

একটা অস্ফুট আতঙ্কের কোলাহলে চক্রবর্ত্তীর কথার শেষটুকু চাপা পড়িয়া গেল। সকলেই অকারণে নন্দ চৌধুরীকেই একমাত্র দোষী সাব্যস্ত করিয়া উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। রাগে নিধিরামের সর্ব্বাঙ্গ গস্ গস্ করিতে লাগিল, রুক্ষস্বরে কি বলিতে যাইতেছিল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া চক্রবর্ত্তী পুনরায় আরম্ভ করিল—

"শ্রীপতি রায় স্বদেশী দলের পাণ্ডা, আজ সকালে পুলিশ গেরেপ্তার করে চালান দিয়েছে, কলকাতার বাসায় খানাতল্লাসী পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। সে বাসা থেকে আরো একজন নাকি ধরা পড়েছে। ইষ্টিসানে একেবারে হৈ হৈ কাণ্ড, সকলকার মুখেই ওই কথা। ইনিস্‌পেকটার বাবুর সঙ্গে দেখা হতেই বল্লেন—তোমাদের নন্দবাবুর বরাত জোর যে—অমন খুনে-ডাকাত জামাই হয়নি। শুধু তাই নয়—ওরা সব নাকি রাজ বিদ্রোহীর দল। তাইতো ভাবি যে—বিয়েতে এত টাকা দিচ্ছে কোথা থেকে? গোকুলবাবুর জামাইয়ের সঙ্গে এত ভাব তবু সে বেচারা এতদিন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি—এমনি ধড়িবাজ! তা যান এখন পুলিপোলাও।"

বাটীর ভিতরেও কোলাহলের সীমা ছিল না। কিন্তু চক্রবর্ত্তীর শেষ কথা থামিতে না থামিতে সহসা উচ্চ ক্রন্দনের রোলে সে কোলাহল চাপা পড়িয়া গেক। নিধিরামও চক্রবর্ত্তীর কথা শুনিয়া

স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু রোদনের রোল উঠিতেই সে চঞ্চল হইয়া ছুটিল।

অন্তঃপুরের প্রাঙ্গনে কুসুমের মাতা—মেয়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া—সুর করিয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছিলেন। প্রতিবেশিনীগণ তাঁহাদের চারিদিকে ঘিরিয়া—কুসুমের বরাতকে নানা প্রকারে ধিক্কার দিতে দিতে—তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া—করুণার উৎস বহাইয়া দিবার সূচনা করিতেছিল। শৈলর মাতা আতঙ্কে শুষ্ক মুখে মেয়েকে একান্তে ডাকিয়া কি বলিতেই সে দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিল—

"তুমি থাম মা—তোমাদের চেয়ে আমি তাঁকে চিনি ভাল। কিসের জন্য ভয় করতে যাব, এমন কি ঘটেছে যে সবাই মিলে চারদিক থেকে একেবারে এমনতর হৈ চৈ বাধিয়ে তুলেছে?"

"আর বাকীটাই বা কি রইলো বাছা?"

বলিতে বলিতে চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী আসিয়া হাত নাড়িয়া জবাব করিল—

"খুন-ডাকাতী করে পুলিপোলাও চল্লো—এখন পুলিশ এসে বাড়ী আগ্‌লে বসুক।"

"আসুক পুলিশ—তখন যা জবাব দিতে হয় আমি দেব। সে কথা নিয়ে তো তোমাদের সকলের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।"

"কি ডাকাবুকো মেয়ে গো—একটু ভয় ডর নেই?"

বলিয়া চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী গালে হাত দিল; শৈল রুক্ষ স্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিল—

"কেন ভয়-ডর থাকবে—পুলিশ অমনি এলেই হ'ল কি না? ঠাকুরপো—কার ঘরে ডাকাতি করে টাকা এনে দেছে যে আমরা তোমাদের চোখরাঙানি দেখে ভয়ে মুস্ড়ে যাব?"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই নিধিরাম ভিতরবাটীতে ঢুকিয়া শৈলর কথা শুনিয়াই দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

"সেই কথাই বলত মা, সবাই মিলে যে একেবারে—"

"তাল পাকিয়ে হৈ হৈ করে উঠছে কিসের জন্যে? আমি জোর গলায় সকলকে শুনিয়ে বল্‌ছি—এ সব টাকা ঠাকুরপোর, কিন্তু সে নির্দ্দোষী বেচারা এর বাষ্পবিন্দুও জানে না। কোথা থেকে কেমন করে যে তারই টাকা আমরা জোগাড় করে এনে দিছি—সে কথা যখন বল্‌বার দরকার হবে—হাকিমের সুমুখে বলবো, তা নিয়ে সে নির্দ্দোষী বেচারাকে ডাকাত বলে যে বদনাম দেবে, তার ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।"

"কিন্তু এই যে পুলিশে গেরেপ্তার করে চালান দিলে—"

বলিয়া, চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী প্রতিবাদ করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, শৈল তাড়াতাড়ি তেমনি গর্জ্জিয়া পুনরায় দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

"এ নিশ্চয়ই কোন শত্তুরের কারসাজি। শুধু আমরা কেন—কল্‌কাতার বড় হাঁসপাতালের বড় বড় সাহেব-সুবোরা অবধি শ্রীপতি বাবুকে ভালরকম চেনে, নিজেদের গাড়ীতে করে সঙ্গে নিয়ে বেড়ায়। সে যদি রাজবিদ্রোহী ডাকাত হ'ত, তাহলে এতকাল পুলিশ চালান দিতে বাকী রাখতো না। এ নিশ্চয় কোন দুষমনের সয়তানি!"

সেই মুহূর্ত্তে চক্রবর্ত্তীও নন্দবাবুর হাত ধরিয়া লইয়া ধীরে ধীরে

অন্তঃপুরে ঢুকিয়াই শৈলের কথা শুনিয়া একটুখানি থম্‌কিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল, তারপরে একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া একটুখানি ঢোক গিলিয়া বলিল—

"তা থাক্‌গে এখন সে কথা—তা নিয়ে আমাদের এখন গোলমাল করবার দরকার নেই। বিয়ে তো হয়ে যায়নি—তার সঙ্গে আমাদের আর সম্পর্কই বা কি? পুলিশ আমাদের কি করবে? তার যা হয় তা এরপর সবাই জানতে পারবে—সে কথা ছেড়ে দেও, এখন এদিককার কি হবে সেই কথা বল?"

শৈলর কথার তোড়ে অন্তঃপুরের সমস্ত কোলাহল থামিয়া গিয়াছিল। কুসুমের মাতাও গলা থামাইয়া নীরবে মাঝে মাঝে চোখ মুছিতে মুছিতে উৎকর্ণ হইয়া তাহার প্রত্যেক কথাটি শুনিতেছিলেন। প্রতিবেশিনীরা সকলেই স্তব্ধ হইয়া তাহার মুখের পানে এক দৃষ্টে চাহিয়াছিল। তেমনি সময়ে চক্রবর্ত্তীর কথায়, পুলিশের ভয় নাই বুঝিয়া, সকলেই আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার প্রশ্নের মীমাংসা করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

চারিদিকে আবার কল্পনা-জল্পনা ফিস্‌ফাস্ আরম্ভ হইল। শৈল চক্রবর্ত্তীর কথার কোন জবাব না করিয়া চুপ করিয়া সকলের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিল। যখন দেখিল যে, সে দিকে প্রায় সকলেই একমত হইয়া অন্য পাত্রের সঙ্গে সেই তারিখেই কুসুমের বিবাহ দিবার মন্তব্য স্থির করিবার উপক্রম করিতেছে, তখন তাহাদিগকে সে অবসর না দিয়াই তাড়াতাড়ি চক্রবর্ত্তীর পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"আবার কিসের কথা জিজ্ঞাসা করছো দাদা?"

"এই কুসুমীর বিয়ের, বিয়ে তো আর এ তারিখে বন্ধ রাখতে পারা যাবে না।"

"কেন—কিসের জন্য যাবে না? বর কোথায় যে বিয়ে দেবে?"

"বরের ভাবনা কি? বল না এখুনি লাখপতি-বর এনে আজই গায়ে হলুদ চুকিয়ে দিচ্ছি।"

সকলেই উৎসুকভাবে চক্রবর্ত্তীর পানে চাহিল। কিন্তু শৈল আশ্চর্য্যভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

"সে কি রকম কথা—কি রকম ব্যবহার হবে?"

"কেন—অন্যায়টা হবে কিসের?"

বলিয়া এবার চক্রবর্ত্তী কণ্ঠস্বর দৃঢ় করিয়া জবাব করিল—

"খুনে-ডাকাত না হোক্, আর তো সেখানে বিয়ে দেওয়া চল্‌বে না। কতদিনে যে সে খোলসা হয়ে আসবে তার তো ঠিক নেই। এদিকে সকল যখন প্রস্তুত—কায এতদূর এগিয়ে এয়েছে—তখন এ তারিখে বিয়ে না দিলে কি রকম ঘোঁট হবে ভাব দেখি, তখন আর এ বাড়ীতে পাত পাড়বে কে?"

বাধা দিয়া শৈলবালা তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করিল—

"কেন কিসের ঘোঁট? গায়ে হলুদ তো হয়ে যায়নি? তা হয়েও যে—"

"মেয়ের বয়সও তো কম হয়নি? এখনো যে গ্রামে গোলমাল বাধেনি তাই এদের গুরুবল! তার উপর এত কাণ্ডের পরেও যদি এ তারিখ চলে যায়—তখন কার মুখে হাত চাপা দিয়ে রাখবে দিদি? অনেকের গায়েহলুদের পরেও সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায় সত্য—কিন্তু সে তারিখ তো ফস্‌কায় না—যার সঙ্গে হোক্ বিয়ে তো দিতে হয়?"

"আপনারও কি এই মত কাকাবাবু ?"

শৈলবালা চক্রবর্ত্তীর কথার জবাব না করিয়া—নন্দবাবুর পানে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল। তিনি এতক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন শৈলবালার প্রশ্নে কম্পিতকণ্ঠে কাঁদো-কাঁদো হইয়া বলিলেন—

"আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করোনা মা, গলা বাড়িয়ে আছি, সবাইকে একসঙ্গে মিলে জোরে টিপে ধরতে বল—পরিত্রাণ পাই।"

"অত ভয় পেয়ে ভেঙ্গে পড়ছেন কেন কাকাবাবু ?"

বলিয়া, শৈল ভরসা দিয়া কহিল—

"তুফানে হাল আরো শক্ত করে ধরুন, কোন ভয় নেই—নির্দ্দোষীর সহায় ভগবান! সেখান থেকে সমস্ত খবর না আসা পর্য্যন্ত কিসের জন্য কাতর হচ্ছেন ? আমি আপনাকে শপথ করে বলতে পারি—কোন শত্রুপক্ষের কারসাজি আছে। সত্য প্রকাশ হতে বেশী দেরী হবে না, ততদিন অন্ততঃ অপেক্ষা করতে হবে !"

"মা মা—তুমি শুধু গোকুলের মেয়ে নও—আমারও জগদ্ধাত্রী রূপিনী রক্ষাকর্ত্রী জননী ভবানী! তোমরা দুজনেই এ ভার নিয়েছ—তোমাদের কায তোমরাই সম্পন্ন কর; আমি যে তোমাদের দীনহীন—নাচার সন্তান মা—আমি আর এতে কি বল্‌বো ?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া নন্দবাবু থামিতে না থামিতে চক্রবর্ত্তী এবার তাঁহার উপর গরম হইয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—

"কেন তুমি কচি খোকা নাকি, মেয়ের বিয়ে দিতে বসেছ আর ভালমন্দ বুঝতে পার না ? এ তারিখে বে না দিলে তখন যে আরো নাচার হতে হবে !"

একাদশ পরিচ্ছেদ

নিধি সর্দ্দার আর থাকিতে পারিল না, তাহার উপরে গলা চড়াইয়া উত্তপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—

"কেন তার আবার লাচার কি? বড় মা-লক্ষ্মীর বিচারের উপর কথা কও—তোমার এত মাথাব্যথা পড়েছে কেন বলত ঠাকুর?"

চক্রবর্ত্তী মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত হইয়া এই বৃদ্ধের পানে একদৃষ্টে কট্‌মট করিয়া চাহিয়া সমান ওজনে গলা তুলিয়া প্রত্যুত্তর করিল—

"আমার মাথাব্যথা যজমান বলে। যদি এ তারিখ বয়ে যায়—আর দশদিনের ভিতরেও খবর না আসে?"

"বিবাহ বন্ধ থাক্‌বে।"

গম্ভীর অবিচলিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে শেষ রায় দিয়া—বিচারপতির মতই—শৈলবালা এমন ভাবে গ্রীবাভঙ্গি করিয়া চাহিল যে, সহসা তাহার প্রতিবাদ করিবার সাহস এবং শক্তি স্বয়ং চক্রবর্ত্তীরও রহিল না। একটুখানি থতমত খাইয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"এই নিয়ে যদি ঘোঁট বাধে—গাঁয়ের কেউ না আসতে চায়?"

"বাধুক ঘোঁট, সবাই যদি অকারণে—বিনা দোষে কাকাবাবুর সঙ্গে তেমন ছোটলোক—ইতরের ব্যবহার করে তাহলে আমরাও জেলাময় ঢেঁড়া দিয়ে—যত রাজ্যের কাঙ্গাল-ভিখারীকে আহ্বান করে নিয়ে এসে পেটভরে খাইয়ে দিয়ে ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করবো, আর তাহলে বুঝবো—কেউ না কেউ ঘরের ঢেঁকী কুমীর হয়েই এই ফাঁদ সেধেছে।"

বলিয়া শৈল চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার কথায় সকলেই হঠাৎ এমন ভাবে স্তব্ধ হইয়া চুপ করিয়া গেল যে সে মুহূর্ত্তে সূচি

পতনের শব্দটি অবধি শোনা যাইত। চক্রবর্ত্তীর অধর ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিলমাত্র, কি বলিতে গিয়াও পারিল না। সেই মুহূর্ত্তে বাহির বাটীতে আবার কোলাহল উঠিল, কে একজন হাঁকিল—

"চৌধুরী মশাই—চৌধুরী মশাই বাইরে আসুন—চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আছেন ?"

স্বর শুনিবামাত্র চক্রবর্ত্তী সহসা একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিয়া কহিল—

"মঙ্গলঘট পায়ে ঠেল' না নন্দ—তাঁরা এসে উপস্থিত হয়েছেন, এখনো তোমার ভালোর জন্য বল্‌ছি—শীগ্গির স্থির কর।"

কিন্তু নন্দবাবু জবাব দিতে না দিতে এবার শৈল ঝঙ্কার দিয়া তিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

"আবার অস্থির কিসের, সইয়ের আমার সম্বন্ধ তো স্থির হয়েই আছে—তবে বিয়ে এখন বন্ধ !"

চক্রবর্ত্তী আর রাগ সামলাইতে পারিল না—চীৎকার করিয়া শাসাইয়া উঠিল—

"তাহলে নন্দ মনে রেখো—এ গাঁয়ে তোমায় বাস করতে হবে না কি ?"

"তাড়ায় কে দেখিতো ?"

বলিয়া এবার নিধিরাম হুঙ্কার দিয়া লাঠি ঠুকিয়া বুক ফুলাইয়া সামনে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তের ভিতরে আবার হৈ হৈ বাধিয়া উঠিল। সেই গোলমালের ভিতরে ক্রোধে সিংহের মত গর্জ্জিয়া—

"আচ্ছা দেখা যাবে—"

বলিয়াই চক্রবর্ত্তী দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সপ্তাহ খানেক পরে জগৎবাবুর উকীল শশীবাবু আদালত হইতে ফিরিয়াই সর্ব্বাগ্রে ঘোষালকে ডাকিয়া আক্ষেপ করিয়া কহিলেন—

"বড় দুঃখের কথা ঘোষাল যে জগৎবাবু এ সুসংবাদটা জেনে যেতে পারলেন না—শ্রীপতি খালাস পেয়েছে।"

মানবজীবনে এমন এক একটা মুহূর্ত্ত আসে যখন কোন একটা ক্ষুদ্র ঘটনায়—একটা সামান্য সূত্র উপলক্ষ্য করিয়া—তাহার জীবনের গতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ঘোষালেরও তেমনি—সেই দিন হইতে—বৃদ্ধ জগৎসিংহের সংস্পর্শে আসিয়া সমস্ত জীবন-স্রোত একেবারে বিপরীত পথে চলিয়া গিয়াছিল। জগৎবাবুর ভিতরে এমন একটু শক্তি ছিল যে তাহার আকর্ষণে সে যে শুধু তাঁহার অকপট—অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মত—আপনার জন হইয়া গিয়াছিল এমন নয়, সেই শক্তির সংঘর্ষে—কয়লার ময়লা পুড়িয়া—ঘোষাল একেবারে খাঁটি মানুষ হইয়া গিয়াছিল।

পরের ভিতরে আপনাকে ডুবাইয়া দিবার আস্বাদ মানুষ যখন একবার পায় সেই শুভ—পুণ্য মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত ক্ষুদ্রত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়া, যে উদারতা এবং মহত্ত্বের প্রতিভাত হইয়া উঠে তার বাড়া দেবত্ব বুঝি স্বর্গেও নাই। ঘোষালও জগৎবাবুর সংস্পর্শে সেই দেবত্ব লাভ করিয়া—নিজের সমস্ত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া—এমন

ভাবে পরের ভিতরে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছিল যে, আর তাহার নিজের সংসারের কোন চিন্তাই মুহূর্ত্তের জন্যও মনে উদয় হইত না। তখন হইতে সে ঘরবাড়ী ভুলিয়া নিজেও সমস্ত শক্তি তাঁহারই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছিল। যেখানে জগৎবাবুর সংশ্রব সেই-খানেই একা সহস্র মূর্ত্তিতে ঘুরিয়া বেড়াইত শশীবাবুর কথা শুনিয়াই উৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"খালাস পেয়েছে? জয় নারায়ণ!"

বলিয়াই সজল নয়নে, গদগদ ভাবে উপরের দিকে চাহিয়া এমন করিয়া দুই হাত তুলিয়া কপালে ঠেকাইল, যে শশীবাবু মুহূর্ত্ত কাল মুগ্ধভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, তারপরে প্রফুল্লভাবে বলিলেন—

"পাবে না—এ তো জানা কথা, আমি তো তাঁর শেষ সময়েও এ কথা বলে আশ্বাস দিয়েছিলুম, কিন্তু মহাপুরুষ—"

"তখন অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন বলে আর পিছোলেন না।"

বলিয়া তাঁহার কথা পূরণ করিয়া দিয়া, ঘোষাল আর একবার ভক্তি-ভরে মৃতের উদ্দেশে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া ক্ষুব্ধভাবে কহিল—

"খালি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ব্যথাতেই তিনি পৃথিবী ছেড়ে গেলেন। নন্দ চৌধুরীর মেয়েকে নাত-বৌ করবেন বলে সেই যে কবে মুখের কথা একবার বলেছিলেন—সেই কথা শেষ পর্য্যন্ত স্মরণ করে কেবলই আক্ষেপ করে গেলেন যে—সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে পারলুম না ঘোষাল!"

বলিতে বলিতে, ঘোষালের স্বর বাধিয়া চোখ দিয়া জল গড়াইল, কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"কেমন করে কি প্রমাণে খালাস পেলে ?"

"প্রমাণের অভাব ছিল না। গোকুল বাবুর জামাই চারুবাবু এত চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করেছেন যে লোকে সহোদর ভাইয়ের জন্যও তত করতে পারে না। তার উপর তার কালেজের সাহেবেরাও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন—সুতরাং ভুল ধরা পড়তে দেরী হয়নি।"

"কি ভুলে এমন কাণ্ড হল ?"

"নামের ভুল, এতে পুলিশেরও কোন দোষ দেওয়া যায় না। ঠিক ওই শ্যামবাজারেই শ্রীপতি রায় বলে আর একজন কালেজের ছেলেই ছিল আসামী। কালীঘাটে—বরানগরে আরও কোন কোন জায়গায় সে কুস্তীর আখড়া করে ছেলেদের সব নিজের হাতে ধরে লাঠিখেলা—তলোয়ার খেলা শিখিয়ে—অনেকগুলি দল করে নিয়ে গুণ্ডামী করে বেড়াত। পুলিশ অনেক দিন থেকে তার সন্ধানে ছিল কিন্তু—"

শুনিয়া ঘোষাল সহসা মুখের ভাব এমন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া চাহিল যে শশীবাবু কথা শেষ না করিয়াই আশ্চর্য্যভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি—কি—কি হল ?"

"ওঃ !"

বলিয়া—ঝড়ের মত—একটা প্রবল নিশ্বাস ফেলিয়া ঘোষাল জবাব করিল—"

"তাই—তাই ?"

"কি তাই ?"

"আমিও যে তখন ইনিস্পেক্‌টার বাবুর কাছে ঠিক ওই কথাই গল্প করেছিলুম যে—নন্দবাবুর যিনি জামাই হচ্ছেন তিনি খুব লাঠি তলোয়ার খেল্‌তে পারেন। হা ভগবান!"

"তুমি জানলে কেমন করে—দেখেছিলে নাকি?"

"না, শুনেছিলুম! এখন বুঝতে পাচ্ছি সে ওই কথাটা মুখে মুখে প্রচার করে দেবার জন্যই সেদিন ছুলু অত আত্মীয়তা দেখিয়ে ওই কথাটা শুনিয়ে গিয়েছিল।"

"হ্যাঁ ঠিক তাই, চারদিকেই লোকের মুখে ওই রকম কথা প্রচার হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়—তার উপর আমাদেরও ভুল হয়েছিল চারুর হাত করে নন্দবাবুকে টাকা দেওয়া। তাইতেই সন্দেহ আরো প্রবল হয়। সুতরাং পুলিশের এতে কোন দোষ নেই; খালি শত্রুপক্ষের কারসাজি। যাক এখন ভগবানের দয়ায় যে সত্য প্রকাশ হয়ে সে নির্দ্দোষী বেচারা খালাস পেয়েছে এই মঙ্গল। এখন—"

বাধা দিয়া ঘোষাল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—

"চল্লুম আমি শ্যামপুরে, সুখবর দিয়ে যাতে শীগ্‌গির বিয়েটা শেষ করিয়ে দিতে পারি, সেই ব্যবস্থা আগে করতে হবে।"

"এ সুখবর এতক্ষণ সেখানে পৌছুতে বাকী নেই; কিন্তু বিয়ে এখন হতে পারে না।"

"নিশ্চয় হতে পারে, সে মহাপুরুষের ইচ্ছা ও আদেশের কাছে কি সংসারের নিয়ম বড় করে তুল্‌তে চান? তাঁর শেষ উইলের কথা মনে ভেবে বলুন দেখি?"

"হ্যাঁ, এ বিবাহ সম্পন্ন করিয়ে তাঁর বিষয় সম্পত্তির উইল অনুযায়ী

ব্যবস্থা করে দিতে পারলে আমাদেরও কর্ত্তব্য পূর্ণ হয় বটে, কিন্তু তাহলেও তো ভাদ্রমাস পড়ে গেল—এখন তো কিছুকাল অপেক্ষা করতেই হবে।"

"কাযেই, তা ভিন্ন যখন উপায় নেই তখন—"

"অপেক্ষা করতে হবে।"

বলিয়া শশীবাবু চিন্তিতভাবে শেষ করিলেন—

"কিন্তু এর ভিতর আর কোন গোলযোগ না উপস্থিত হয় সে জন্যও বিলি ব্যবস্থা করা চাই। শুনলুম স্থরেশবাবু ধর্ম্ম ত্যাগ করেননি ?"

"এঁ্যা—জয় নারায়ণ !"

বলিয়া, ঘোষাল একেবারে আহ্লাদে আটখানা হইয়া অধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

"সত্য কথা ?"

"সত্য কথা, আরো সংবাদ আছে। তিনি ড্যানিল সাহেবের সকল সম্পর্ক ছেদন করে—মোহের ফাঁস ছিঁড়ে চলে গেছেন।"

"কোথায়—কোথায় গেছেন তিনি ?"

"ব্যস্ত হয়োনা—অনেক কথা। তিনি রূপগঞ্জে গিয়ে ড্যানিলকে নগদ পাঁচহাজার টাকা দিয়ে বিয়ের আয়োজন করতে বলেই নিজের কি দরকারে—সপ্তাহখানেকের জন্য কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। যেদিন ফিরে এলেন তখন দেখলেন যে মিরিয়াম—তাদেরই মত—সেইখানকার এক এদেশী খৃষ্টান, কলো সাহেবের ছেলের সঙ্গে গলাগলি ভাব করে খাওয়া দাওয়া কচ্ছে। ড্যানিল আর তার মেমও তাতে প্রশ্রয় দিয়ে যোগ দিয়েছে।"

"এ্যাঁ বলেন কি ?"

বলিয়া ঘোষাল মস্ত হাঁ করিয়া অবাক হইয়া চাহিল। শশীবাবু ঈষৎ হাসিয়া জবাব করিলেন—

"আশ্চর্য্য কিছুই নয়। যাদের ভিতর পুরুষ নারীর মিলনে ধর্ম্মের সংশ্রব নেই, শুধু সাংসারিক বন্ধনের জন্যই বিবাহ, তাদের ভিতর এ ব্যাপার কিছুই আশ্চর্য্য নয়। হিন্দুর পত্নী—সহধর্ম্মিনী কিন্তু তারা তো তা নয়—সংসারসঙ্গিনী মাত্র। সেই জন্যই ডাইভোর্সের আইনও আছে। হিন্দুর দেশে—হিন্দুর ঘরে জন্মে—হিন্দুর সংস্কার বুকে নিয়ে—তাদের সঙ্গে মিশতে গেলে থাপ্ খাবে কেন? আমরা দেখবো নারীর মনের সৌন্দর্য্য—ধর্ম্মের গতি, তারা শুধু দেখবে নারীর দেহের সৌন্দর্য্য—আকর্ষণী শক্তি।"

"তারপরে কি হ'ল ?"

বলিয়া ঘোষাল আগ্রহভরে অধীর হইয়া উঠিল, শশীবাবু আবার হাসিয়া বলিলেন—

"যা হয়ে থাকে। মানুষের হৃদয়ে অনুরাগ জন্মাতে যতক্ষণ বিরাগ জন্মাতেও তার বেশী সময় লাগে না। তার পরেই সুরেশবাবুর সঙ্গে দু এক কথায় বচসা হতে সাহেব তাঁকে স্পষ্টাক্ষরে শুনিয়ে বল্লেন—

"এ তো বাপু তোমার সঙ্কীর্ণচেতা হিন্দুর ঘর নয়—এ উদার সমাজের রীতি। আগে বিলাত গিয়ে উদারতা শিখে এস, তখন সাহেব লোকের মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার উপযুক্ত হবে, এখন— বিদায় হতে পারে।"

"উঃ, কি বিশ্বাসঘাতক—বেইমান!"

বলিয়া, ঘোষাল দু'চোখ কপালে তুলিয়া গালে হাত দিল। শশী বাবু দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

"কিছুমাত্র নয়। ওই রূপসী মেয়েটীকে উপলক্ষও করে ড্যানিল সাহেব বড়মানুষ হবার চেষ্টায় ছিল। তার ফলে পাঁচ হাজার হাতিয়ে নিয়ে যখন দেখলে যে সুরেশবাবুর ভবিষ্যৎ তেমন উজ্জ্বল নয়—তখন অন্যত্র সে চেষ্টা করবে না? এ তো হিন্দুর ঘরের কন্যাদানে ধর্ম্মার্জ্জন করা নয়—এ যে তাদের ব্যবসা, যেখানে যেমন সুবিধা পাবে—"

"চুলোয় যাক্—মরুক গে। এখন সুরেশবাবুর কথা বলুন—কোথায় তিনি?"

"কাশীতে। সেই ঘটনায় তাঁর মনে এমন বিরাগ উপস্থিত হয়, যে তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে বেরিয়ে ভয়ানক অনুতাপে পুড়তে পুড়্তে—বোধ করি মনে মনে কোন রকম প্রায়শ্চিত্ত করবার উদ্দেশ্যেই একেবারে কাশী চলে যান। সঙ্গে তখনো তাঁর টাকা ছিল ড্যানিলকে পাঁচ হাজারের বেশী তো দেন নি—সুতরাং অভাবের আশঙ্কা ছিল না।"

"তা হলে তেমন ভাবনার কারণ নেই?"

বলিয়া ঘোষাল একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। শশীবাবু একটু অন্যমনস্ক ভাবে জবাব করিলেন—

"না, কিন্তু—"

বলিয়া, একটুখানি ভাবিয়া আরম্ভ করিলেন—

"এখন ঠিক কি অবস্থায় আছেন বলতে পারলুম না। শুনলুম সেখানে ভয়ানক বসন্ত রোগে একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে উপস্থিত হয়ে

ছিলেন। সেই সময়ে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সেবকেরা তাঁদের আশ্রমে নিয়ে গিয়ে প্রাণপাত চেষ্টা ও সুশ্রূষা করে তাঁর প্রাণদান করেছিলেন।”

ঘোষাল ছলছল চোখে গদগদ ভাবে বলিয়া উঠিল—

“ভগবান তাঁদের সহায় হোন—দেবতার দূত তাঁরা—দেশের কাযে জীবন উৎসর্গ করে পৃথিবীর অশেষ মঙ্গল করছেন।”

“হাজার বার, তাঁদের মহত্ত্ব মুখে বলে শেষ করা যায়না। সুরেশ বাবু যখন সে মহাপুরুষদের আশ্রয় পেয়েছেন তখন আর চিন্তার কারণ নেই, কিন্তু—”

“আবার কিন্তু কি ?”

বলিয়া ঘোষাল উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। শশীবাবু এবার গম্ভীর স্বরে বলিলেন—

“ভগবান যে কি উদ্দেশ্যে—কোন পথে কাকে চালিত করে কি কার্য্য সাধন করেন তা কিছু বোঝবার যো নেই। আরাম হয়ে উঠে সুরেশবাবু এক ভয়ানক দুঃসাহসিকতার কায করে—এক খুব বড় দরের সাহেবের মেয়েকে রক্ষা করে—আবার নিজে মাথায় আহত হয়ে পড়েছেন।”

ঘোষালের মুখ সহসা আশঙ্কায় মলিন হইয়া গেল আকুল ভাবে শশীবাবুর পানে নীরবে চাহিয়া রহিল। তিনি বলিয়া গেলেন—

“সেই সাহেবের মেয়ে একলা টম্‌টম্‌ হাঁকিয়ে যাচ্ছিলেন, ঘোড়াটা হঠাৎ কি দেখে ভয় পেয়ে একেবারে ক্ষেপে উঠে এমন দুর্দ্দাম হয়ে গাড়ী নিয়ে ছুটেছিল যে—সহিস ঠিক্‌রে পড়ে গিয়ে যখম হয়েছিল, রাস্তায় তখন বেশী লোক ছিল না—তাই রক্ষা। যারা ছিল তারা

প্রাণের ভয়ে হৈহৈ করে চারিদিকে ছুটে পালাচ্ছিল—মেয়েটির জীবনের কোন আশা ছিল না। ঠিক সেই সময়ে সুরেশবাবু বেড়াতে বেড়াতে সেইখানে গিয়ে পড়েছিলেন। সেই ব্যাপার দেখে তিনি নিজের প্রাণ উপেক্ষা করে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে ঘোড়ার মুখ ধরে অতিকষ্টে থামিয়ে মেয়েটিকে রক্ষা করেন। কিন্তু তখনও তিনি শরীরে ভাল রকম জোর পান নি—মেয়েটিকে রক্ষা করলেন বটে, কিন্তু নিজে সামলাতে পারলেন না—সজোরে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়্লেন। তারপর সেবাশ্রমের লোকেরা খবর পেয়ে আবার তাঁকে আশ্রমে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা ও সুশ্রূষা করেন। সাহেবদের ভিতরেও যে ভাল লোক নেই তা নয়,—তাঁরা সপরিবারে প্রত্যহ তাঁকে সেইখানে দেখতে গিয়ে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করে দিতেন, এখন শুনছি যে তিনি সেরে উঠেছেন—আশঙ্কা আর নেই, তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠ্তে এখনো সময় লাগবে।"

তবে কাশীতেই যাই ?"

"এখন না, সেই আশ্রমেরই যাঁর মুখে এসব কথা শুনলুম তিনিই বল্লেন যে—এখনো আর কিছুদিন পর্য্যন্ত যাতে তাঁর মস্তিষ্কের কোন রকম উত্তেজনা না হয়—সেই ভাবে সাবধানে রাখবার জন্য ডাক্তার উপদেশ দিয়েছে। আমদের যাবার আবশ্যক হবে না। শুনলুম সেই সাহেব সুরেশবাবুকে এমন স্নেহের চোখে দেখেছেন যে আরাম হয়ে উঠ্লে তাঁর ভবিষ্যতের জন্য আর কারো কোন চিন্তা করতে হবে না।"

"তিনি আরাম হয়ে—সাহেবের দয়ায় হাকিম হয়ে দেশে ফিরে আসুন—আর আমি কোন প্রার্থনা করি না।"

"তা হলে—এ দিকে যে আবার কি এক ভয়ানক হাঙ্গামা বেধে উঠ্‌বে—বুঝতে পারছো ঘোষাল? তিনি যখন ধর্ম্মত্যাগ করেন নি—"

"তখন—জগৎবাবুর বংশ লোপ হবে না—নাম উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে, তাতে—আর যা ঘটে ঘটুক—আমি ভ্রূক্ষেপ করি না, ভগবান—সেই দিন যেন দেখে যেতে পারি?"

উৎসাহভরে, দৃঢ়কণ্ঠে জবাব করিয়া ঘোষাল আবার দুইহাত তুলিয়া ললাট স্পর্শ করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অগ্রহায়ণে নবান্নের উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে আবার কুসুমের বিবাহ-উৎসবে শ্যামপুর যখন মুখরিত হইয়া উঠিল, তেমনি দিনে শৈলবালা শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়া হর্ষভরে ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তীকে কহিল—

"দেখলে তো চক্কোত্তি দাদা তখন যে অত গরম হয়ে শাসিয়েছিলে, এখন কি হ'ত বল দেখি? আমি তখনই বুঝেছিলুম যে ভিতরে ভিতরে কোন শত্রুপক্ষের কারসাজি আছে, তাই তো সকলের অমতে জোর করে বিয়ে বন্ধ রাখিয়েছিলুম।"

চক্রবর্ত্তী লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া অনুতপ্ত ভাবে কহিল—

"আর সে কথা তুলে আমাকে লজ্জা দিস্‌নে দিদি, মনে হ'লে এখনো ডুবে মরতে ইচ্ছা হয়। উদোমাদা মানুষ অতশত কি করে বুঝবো ভাই? গাঁয়ের দশজনে যেমন নাচিয়েছিল—"

"তা জানি দাদা,—"

বলিয়া বাধা দিয়া শৈলবালা বলিল—

"তুমি ভাল ভেবেই অবশ্য সে চেষ্টা করতে গিয়েছিলে, সইয়ের আমার বয়সও তো কম হয়নি?"

বলিয়া আড়চোখে চাহিয়া মৃদু হাসিল। চক্রবর্ত্তী জোর গলায় সে কথা চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল—

"কিসের বয়স? ওর চেয়ে ঢের ঢের বয়সের সাত গণ্ডা মেয়ের বিয়ে দিইয়ে চুল পাকালুম, কুসুম দিদি তো সে দিনকার দুধের বাচ্ছা।

তাই তো জোর গলায় সে কথা বলে গাঁয়ের সকলকার মুখ বন্ধ করে দিছি। এখন আরো দুবচ্ছর রাখনা—কে এক কথা বলতে পারে দেখি তো ?”

শৈলবালা মুখ ফিরাইয়া একটু আড়ে হাসিল। কিন্তু নন্দবাবু আসিয়া ম্লান হাসিয়া জবাব করিলেন—

“আর অমন কথা বলো না খুড়ো, এখন এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি থাক্‌তে থাক্‌তে পরশু তারিখেই দু'হাত এক করে দিতে পারি।”

“তা আর বল্‌তে ? যে উপকারটা আমার করেছ বাবা তার ঋণ কি এ জন্মে শোধ যাবে ?”

“ছিঃ ছিঃ—অমন কথা আর মুখে এনো না খুড়ো।”

বলিয়া নন্দবাবু অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া চক্রবর্ত্তী দৃঢ় স্বরে বলিয়া উঠিল—

“হাজার বার বলবো। গাঁয়ে তো আমার আরো ঢের বড় বড় যজমান রয়েছে, তা কই—কোন ব্যাটা ক'বার উঁকি মেরে দেখতে গিয়েছিল ? ডাক্তার-কবরেজ অবধি ভয়ে বাড়ীর ধারে ঘেঁসে নি। ভাগ্যে তোমরা গুষ্টিশুদ্ধ সবাই গিয়ে পড়ে দিনকে দিন রাতকে রাত জ্ঞান না করে অমন সেবা-যত্ন করেছিলে তাই তো মা ওলাবিবি এ যাত্রা আমায় রেহাই দিয়ে গেছেন।”

বলিতে বলিতে সভয়ে দুই হাত যোড় করিয়া একবার তাড়াতাড়ি কপালে ঠেকাইয়া পুনরায় কহিল—

“আর ভাগ্যে শ্রীপতি বাবুর সঙ্গে কুসুমের সম্বন্ধ ঠিক ছিল, তাই তো তোমার জরুরী তার পেয়ে গোকুলের জামাইয়ের সঙ্গে সে বেচারা

হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এসে পড়ে চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত যমে-মানুষে টানাটানি করে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল! নইলে—এক ফোঁটা ওষুধ বিনে যে আমাকে দাঁত ছিরকুটে যেতে হত বাবা। সে কথা কি ভোলবার?"

বাস্তবিকই মাস দুই আগে মহাপূজার নবমীর সন্ধ্যাবেলা হইতেই ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী সহসা বিসূচিকায় আক্রান্ত হইয়া এমন হইয়া পড়িয়াছিল যে, পরদিন তাহারও জীবনের বিজয়ার রাগিনী বাজিয়া উঠিতে দেরী ছিল না। দুর্ল্লভচন্দ্র সপ্তমীর দিন হইতেই দলবল লইয়া জেলায় এক ধনাঢ্যের গৃহে থিয়েটার করিতে চলিয়া গিয়াছিল। ত্রিলোচনের কন্যা রামমণি—নন্দীপুরে বাপের যজমান বাড়ীতে পূজা উপলক্ষে সপ্তাহ খানেক আগে হইতে গিয়া এমন শিকড় গাড়িয়া বসিয়া গিয়াছিল যে কোজাগরী পূর্ণিমার পূর্ব্বে আর তাহার ফিরিবার সম্ভাবনা ছিল না। পাড়াপ্রতিবাসী স্ত্রী পুরুষ সকলেই শ্যামপুরের দুই বাড়ীর পূজায় মাতিয়া সে তিনটা দিন ঘর-দোর ছাড়িয়া প্রায় সেই স্থানেই কাটাইতেছিল, মাঝে মাঝে বাড়ীতে ফিরিলেও কাজ-কর্ম্ম শীঘ্র সারিয়া লইয়া আবার পূজাবাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য এমন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে—বৎসরের পূজার আমোদ ছাড়িয়া চক্রবর্ত্তীর পীড়ার কথায় কাণ দিবার তাহাদের কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। আর ছেলে-পুলেরা তো এ তিন দিন নিজেদের বাড়ী মাড়াইবারই অবকাশ পায় নাই। সুতরাং শ্যামপুরের যে দুই বাড়ীতে পূজা হইয়াছিল সেই দুটি পাড়া ভিন্ন অন্য পাড়াগুলি প্রায় শূন্য পড়িয়া খাঁ খাঁ করিতেছিল। তেমনি দিনে সন্ধ্যার সময়ে পূজা বাড়ী হইতে সমারোহের মধ্যাহ্ন ভোজন সারিয়া চক্রবর্ত্তী অসুস্থতা বোধে তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া যখন একেবারে শয্যা লইতে বাধ্য হইয়া

পড়িল তখন তাহার গৃহিণী পূজাবাড়ী হইতে এক বোঝা মিষ্টান্ন বাঁধিয়া আনিয়া সবেমাত্র সেগুলি গুছাইয়া রাখিতেছিল। পতির অস্বাভাবিক ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কাণে যাইতেই তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিয়াই ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—

"শুয়ে পড়ে অমন চিঁ চিঁ করছো কেন?"

"জল—জল—একটু জল দেও।"

"কেন—মরণ-তেষ্টা হ'য়েছে নাকি, নিজে উঠে গড়িয়ে খেতে পার না," বলিতে বলিতে ব্যাজার হইয়া এক ঘটী জল আনিয়া ঢিপ্ করিয়া কাছে রাখিয়া দিয়াই মধু ছড়াইয়া উপসংহার করিল—

"হবে না, বেশ হয়েছে, নেমন্তন্নের নামে তো আর চোখে কাণে দেখতে পাও না? যেমন কুঁচ্কি-কণ্ঠা ঠেসে ঠেসে পূরেছ, তেমনি খুব হয়েছে, মর এখন ছট্ফট্ করে! আমাকে আর ডাকাডাকি করে ভুগিও না—কর্না করে করে গতোর জল হয়ে গেল। ওই জল রইলো যত সাধ গেলো। বচ্ছরকার শেষ আরতিটা না দেখে আমি এখন তোমার কাছে বসে বসে ঢং দেখতে পারবো না।"

কিন্তু শেষ আরতিটা দেখা আর ঘটিয়া উঠিল না। গৃহিণী রুক্ষ মেজাজে তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা জ্বালিয়া দিয়া বেশ-বিন্যাস সারিয়া লইয়া দ্রুত পদে বাহির হইয়া যাইতেছিল, সহসা একটা বীভৎস শব্দে চম্কাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াই স্তম্ভিত হইয়া গেল। চক্রবর্ত্তী অতি কষ্টে দাবায় আসিয়া খুঁটি ধরিয়া এমন ভাবে উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল যে, দেখিয়াই গৃহিণীর চোখ কপালে উঠিল। শশব্যস্তে কাছে আসিয়া ধরিয়া বসাইয়া মুখের পানে ভাল করিয়া চাহিতেই ভয়ে তাহার আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল, একেবারে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"ওগো আমার কি হলো গো—"

প্রতিবেশী যাহারা ঘরে ফিরিয়াছিল, তাহারা ফিট্‌ফাট হইয়া আরতি দেখিতে বাহির হইতেছিল, সহসা চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীর রোদনের রোল শুনিয়া চমকিত হইলেও কারণ অন্বেষণের জন্য কেহই উৎসুক তো হইলই না, অধিকন্তু পাছে কোন রকম বিপত্তির ভিতর জড়াইয়া পড়িয়া আরতি দর্শনে বাধা পড়িয়া যায়—সেই ভয়ে আরো ব্যস্ত হইয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল। সেই নির্জ্জন পল্লীর স্তব্ধ সন্ধ্যা কম্পিত করিয়া, চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীর আকুল রোদন আকাশ-বাতাসে কেবলই ধ্বনিত হইতে লাগিল—

"কে কোথায় আছ দেখ এসে গো—আমার কি সর্ব্বনাশ হল গো—ও—ও—ও—।"

হারাধনকে সঙ্গে লইয়া নিধিরামও সেই পথে আরতি দেখাইতে যাইতেছিল, সেই চীৎকার শুনিয়া খবর লইবার মানসে সে বাড়ীতে ঢুকিয়াই যাহা দেখিল তাহাতে আরতি দেখা মাথায় উঠিল।

গৃহিণী তাহাকে দেখিয়া, রোদনের মাত্রা আরো চড়াইয়া দিয়া এমন ভাবে ডাক্তার ডাকিয়া দিবার জন্য উপরোধ করিল যে, সে তাহা এড়াইতে পারিল না। কিন্তু ডাক্তার ও কবিরাজের বাড়ীতে ঘুরিয়াও যখন কাহারও সাক্ষাৎ পাইল না, তখন হারাধনকে গৃহে ফিরাইয়া আনিয়া সেই সংবাদ শুনাইয়া শুষ্কমুখে কহিল—

"গাঁয়ে মা ওলাবিবি যখন দেখা দিয়েছেন, তখন আর আরতি দেখতে গিয়ে রাত জাগা ভালো নয়, সকাল সকাল সব সেরে নিয়ে শুয়ে পড়।"

নন্দবাবুর শরীর ভাল ছিল না—কুসুমের বিবাহ ভঙ্গের পর হইতে আবার অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তবুও সকল ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ চক্রবর্ত্তীকে দেখিতে যাইবার জন্য উঠিলেন। কুসুম এবং তাহার মাতাও সঙ্গ ছাড়িল না। তখন হারাধনকে শৈলর কাছে দত্ত বাড়ীতে রাখিয়া—নিধিরামকেও আবার বাধ্য হইয়া তাঁহাদের সঙ্গ লইতে হইল।

চক্রবর্ত্তীর গৃহে গিয়া ব্যাপার দেখিয়াই নন্দ বাবু ডাক্তারের জন্য জেলায় তার করিয়া নিধিরামকে ষ্টেশনে পাঠাইলেন। কিন্তু নিধিরামকে সেখানে গিয়া আর তার করিতে হইল না। পরদিন বিজয়ার দিনে—শৈলর শ্বশুর বাড়ী যাইবার কথা ছিল বলিয়া চারু শ্রীপতিকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে আসিয়া নামিয়াছিল, নিধিরামের মুখে খবর শুনিয়াই তাহার সঙ্গে একেবারে চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। এই আশ্চর্য্য যোগাযোগ দেখিয়া নন্দ বাবু উৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—

"আর ভয় নাই—মা 'দুর্গা মুখ তুলে চেয়েছেন, তুমি অমন আকাশফাটা চীৎকারে গাঁ মাথায় করো না খুড়ি—এঁরা যা বলেন তাই কর।"

সেই দিন হইতে শ্রীপতির চিকিৎসাও ইঁহাদের সেবাসুশ্রূষার গুণে চক্রবর্ত্তী আরাম হইয়া নন্দবাবুর এমন শুভাকাঙ্ক্ষী অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার পত্নী কন্যা অবধি সর্ব্বদা নন্দ বাবুর বাড়ীতে যাতায়াত করিয়া খোঁজ খবর লইতে ক্ষান্ত ছিল না।

চক্রবর্ত্তীর কথা তাড়াতাড়ি চাপা দিবার জন্য নন্দবাবু বিবাহের কথা পাড়িয়া ক্ষুদ্ধ ভাবে বলিলেন—

"সেবারে গোকুল দাদা ছিলেন না কিন্তু বড় গিন্নী একলা বুক দিলে পড়ে সমস্তই করেছিলেন—আমরা অঁাচ পর্য্যন্ত পাইনি। এবারে তিনি শুদ্ধ সেখানে গিয়ে আট্‌কে পড়ে গেলেন—এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য।"

বলিয়া, একটা উত্তপ্ত নিশ্বাস ফেলিলেন। শৈলবালা আশ্বাস দিয়া কহিল—

"তাতে আর হয়েছে কি কাকা বাবু? চক্কোত্তি দাদা যখন সকল ভার নিয়েছেন—"

"নিশ্চয়—নিশ্চয়"

বলিয়া, চক্রবর্ত্তী উৎসাহভরে বাধা দিয়া আশ্বাস দিল—

"তোমার কোন চিন্তা নেই নন্দ, কোন দিকে কিছু দেখতে হবে না। আমার শৈল দিদি যখন আপনি এসে অন্নপূর্ণা হয়ে বসেছেন—তখন আর আমি কিছু গ্রাহ্য করি নি। তুমি খালি নিজের শরীরের দিকে চাও, এখনো ভাল করে শুধ্‌রে উঠ্‌তে পার নি, পাছে এ সময় আবার তুমি পড় সেই ভয়ই আমার বেশী, এ দিকে তোমাকে কিছু দেখতে হবে না।"

"সত্য কাকা বাবু!"

বলিয়া, চক্রবর্ত্তীর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া শৈল অনুযোগ করিয়া বলিল—

"আপনি নিজের শরীরের উপর বড় অমনোযোগী, ঠাকুরপো আমাকে

বারম্বার করে সাবধান করে দেছে যে—আপনাকে যেন একটুও ভাবনা চিন্তা করতে না দিই। কিন্তু তবু আপনি শুনবেন না।”

“আর মা!”

বলিয়া নন্দবাবু উদাসভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—

“এখনো যে বেঁচে আছি সে কেবল তোমাদের অনুগ্রহে, আমার মহাশক্তি-রূপিনী সাক্ষাৎ মা-ভবানী তুমি জোর করে এই অকৃতি ছেলেটাকে কোলে টেনে নিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছ। নইলে মানুষের প্রাণে আর কত ধাক্কা সয় মা, বুক যে একেবারে ফোঁপরা হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে।”

বলিতে বলিতে স্বর গাঢ় হইয়া নন্দ বাবুর দু'চোঁখ ভিজিয়া উঠিল। শৈলবালারও চক্ষু সজল হইয়া আসিতেছিল—তাড়াতাড়ি সামলাইয়া—কণ্ঠস্বর-দৃঢ় করিয়া বলিয়া উঠিল—

“বুকে বল আনুন—ভয় কি! সবাই এসে পড়ে নিজের ভেবে প্রাণ দিয়ে করছে—আপনাকে কোন দিকে কিছু ভাবতে হবে না। আসতে বাকী থালি ঘোষাল দাদার বাড়ীর মেয়েরা। তা নিধু-জ্যাঠাকে তো কাল রাত্রেই পাঠিয়েছি—তারাও এসে পড়লো বলে।”

“এই দেথ-দেখি মা—কি দুর্ভাগ্য আমার।”

বলিয়া শৈলর কথায় কাণ না দিয়া নন্দ বাবু বলিয়া উঠিলেন—

“যে আমার একটু ভালোর চেষ্টায় ফেরে দুর্দ্দৈব কি তাকেও ছেড়ে থাকতে পারে না? নিরীহ বেচারা—কারো ভাল বই কথনো মন্দর চেষ্টা করে না—কে তাকে হঠাৎ এমন করে অন্ধকারে লাঠি মেরে শুইয়ে দিয়ে গেল বল দেখি?”

"সত্য নন্দ, ঘোষাল ভায়ার এমন শত্রু কে হল তাই ভেবে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি। তবু রক্ষে যে বেচারা জেলায় শশীবাবুর হিল্লেতে গিয়ে পড়েছিল—তাই চিকিচ্ছে হচ্ছে আর মাগ ছেলে নিয়ে ছু'বেলা ছু'মুঠো খেয়ে বাঁচছে। তারা আজ গাঁয়ে থাকলে আমার কলজের বল দশ গুণ বাড়তো। বেচারা 'চক্কোত্তি দাদা' বলতে অজ্ঞান হতো—এখান থেকে গিয়ে অবধি আমার ডান হাত ভেঙ্গে গেছে!"

বলিয়া, চক্রবর্ত্তী এমন করিয়া একটা প্রবল আক্ষেপের নিশ্বাস ফেলিয়া নিরাশ ভাবে বসিয়া পড়িল যে নন্দবাবুর হৃদয় তাহার প্রতি সহানুভূতিতে আরো আকৃষ্ট হইয়া গেল। কেবল শৈলবালা একবার মাত্র বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল—

"এও আপনারই সেই শত্রুর দলের কায কাকা বাবু, এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়!"

বলিয়া দৃঢ়কণ্ঠে সায় দিতে দিতে সেই মুহূর্ত্তে নিধিরাম একা ফিরিয়া আসিয়া, মাথার পাগড়ী খুলিতে খুলিতে কহিল—

"সকলেই এ কথা বলছে। তা দাঠাকুর যখন আমাদের সহায় হয়েছেন তখন কার এত বড় বুকের পাটা—আমিও একবার এর পরে দেখে লিব।"

"তা আর বলতে নিধিরাম, আরাম হয়ে উঠুক আগে সে, তখন এর প্রতিকার করে সে ব্যাটাদের না জেলে পূরতে পারি তো আমার নাম ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী নয়।"

বলিয়া, চক্রবর্ত্তী মুখ চোখ লাল করিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

নিধিরাম তাহার পদতলে ঢিপ করিয়া মাথা ঠেকাইয়া দুই হাতে সমস্ত ধূলা মুছিয়া লইয়া মাথায় গায়ে মাখিতে মাখিতে কহিল—

"মুখে তোমার ফুল-চন্দন পড়ুক ঠাকুর, তেনারাত সর্বাই ওই কথা বলেছেন।"

"এখন খবর কি সেখানকার তাই আগে বল জ্যাঠা।"

বলিয়া শৈল তাহাদের উৎসাহে বাধা দিতেই, নিধিরাম জবাব করিল—

"আর ভয় নেই—তিনি অনেক সেরে উঠেছেন। আজ চারদিন আর জ্বর আসে নি। কাল তাঁকে পথ্যি দিয়ে তেনাদের মা-মেয়ে দুজনেই আসবেন। আমি আমার লীলু সাকরেদকে মোতায়েন করে রেখে এসেছি—সেই তেনাদের নিয়ে আসবে।"

"তুমি কিছু ভাবনা করো না নন্দ, নিশ্চিন্ত মনে গট্ হয়ে বসে থাক গে। আমি যখন স্বয়ং এ ভার নিয়ে দাঁড়িয়েছি, তখন কোন কিছু আটক থাকবে না। স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু এলেও—এ বিয়েতে বাগ্ড়া করে কোন বেটা, তাই আমি দেখে নেবো। এই বুড়ো ত্রিলোচনের হাড় কখানাতে এখনো ভেল্‌কী খেলে—ভয় কি তোমার বাবাজি? আজ জাঁকিয়ে গায়ে হলুদ দিয়ে পরশু আমার কুসুম দিদির বিয়ে দেওয়াব—দেওয়াব—দেওয়াব।"

বলিয়া, চক্রবর্ত্তী থামিতে না থামিতে, এবার শৈলবালা পর্য্যন্ত নন্দ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহে প্রফুল্লিত হইয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভরে চক্রবর্ত্তীর পদতলে লুটাইয়া প্রণাম করিয়া ধূলি গ্রহণ করিল।

বাস্তবিকই এবার ত্রিলোচনের মহত্ত্ব দেখিয়া গ্রামের পরছিদ্রান্বেষী

মাতব্বর বৃদ্ধের দলের অবধি মুখবন্ধ হইয়া গিয়াছিল। নন্দ বাবুর কাজ পণ্ড করিবার জন্য দল পাকাইয়া ঘোঁট করা দূরে থাকুক—চক্রবর্ত্তীর চেষ্টায় সকলেই সমবেত হইয়া শুধুই যে আনন্দের হাট বসাইয়া দিয়াছিল, এমন নয়, সাধ্যমত সকল কার্য্যেই সাহায্য করিয়া নন্দ বাবুর বুকের বল শত গুণে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। তেমনি সময়ে আবার যখন বিরাট সমারোহে, নির্ব্বিঘ্নে গায়ে হলুদের তত্ত্ব আসিয়া পৌঁছিয়া গেল, তখন আর লোকের উৎসাহ এবং আনন্দের অবধি রহিল না। ঘন ঘন উলু এবং শঙ্খ-ধ্বনির সঙ্গে রোসনচৌকির মধুর বাদ্যরোল উঠিয়া আকাশ বাতাস ভরাইয়া দিল।

ভিতর বাটীতে গাঁ ভাঙ্গিয়া মেয়ের দল জড় হইয়া বাহির বাটীর চেয়ে শত গুণ বেশী কোলাহলে পুরী মুখরিত করিয়াছিল। গায়ে হলুদের তত্ত্ব দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে অবাক হইয়া কেহ কুসুমের সৌভাগ্যের কথা, কেহ শ্রীপতির মহত্ত্বের কথা, কেহ শৈলর সখিত্বের কথা বলিতে বলিতে শতমুখে ধন্য ধন্য করিয়া কনের গায়ে হলুদ দিবার জন্য অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। চক্রবর্ত্তীকে রন্ধনশালার দিকে ব্যস্ত হইয়া যাইতে দেখিয়াই তাহার গৃহিণী বিরক্ত হইয়া কহিল—

"এখনো কি সময় হয়নি না কি, ওই একরত্তি বাচ্ছা আর কতক্ষণ না খেয়ে শুকিয়ে থাকবে বাপু?"

চক্রবর্ত্তী হাসিমুখে উৎসাহভরে জবাব দিল—

"আর বেশী দেরী নেই—আধ ঘণ্টা পরেই বারবেলা কেটে যাবে, তোমরা সব ঠিকঠাক হয়ে তোয়ের হও, আমি ততক্ষণ কুটুম্ববাড়ীর লোকেদের খাইয়ে দিই।"

"ভ্যালা পাঁজি বাপু তোমাদের, বারবেলা আর কাটতে চায় না, নন্দ আর বৌ-মা অবধি এখনো মুখে জলরত্তি দিতে পারে নি।"

চক্রবর্ত্তী একটু রহস্য করিবার লোভ সামলাইতে পারিল না, চোখ টিপিয়া একটুখানি আড়ে হাসিয়া কহিল—

"তুমি তো দিয়েছ ?"

"পোড়ার দশা আর কি !"

বলিয়া, চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী একটা বিকৃত চোখের ভঙ্গি করিয়া জবাব করিল—

"তোমার মত লোভাত্তে পেয়েছ কি না! আমার নাতনীর বিয়ে আমি আগে ভাগে না খেলে চলবে কেন ?"

"তাতো চলবেই না দিদি, নাতনীর বিয়েতে আগে ভাগে খাবে না তো খাবে কিসে ?"

বলিতে বলিতে, হাসিমুখে শৈল আসিয়াই তাহার পাছায় একতাল হলুদ লেপিয়া দিয়া খিল্ খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী কৃত্রিম কোপে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—

"আ-মর তুই আবার ফোড়ন দিতে ছুটে এলি লা ? কনের গায়ে হলুদ ছোঁয়াবার আগে কি আর কারুর গায়ে দিতে আছে ? তোদের সকল অনাসৃষ্টি !"

"ঠানদির গায়ে আগে ছোঁয়ালেই বারবেলার দোষ কেটে যায়। এখন কোঁদল রাখ—বরণডালার কি বাদ পড়েছে দেখে যাও, সময় হয়ে এয়েছে—আর দেরী নেই।"

আবার ঘন ঘন শঙ্খনাদ ও উলুধ্বনিতে অন্তঃপুর মুখরিত হইয়া

উঠিল। সকলেই কনের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। বাহির বাটীতে আবার নবোদ্যমে রোসনচৌকির সানাই মিলন-গান ধরিল। এবারকার সকলের জমাট উৎসাহ ও আনন্দের হিল্লোলে নন্দবাবুর সকল ভয়-ভাবনা ভাসিয়া গিয়া দেহে যেন নব-জীবনের সঞ্চার হইয়াছিল। লঘুচিত্ত বালকের মত তিনিও উৎসাহে মাতিয়া সকলের আদেশ বহন করিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছিলেন, হাতে ঘড়ি খুলিয়া লইয়া হাসিমুখে আসিয়া চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"আর পাঁচ মিনিট দেরী কর খুড়ি, তাহ'লেই বারবেলাটা কেটে যায়।"

"ভ্যালা তোমাদের বারবেলা বাপু!"

বলিয়া চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী স্নেহভরে কহিলেন—

"তা তুমি অমন শুকিয়ে ডাং হয়ে রয়েছ কেন নন্দ, অসুখ শরীর তোমার—একটু জল-টল খেয়ে ঠাণ্ডা হও না।"

"তোমার আশীর্ব্বাদে আজ আমার সব অসুখ সেরে গেছে খুড়ি, আমার জন্যে কোন চিন্তা নেই।"

বলিতে বলিতে নন্দবাবু চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীর পদতলে মাথা ঠেকাইয়া আনন্দে দুইহাতে ধূলি লইয়া নিজের মস্তকে দিলেন। চক্রবর্ত্তী-গৃহিণী সস্নেহে তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল—

"প্রাতঃবাক্যে বেঁচে থাক বাবা, ভগবান তোমায় নীরোগ করুন, তোমার বাড়-বাড়ন্ত—"

বলিয়া শেষ করিতে না করিতে সহসা বহির্ব্বাটীতে অদ্ভুত ঢোলের বাদ্যে চম্‌কাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ও ঢ্যাপঢেপে ঢেঁড়ার মত বিদিকিচ্ছি ঢোল আন্‌লে কে ?"

নন্দ বাবুর বুকের ভিতর সহসা টিপ টিপ করিয়া উঠিল, আশ্চর্য্য ভাবে চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, আচম্বিতে বহির্ব্বাটীতে হাহাকারের রোল উঠিয়া স্তব্ধ করিয়া দিল। শঙ্কায় নন্দবাবুর মুখখানা নিমিষেই পাণ্ডুর হইয়া সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিল। সেই মুহূর্ত্তে চক্রবর্ত্তী একেবারে পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া মাথায় হাত দিয়া ধপ করিয়া বসিয়া পড়িয়াই বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—

"সর্ব্বনাশ হয়েছে নন্দ, নন্দীপুরের সরকার বাবুরা তোমার বাস্তু নীলামে কিনে, আদালতের পেয়াদা নিয়ে বাঁশগাড়ী করে দখল করতে এয়েছে।"

"এ্যাঁ—এ্যাঁ—"

বলিয়াই একেবারে শবের মত বিকৃত মুখে বাঁশপাতার মত থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে একটুখানি অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়াই নন্দবাবু ধড়াস করিয়া পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

"ওগো—কি সর্ব্বনাশ হল গো—"

বলিতে বলিতে কুসুমের মা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া বুকফাটা আর্ত্তনাদে আকাশ ফাটাইয়া পতির দেহের উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন। যে যেখানে ছিল মুহূর্ত্তে ছুটিয়া আসিয়া চারিদিকে ঘিরিয়া হাহাকারের রোলে পল্লী বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কাশীর রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের একটি কক্ষে সুরেশের শয্যাপ্রান্তে দাঁড়াইয়া স্বামীজি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এখন বেশ ভাল হয়ে সেরে উঠেছ তো বাবা?"

সুরেশ চিৎ হইয়া শুইয়া বুকের উপর দুই হাতে একখানা গীতা খুলিয়া ধরিয়া চোখ বুজিয়া কি ভাবিতেছিল, স্বর শুনিয়াই ধড়মড়িয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতে লইতে জবাব করিল—

"আপনাদের দয়ায় দু-দুবার নবজীবন লাভ করে এখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছি।"

বলিতে বলিতে উঠিয়া আসন পাতিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি ফিরে এলেন কখন?"

স্বামীজি আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিয়া কহিলেন—"এই কতক্ষণ এসেছি। তুমি বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছ শুনে আনন্দিত হলুম।"

"সে কেবলমাত্র আপনাদের দয়ায় আর মহত্ত্বে।"

"মানুষে কি করতে পারে বাবা—কতটুকু শক্তি তার?"

বলিয়া স্বামীজি মধুর স্বরে কহিলেন—"যাঁর কার্য্য তিনিই করাচ্ছেন—আমরা শুধু উপলক্ষ মাত্র। যে কর্ত্তব্য সাধনের জন্য মানব জন্ম তার উপযুক্ত শক্তি তিনি সকলকে দিয়েছেন, সেই কর্ত্তব্যে বিমুখ

হয়ে সে শক্তির অপব্যয় করা অধর্ম্ম, যে তা করে তার মানবজন্ম ধারণ করাই বৃথা। মানুষ শুধু তার কর্ত্তব্য পালন করে কার্য্য করে যায়—সে কার্য্যের ফলের জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র—একমাত্র তিনি।"

"তবুও সে কার্য্যের ফলে কি মানুষের নিজের?—"

"কিছুমাত্র অধিকার নেই!"

বলিয়া স্বামীজি স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বরে বুঝাইয়া কহিলেন—"সেই দাবী করতে গিয়েই তো মানুষ যত গোল বাধায়। কার্য্য যেখানে নিজের ভেবে ফলাকাঙ্ক্ষায় করতে যাবে সেইখানেই সে কার্য্য সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে। তুমি আমি কে—কি শক্তি কতটুকু আছে—কি কায করতে পারি আমরা? তার ধরে লোকে যেমন পুতুল নাচায়—তিনিও ঠিক আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে থেকে তেমনি করে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। যেখানে যে ভাবে যতখানি প্রয়োজন সেখানে সেই ভাবে ততখানি শক্তি দিয়ে তেমনি করে ঘোরাচ্ছেন—ফেরাচ্ছেন নাচাচ্ছেন—খেলাচ্ছেন। সে কার্য্যের কর্ত্তা যেমন তিনি, ফলাফলের অধিকারীও তেমনি সেই একমাত্র মহাপুরুষ। এ বিশ্ব-রঙ্গালয়ে আমরা তাঁর খেলার পুতুল ছাড়া তো আর কিছুই নয়। যে রকম খেলতে পাঠিয়েছেন সেই রকম খেলে এ জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করছি মাত্র—নইলে আমাদের নিজস্ব কি আছে যে কর্ম্মফলের দাবী করতে যাব?"

"তাহলে যদি চিরদিনই কেবল ওই পরের খাটুনী খেটে যেতে হয়, তাহ'লে মানুষের চেষ্টা উদ্যম সমস্তই যে শিথিল হয়ে আসে প্রভু?"

"সেই জন্যই তো সংসার স্ত্রী-পুত্র পরিজন দিয়ে মায়ার ফাঁস

গলায় জড়িয়ে আটকে বেঁধে রেখেছেন—এক পা নড়বার যো নেই। এই মায়া হতেই আত্মবোধ আর আত্মবোধ হতেই আকর্ষণের সৃষ্টি। যা আমার—তার দিকেই প্রাণ পাগল হয়ে ছুটে যায়—তার জন্যই খেটে মরে?"

"তাহলে তার ফল প্রত্যাশা করবার অধিকারী নয় কেন?"

"কারণ তা থেকেই পৃথিবীতে যত অনর্থ ও অকল্যাণের সূত্রপাত হয়।"

বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া স্বামীজি ধীরে ধীরে কহিলেন—

"এই আত্মবোধের আকর্ষণে সংসারে বদ্ধ করে তিনি এমন কতকগুলি সৎগুণ দিয়ে মানুষকে বড় করেছেন যা তাঁর অন্য সৃষ্টিতে নেই—আর সেই জন্যই মানব জগতের শ্রেষ্ঠ—সার সৃষ্টি। ইতর পশু-পাখী শুধু নিজের জন্যই নিরন্তর পরস্পরে হিংসা করে মরে, কিন্তু তাঁর সার সৃষ্টি মানুষও যদি তেমনি স্বার্থে পরস্পরে কেবলই টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি করে মরবে—তবে তাদের সঙ্গে প্রভেদ কি? যেখানে আত্মবোধ—সেইখানেই স্বার্থের আকর্ষণ, আর যেখানে স্বার্থ—সেইখানেই নানা অনর্থের উদ্ভব।"

"তাহ'লে—উপায় কি?"

"জ্ঞানের আলোকে সেই মায়ার বাঁধনটুকু পুড়িয়ে ফেলে তোমার সেই ক্ষুদ্র আত্মবোধের আকর্ষণ সমগ্র সংসারে বিস্তার করে দাও সার্ব্বজনী স্বার্থের তলে নিজের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ ডুবিয়ে দিতে তখন আর মনে একটুও আঘাত লাগবে না। তখন বুঝবে তুমি নিজের নও—পরের নও—কেউ নও—কিছুই নও, অনন্ত মহাশক্তি-

প্রবাহের একটি নগণ্য ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ মাত্র। তখন আর ফলাকাঙ্ক্ষা থাকবে না, স্রোতের তৃণের মত সমগ্র সংসারের আকর্ষণে অহোরাত্রি কেবল কাজ করবার জন্য পাগল হয়ে ছুটে বেড়াবে।"

"আমার মত স্বার্থপর, মহাপাপী ক্ষুদ্র কীটের দ্বারা পৃথিবীর এমন কি কাজ হতে পারে প্রভু?"

বলিয়া, সুরেশ একটা লম্বা নিশ্বাস টানিয়া অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে ফেলিল। স্বামীজি তীক্ষ্ণ ভাবে তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, মৃদু হাসিয়া অনুযোগের স্বরে কহিলেন—

"আবার সেই আমি আমি ভাবছো? এই অহং জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই বিশালতা সঙ্কীর্ণ হয়ে, ক্ষুদ্রত্বে পরিণত হয়। তুমি কে—তুমি কি? তাঁর দাসানুদাস—কীটানুকীট ভৃত্য মাত্র, যে কাজে পাঠিয়েছেন তার যোগ্যতা—অযোগ্যতা বিচারের প্রয়োজন কি? পার না পার—হোক না হোক—তিনি বুঝবেন, তুমি খালি স্রোতের মুখে গা ভাসান দাও,—"অহং" "অহং" ভুলে "তুঁহি" "তুঁহি" বলতে বলতে—ঐকান্তিক আগ্রহভরে কায করে চলে যাও।"

"কি কাজ—কোথায় কাজ?"

"চোখ মিলে দেখ—আপনিই দেখতে পাবে। যে দেশে দুর্ভিক্ষ, মারীভয় জলপ্লাবন, গৃহবিচ্ছেদ নিরন্তর তাঁর সোনার সৃষ্টি ছারখার করে দিচ্ছে—সে দেশে কাজের অভাব কি? তোমাকে খুঁজতে হবে না, তুমি খালি স্রোতের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়—কায তোমাকে, আপনি খুঁজে নেবে। দেশের সেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আর দেশবাসী মানবের সেবাতেই সেই ধর্ম্ম-সাধনা সিদ্ধ হয়ে থাকে। সেই পথে—

অগ্রসর হও—তিনি তোমাকে তাঁর মহাশক্তিতে প্রবুদ্ধ করে তুলবেন। তখন দেখতে পাবে—সহস্র দেবদেবী আরাধনার ফল—কোটী তীর্থ ভ্রমণের পুণ্য আপনা হতে পুঞ্জীভূত হয়ে—বৃন্তচ্যুত শেফালিকার মত—নিরন্তর তোমার মস্তকে বর্ষিত হবে।"

বলিতে বলিতে এক অপূর্ব্ব ভাবের বশে স্বামীজির মুখখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, উর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন—

"তোমার কাজ তুমি করাও প্রভু—তোমার মহাশক্তিতে শক্তিবান করে দাও, বিশ্বব্যাপী মহাতানে তোমার নামের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হোক্!"

সুরেশ ক্ষণকাল মুগ্ধভাবে বিভোর দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপরে সহসা তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল—

"আমার সকল ক্ষোভ গিয়েছে—হৃদয়, পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, আজ্ঞা করুন—এখন কোন দিকে যাব?"

"আর আমার আজ্ঞার আবশ্যক কি বাবা?"

বলিয়া স্বামীজি—তাহার মাথায় হাত রাখিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন,

"তদ্গত চিত্তে—হৃদয়ে তাঁর আদেশ প্রার্থনা কর। তিনিই পথ নির্দ্দেশ করবেন।"

বলিয়া, মধুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বেতোড়ের সংবাদ সকল শুনেছ বোধ হয়?"

"আজ্ঞে হাঁ, তিনদিন হল ভূমানন্দ এসে সকল কথা বলেছেন! ঠাকুরদাদার নিয়োজিত কার্য্যে লিপ্ত হয়ে—সেই গরীব ঘোষাল বেচারা

যে রকম আহত হয়েছিলেন—তাতে মনে হয় শুধু আমার জন্যই তাঁর এ-সাজা!"

বলিতে বলিতে সুরেশের চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিল। মৃত পিতামহের উদ্দেশে উর্দ্ধনেত্রে যুক্ত করে ভগ্নকণ্ঠে কহিল—

"চরণতলে চির অপারাধী হয়ে রইলুম—সারাজীবন ব্যাপী দীর্ঘ অনুতাপেও এ মনের ক্ষোভ দূর হবে না।"

"না বাবা—প্রকৃত অনুতাপই যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত।"

বলিয়া স্বামীজি আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন—

"কার্য্য-কারণের রহস্য উদ্ঘাটন করবার শক্তি মানুষের নেই। সকলই তাঁর মঙ্গল ইচ্ছায়, নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তোমার আচরণ এবং ঘোষালের সাজা উভয়েরই প্রয়োজন ছিল। কি প্রয়োজন তা বোঝবার শক্তি আমাদের নেই—আবশ্যকও নেই, কার্য্য-কর্ত্তা তাঁর কাজ বুঝবেন—আমাদের যেমন চালাচ্ছেন আমরা শুধু তাই করে যাই। তাঁর ইচ্ছায় তুমি যে পথে অগ্রসর হ'চ্ছ, তাতে তোমার স্বর্গগত পিতৃ-পিতামহের অজস্র আশীর্ব্বাদ তোমার শিরে বর্ষিত হোক—এই প্রার্থনা করি। সে সাহেবের চিঠি পেয়েছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি বেঙ্গল পুলিশের বড় সাহেব হয়েছেন—সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে সাক্ষাৎ করবার জন্য অনুরোধ করেছেন—বড় মহানুভব ব্যক্তি।"

"তার আর সন্দেহ নেই।"

বলিতে বলিতে সেই মুহূর্ত্তে ভূমানন্দ প্রবেশ করিয়া প্রফুল্লভাবে স্বামীজিকে কহিলেন—

"আমি আসবার সময়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছি। তিনি

বহুক্ষণ আমাকে কাছে বসিয়ে সুরেশ বাবুর জীবনের সমস্ত কাহিনী আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে শুনে বল্লেন—যত শীঘ্র সম্ভব তাঁকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলবেন। অনুমানে বোধ হয়—ওঁদের জেলাতেই পুলিশ বিভাগের কোন উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত করবার ইচ্ছা করেছেন।"

শুনিয়া, সুরেশের মন বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। কিন্তু স্বামীজি উৎসাহভরে কহিলেন—

"এও তাঁরই মঙ্গল ইচ্ছা বাবা—নইলে এমন যোগাযোগ হত না। তোমার মত নিঃস্বার্থ—নিষ্কাম ব্যক্তি রাজশক্তি লাভ করে যদি তা দেশের কল্যাণে নিয়োগ করে, তাহ'লে শুধুই যে সে শক্তির সদ্ব্যবহার হবে এমন নয়, তাহ'তে দেশের যে মঙ্গল অনুষ্ঠিত হবে তা আর অন্য সহস্রের দ্বারাও হবে না। আবার বলি স্রোতে কুটো হও বাবা, অহোরাত্র "তুঁহি তুঁহি" জপ করে তাঁরই কার্য্যে প্রাণপণ শক্তিতে অগ্রসর হও।"

"তাই হোক প্রভু, কালই আমি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য যাত্রা করবো, আপনার অশীর্ব্বাদ নিরন্তর আমাকে কর্ত্তব্য পথে অটল রাখুক।"

বলিতে বলিতে উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া সুরেশ আবার স্বামীজির পাদবন্দনা করিল। ভূমানন্দ কহিলেন—

"একবার শশীবাবু ও নিমাই ঘোষালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ভুলবেন না—তাঁরা আপনাকে দেখবার জন্য বড়ই উৎসুক হয়েছেন, আবশ্যকীয় কার্য্যও থাকতে পারে।"

বস্তুতঃই ভূমানন্দের মুখে সুরেশের সংবাদ শুনিয়া অবধি শশীবাবু ও ঘোষাল একবার তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। জগৎবাবুর মৃত্যুকালে তাঁহার নিয়োগ অনুযায়ী বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণের ভার লইয়া উভয়েই যেরূপ জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাতে তাহার আবশ্যকতা যে না ছিল এমন নয়। তবুও—সুরেশ আসিয়া পড়িলে—আবার কি গোলোযোগ বাধে ভাবিয়া শশীবাবুর ঔৎসুক্য যত না বর্দ্ধিত হউক, ঘোষাল একবার তাহাকে দেখিবার জন্য বড়ই অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। তেমনি দিনে শশীবাবু আদালত হইতে গৃহে ফিরিতেই ঘোষাল একখানা চিঠি হাতে করিয়া ব্যস্ত হইয়া গিয়া কহিল—

"এ চিঠি কে লিখেছে মনে হয়?"

সিংহ বাবুদের প্রজা আকৃলু ডোমের নবোঢ়া পত্নী 'নয়ান' নীচ কুলোদ্ভবা হইলেও—পঙ্কে পদ্মের মত—তাহারাও রূপের কথা দেশ রাষ্ট্র হইতে রাকী ছিল না। 'নয়ান-বৌ' বলিলেই সুনিপুন চিত্রকরের সার্থক তুলিকা-অঙ্কিত—একখানি নিখুঁত সুন্দর ঢল্‌ঢলে মুখচ্ছবি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের অন্তরেই জাগিয়া উঠিত। অনেক ডাকসাইটে গরবিনী গ্রাম্যসুন্দরীও যে নয়ান বৌয়ের পায়ে আল্‌তা পরাইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারিলে বাঁচিয়া যাইত তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়। সেই নয়ান বৌ ছয়মাস পূর্ব্বে সহসা একদিন যখন তাহার পিত্রালয় শ্যামপুর হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল তখন চারিদিকে যেমন একটা কাণাঘুষা পড়িয়াছিল, থিয়েটারের দলের প্রধান পাণ্ডা তুর্ল্লভচন্দ্রের সঙ্গে—থিয়েটার সংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম

প্রভৃতি আনিবার ব্যপদেশে পদ্মলোচনবাবুর ঘন ঘন কলিকাতায় যাতায়াতেও তেমনি একটা কাণাঘুষা পড়িয়া যাইতে বাকী ছিল না। তারপর মাস খানেক আগে কলিকাতায় সহসা মোটর গাড়ী চাপা পড়িয়া পদবাবু মাথা ফাটাইয়া যখন হাঁসপাতালে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন—তখনও অনেকে অনেক রকম কাণাকাণি করিয়াছিল।

চিঠিখানা মনে মনে পড়িয়া—বারকতক এপিঠ ওপিঠ নাড়া চাড়া করিয়া শশীবাবু চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করিলেন—

"নয়ান-বৌ আবার ফিরে এয়েছে না কি?"

"সম্ভব—আকলু খবর রাখতে পারে। চিঠি যেই লিখুক একবার সন্ধান করে দেখতে হবে।"

"একবার সেই পথে আসতে গুণ্ডার লাঠিতে ঠ্যাং ভেঙ্গেছিলে—এবার গিয়ে কি মাথা ভেঙ্গে আসতে চাও?"

আমার এই নগণ্য অকেযো মাথাটা যদি সহস্রবার ভেঙ্গে শত্রুর সন্ধান পাই—তা হলেও এখনো মৃত-নন্দবাবুর পরিবারবর্গকে দুষমনের কবল থেকে রক্ষা করবার উপায় হতে পারবে।"

বলিয়া ঘোষাল একটা তপ্ত নিশ্বাস ফেলিল। শশীবাবু ক্ষণকাল গম্ভীর ভাবে কি চিন্তা করিয়া ব্যথিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমার পা-ভাঙ্গার সঙ্গে কি এদের কোন সংশ্রব আছে বোধ কর?"

"আমি কিছুই ঠিক করতে পারি না। নন্দবাবু চির-নিরীহ গরীব মানুষ ছিলেন—তাঁর সঙ্গে কার কি শত্রুতা? একমাত্র

ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে যদি বলেন তো সে আর সে ত্রিলোচন নেই বরং অনুতাপে পুড়ে সে আরো তাদের পৃষ্ঠবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। নন্দবাবুর মৃত্যুর পর নিজের বাড়ীতে এনে তাঁদের আশ্রয় দেবার জন্য ঢের পীড়াপীড়ি করেছিল কেবল নিধিরামের জন্য পারেনি।"

"হ্যাঁ, ধন্য এই নিধিরাম—সকালে নাম করে উঠলেও পুণ্য হয়।"

বলিয়া শশীবাবু বিস্মিত ভাবে কহিলেন—

"মানুষের ভিতরে যদি দেবতার আবির্ভাব সম্ভব হয়—তাহলে ওই নিধি সর্দ্দারের ভিতরেই তাঁর আবাস পাতা আছে। সে যে শুধু নিজের বাড়ীতে তাদের আশ্রয় দিয়ে রেখেছে এমন নয়—শুনতে পাই এই বুড়ো বয়সেও লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে নানারকম কাজ করে প্রতিপালন করছে, সার্থক তাকে 'দাদা' বলে ডেকেছিলেন নন্দবাবু।"

"হাঁ, সহোদরেও করতে পারে না, শুনলুম তার বিলাপে পশু-পাখীও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।"

বলিয়া আবার একটা বুকফাটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—

"এমন মর্ম্মভেদী দুঃখের মৃত্যুও ভগবান যেন কার ভাগ্যে না লেখেন। ওঃ—কি শোচনীয় ব্যাপার! দু'দুবার মেয়ের বিয়ে দিতে বসেও পারলেন না—শেষ সেই মুহূর্ত্তে গৃহচ্যুত সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হলো, মানুষের প্রাণে আর কত সয়? তার উপর তাঁর তো হৃদ্‌রোগ ছিলই।"

শশীবাবু সহসা কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"আচ্ছা ঘোষাল বেশ করে ভেবে দেখ দেখি—জগৎবাবুর মৃত্যুর পূর্ব্বে—নন্দবাবুর মর্টগেজের সম্বন্ধে কোন কথা কি তোমার কাছে বলেন নি?"

"না—কেবল আপনাদের উইল লেখালেখির পরে একবার নন্দবাবুকে ডেকে আনতে বলেছিলেন, কিন্তু সে সময় আর হয়ে উঠলোনা ত—তার আগেই হঠাৎ অবোল হয়ে মহাপুরুষ চলে গেলেন।"

বলিয়া ঘোষাল আবার একটা তপ্ত নিশ্বাস ফেলিল। শশীবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিন্তিত ভাবে কহিলেন—

"আমার সর্ব্বদাই কেন সন্দেহ হয় জানি না, মনে হয় এ কাণ্ডের ভিতরে একটা গভীর রহস্য আছে। নইলে সুরেশ বাবুর হ্যাণ্ডনোটের ভয়ে তিনি যে সেই গরীব বেচারার মর্টগেজখানা বেচে ফেলবেন এ ধারণা কিছুতেই মনে আসতে চায় না। বিশেষতঃ যখন—"

ঘোষাল কি ভাবিয়া তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল—

"আমারও যে সে সন্দেহ মাঝে মাঝে না হয়, এমন নয়। আবার মনে হয়—যে রকম কড়া এক রোকা মানুষ ছিলেন—হঠাৎ ক্রোধের বশে ও কাজ করাও আশ্চর্য্য নয়, সুরেশ বাবুর সেই কাণ্ডে সমস্ত পৃথিবীটাই তখন তাঁর কাছে বিকৃত—তিক্ত হয়ে উঠেছিল। যাক্, যা ঘটে গেছে তার তো আর উপায় নেই, এখন কুসুমের বিবাহ সম্পন্ন না করা পর্য্যন্ত আমরা কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছিনি!"

"শ্রীপতিবাবুর মা সম্মত হয়েছেন তো?"

"হাঁ—অনেক কষ্টে। দুবার এই সব কাণ্ড হওয়াতে—অপয়া মেয়ে বলে—তিনি কিছুতেই আর মত দেন নি। শেষে গোকুলবাবুর মেয়ে-জামাই দুজনেই গিয়ে পড়ে অনেক করে মত করিয়েছেন। কিন্তু না হওয়া পর্য্যন্ত আমার মন স্থির হবে না। আপনি এ সময়ে

গোবর্দ্ধন মজুমদারকে লম্বা ছুটি দিলেন কেন? বিয়ের পরে উইল অনুযায়ী ব্যবস্থা করবার সময়ে তাকে দরকার হবে তো?"

"আনাতে দেরী হবে না, তার উপায় করে রেখেছি। বিশ্বেশ্বর দর্শনে যাবার ইচ্ছায়—হিন্দু হয়ে কি করে বাধা দি?"

সহসা চিঠিখানার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়া ঘোষাল চঞ্চল হইয়া উঠিল, একটুখানি ভাবিয়া কহিল—

"যাহোক চিঠিখানার খবরটা একবার যাচাই করা দরকার, কি বলেন—একবার কি আকলুকেই ডেকে পাঠাব?"

কিন্তু তাহাকে আর ডাকিতে হইল না, সন্ধ্যার সময়েই আকলু আপনি আসিয়া কাঁদো কাঁদো হইয়া কহিল—

"দোহাই হুজুর, মা-বাপ আপনারা, আমার ইস্তিরী আবার তার বাপের বাড়ী ফিরে এয়েছে, আজ তিন দিন অবধি ছুটোছুটি করছি—কিছুতে আমার ঘরে আনতে পারছিনি। এর উপায় আপনাদের করতেই হবে।"

বলিয়া উভয়ের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। ঘোষাল একবার শশীবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, সহসা বাধা পড়িয়া গেল; এক বলিষ্ঠ গঠন যুবক আসিয়াই পরে পরে উভয়কে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতে লইতে কহিল—

"চিনিতে পারলেন না আমাকে? তা মা শীতলা আর আমাকে চেনবার উপায় রাখেননি। আমি সুরেশ, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় এখানকার পুলিশের ইন্স্পেক্টার হয়ে এতকাল পরে আজ আবার দেশে ফিরে এয়েছি।"

বলিতে বলিতে সুরেশের গলা বাধিয়া চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিল, শিথিলাঙ্গ শক্তিহীনের মত ফরাসের ধারে ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কুসুমের বিবাহে দ্বিতীয়বার বাধা পড়িয়া, ঘড়-বাড়ী যাইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহার পিতারও জীবন গেল, তখন লোকে যে শুধু স্তম্ভিত হইয়া তাহার বরাতকেই নিন্দা করিয়া 'হায় হায়' করিতে লাগিল—এমন নয়, নন্দবাবুর আকস্মিক মৃত্যুতে সকলেই মর্ম্ম বেদনায় জগন্নাথ সরকারের প্রতি বিরূপ হইয়া চক্রবর্ত্তীকেও ধিক্কার দিতে ছাড়িল না। কেহ কেহ এমন ইঙ্গিতও করিল যে ইহার মূলে প্রত্যক্ষে না হউক, পরোক্ষেও তাহার সংশ্রব আছে, অন্ততঃ সে মনে করিলে এ দুর্ঘটনা নিবারণ করিতে পারিত।

অন্য সময় হইলে চক্রবর্ত্তী যে কি করিত বলা যায় না, কিন্তু তখন সে একটা কথারও প্রতিবাদ তো করিলই না, অধিকন্তু—সমস্তই নিঃশব্দে পরিপাক করিয়া—আদালতের নাজির হইতে পেয়াদার অবধি হাতে পায়ে ধরিয়া অনুনয় বিনয় এবং কান্নাকাটি করিতে বিরত থাকিল না এবং তাহাতে বিফল হইয়া তৎক্ষণাৎ গ্রামের আর পাঁচজন মাতব্বরকে সঙ্গে লইয়া নন্দীপুরে জগন্নাথ সরকারের হাতে

বস্তুতঃই ভূমানন্দের মুখে সুরেশের সংবাদ শুনিয়া অবধি শশীবাবু ও ঘোষাল একবার তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। জগৎবাবুর মৃত্যুকালে তাঁহার নিয়োগ অনুযায়ী বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণের ভার লইয়া উভয়েই যেরূপ জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাতে তাহার আবশ্যকতা যে না ছিল এমন নয়। তবুও—সুরেশ আসিয়া পড়িলে—আবার কি গোলোযোগ বাধে ভাবিয়া শশীবাবুর ঔৎসুক্য যত না বর্দ্ধিত হউক, ঘোষাল একবার তাহাকে দেখিবার জন্য বড়ই অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। তেমনি দিনে শশীবাবু আদালত হইতে গৃহে ফিরিতেই ঘোষাল একখানা চিঠি হাতে করিয়া ব্যস্ত হইয়া গিয়া কহিল—

"এ চিঠি কে লিখেছে মনে হয়?"

সিংহ বাবুদের প্রজা আকৃলু ডোমের নবোঢ়া পত্নী 'নয়ান' নীচ কুলোদ্ভবা হইলেও—পঙ্কে পদ্মের মত—তাহারাও রূপের কথা দেশ রাষ্ট্র হইতে রাকী ছিল না। 'নয়ান-বৌ' বলিলেই সুনিপুন চিত্রকরের সার্থক তুলিকা-অঙ্কিত—একখানি নিখুঁত সুন্দর ঢলঢলে মুখচ্ছবি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের অন্তরেই জাগিয়া উঠিত। অনেক ডাকসাইটে গরবিনী গ্রাম্যসুন্দরীও যে নয়ান বৌয়ের পায়ে আলতা পরাইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারিলে বাঁচিয়া যাইত তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়। সেই নয়ান বৌ ছয়মাস পূর্ব্বে সহসা একদিন যখন তাহার পিত্রালয় শ্যামপুর হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল তখন চারিদিকে যেমন একটা কাণাঘুষা পড়িয়াছিল, থিয়েটারের দলের প্রধান পাণ্ডা দুর্ল্লভচন্দ্রের সঙ্গে—থিয়েটার সংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম

প্রভৃতি আনিবার ব্যপদেশে পদ্মলোচনবাবুর ঘন ঘন কলিকাতায় যাতায়াতেও তেমনি একটা কাণাঘুষা পড়িয়া যাইতে বাকী ছিল না। তারপর মাস খানেক আগে কলিকাতায় সহসা মোটর গাড়ী চাপা পড়িয়া পদবাবু মাথা ফাটাইয়া যখন হাঁসপাতালে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন—তখনও অনেকে অনেক রকম কাণাকাণি করিয়াছিল।

চিঠিখানা মনে মনে পড়িয়া—বারকতক এপিঠ ওপিঠ নাড়া চাড়া করিয়া শশীবাবু চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করিলেন—

"নয়ান-বৌ আবার ফিরে এয়েছে না কি ?"

"সম্ভব—আকলু খবর রাখতে পারে। চিঠি যেই লিখুক একবার সন্ধান করে দেখতে হবে।"

"একবার সেই পথে আসতে গুণ্ডার লাঠিতে ঠ্যাং ভেঙ্গেছিলে—এবার গিয়ে কি মাথা ভেঙ্গে আসতে চাও ?"

আমার এই নগণ্য অকেযো মাথাটা যদি সহস্রবার ভেঙ্গে শত্রুর সন্ধান পাই—তা হলেও এখনো মৃত-নন্দবাবুর পরিবারবর্গকে দুষমনের কবল থেকে রক্ষা করবার উপায় হতে পারবে।"

বলিয়া ঘোষাল একটা তপ্ত নিশ্বাস ফেলিল। শশীবাবু ক্ষণকাল গম্ভীর ভাবে কি চিন্তা করিয়া ব্যথিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমার পা-ভাঙ্গার সঙ্গে কি এদের কোন সংশ্রব আছে বোধ কর ?"

"আমি কিছুই ঠিক করতে পারি না। নন্দবাবু চির-নিরীহ গরীব মানুষ ছিলেন—তাঁর সঙ্গে কার কি শত্রুতা ? একমাত্র

ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে যদি বলেন তো সে আর সে ত্রিলোচন নেই বরং অনুতাপে পুড়ে সে আরো তাদের পৃষ্ঠবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। নন্দবাবুর মৃত্যুর পর নিজের বাড়ীতে এনে তাঁদের আশ্রয় দেবার জন্য ঢের পীড়াপীড়ি করেছিল কেবল নিধিরামের জন্য পারেনি।”

“হ্যাঁ, ধন্য এই নিধিরাম—সকালে নাম করে উঠলেও পুণ্য হয়।”

বলিয়া শশীবাবু বিস্মিত ভাবে কহিলেন—

“মানুষের ভিতরে যদি দেবতার আবির্ভাব সম্ভব হয়—তাহলে ওই নিধি সর্দ্দারের ভিতরেই তাঁর আবাস পাতা আছে। সে যে শুধু নিজের বাড়ীতে তাদের আশ্রয় দিয়ে রেখেছে এমন নয়—শুঁনতে পাই এই বুড়ো বয়সেও লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে নানারকম কাজ করে প্রতিপালন করছে, সার্থক তাকে ‘দাদা’ বলে ডেকেছিলেন নন্দবাবু।”

“হাঁ, সহোদরেও করতে পারে না, শুনলুম তার বিলাপে পশু-পাখীও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।”

বলিয়া আবার একটা বুকফাটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—

“এমন মর্ম্মভেদী দুঃখের মৃত্যুও ভগবান যেন কার ভাগ্যে না লেখেন। ওঃ—কি শোচনীয় ব্যাপার! দু'দুবার মেয়ের বিয়ে দিতে বসেও পারলেন না—শেষ সেই মুহূর্ত্তে গৃহচ্যুত সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হলো, মানুষের প্রাণে আর কত সয়? তার উপর তাঁর তো হৃদ্‌রোগ ছিলই।”

শশীবাবু সহসা কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন—

“আচ্ছা ঘোষাল বেশ করে ভেবে দেখ দেখি—জগৎবাবুর মৃত্যুর পূর্ব্বে—নন্দবাবুর মর্টগেজের সম্বন্ধে কোন কথা কি তোমার কাছে বলেন নি?”

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

"না—কেবল আপনাদের উইল লেখালেখির পরে একবার নন্দবাবুকে ডেকে আনতে বলেছিলেন, কিন্তু সে সময় আর হয়ে উঠলোনা ত—তার আগেই হঠাৎ অবোল হয়ে মহাপুরুষ চলে গেলেন।"

বলিয়া ঘোষাল আবার একটা তপ্ত নিশ্বাস ফেলিল। শশীবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিন্তিত ভাবে কহিলেন—

"আমার সর্ব্বদাই কেন সন্দেহ হয় জানি না, মনে হয় এ কাণ্ডের ভিতরে একটা গভীর রহস্য আছে। নইলে সুরেশ বাবুর হ্যাণ্ডনোটের ভয়ে তিনি যে সেই গরীব বেচারার মর্টগেজখানা বেচে ফেলবেন এ ধারণা কিছুতেই মনে আসতে চায় না। বিশেষতঃ যখন—"

ঘোষাল কি ভাবিয়া তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল—

"আমারও যে সে সন্দেহ মাঝে মাঝে না হয় এমন নয়। আবার মনে হয়—যে রকম কড়া এক রোকা মানুষ ছিলেন—হঠাৎ ক্রোধের বশে ও কাজ করাও আশ্চর্য্য নয়, সুরেশ বাবুর সেই কাণ্ডে সমস্ত পৃথিবীটাই তখন তাঁর কাছে বিকৃত—তিক্ত হয়ে উঠেছিল। যাক্, যা ঘটে গেছে তার তো আর উপায় নেই, এখন কুসুমের বিবাহ সম্পন্ন না করা পর্য্যন্ত আমরা কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছিনি!"

"শ্রীপতিবাবুর মা সম্মত হয়েছেন তো?"

"হাঁ—অনেক কষ্টে। দুবার এই সব কাণ্ড হওয়াতে—অপয়া মেয়ে বলে—তিনি কিছুতেই আর মত দেন নি। শেষে গোকুলবাবুর মেয়ে-জামাই দুজনেই গিয়ে পড়ে অনেক করে মত করিয়েছেন। কিন্তু না হওয়া পর্য্যন্ত আমার মন স্থির হবে না। আপনি এ সময়ে

গোবর্দ্ধন মজুমদারকে লম্বা ছুটি দিলেন কেন? বিয়ের পরে উইল অনুযায়ী ব্যবস্থা করবার সময়ে তাকে দরকার হবে তো?"

"আনাতে দেরী হবে না, তার উপায় করে রেখেছি। বিশ্বেশ্বর দর্শনে যাবার ইচ্ছায়—হিন্দু হয়ে কি করে বাধা দি?"

সহসা চিঠিখানার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়া ঘোষাল চঞ্চল হইয়া উঠিল, একটুখানি ভাবিয়া কহিল—

"যাহোক চিঠিখানার খবরটা একবার যাচাই করা দরকার, কি বলেন—একবার কি আকলুকেই ডেকে পাঠাব?"

কিন্তু তাহাকে আর ডাকিতে হইল না, সন্ধ্যার সময়েই আকলু আপনি আসিয়া কাঁদো কাঁদো হইয়া কহিল—

"দোহাই হুজুর, মা-বাপ আপনারা, আমার ইস্তিরী আবার তার বাপের বাড়ী ফিরে এয়েছে, আজ তিন দিন অবধি ছুটোছুটি করছি—কিছুতে আমার ঘরে আনতে পারছিনি। এর উপায় আপনাদের করতেই হবে।"

বলিয়া উভয়ের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। ঘোষাল একবার শশীবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, সহসা বাধা পড়িয়া গেল; এক বলিষ্ঠ গঠন যুবক আসিয়াই পরে পরে উভয়কে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতে লইতে কহিল—

"চিনিতে পারলেন না আমাকে? তা মা শীতলা আর আমাকে চেনবার উপায় রাখেননি। আমি সুরেশ, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় এখানকার পুলিশের ইন্‌স্পেক্টার হয়ে এতকাল পরে আজ আবার দেশে ফিরে এয়েছি।"

বলিতে বলিতে সুরেশের গলা বাধিয়া চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিল, শিথিলাঙ্গ শক্তিহীনের মত ফরাসের ধারে ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কুসুমের বিবাহে দ্বিতীয়বার বাধা পড়িয়া, ঘড়-বাড়ী যাইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহার পিতারও জীবন গেল, তখন লোকে যে শুধু স্তম্ভিত হইয়া তাহার বরাতকেই নিন্দা করিয়া 'হায় হায়' করিতে লাগিল—এমন নয়, নন্দবাবুর আকস্মিক মৃত্যুতে সকলেই মর্ম্ম বেদনায় জগন্নাথ সরকারের প্রতি বিরূপ হইয়া চক্রবর্ত্তীকেও ধিক্কার দিতে ছাড়িল না। কেহ কেহ এমন ঈঙ্গিতও করিল যে ইহার মূলে প্রত্যক্ষে না হউক, পরোক্ষেও তাহার সংশ্রব আছে, অন্ততঃ সে মনে করিলে এ দুর্ঘটনা নিবারণ করিতে পারিত।

অন্য সময় হইলে চক্রবর্ত্তী যে কি করিত বলা যায় না, কিন্তু তখন সে একটা কথারও প্রতিবাদ তো করিলই না, অধিকন্তু—সমস্তই নিঃশব্দে পরিপাক করিয়া—আদালতের নাজির হইতে পেয়াদার অবধি হাতে পায়ে ধরিয়া অনুনয় বিনয় এবং কান্নাকাটি করিতে বিরত থাকিল না এবং তাহাতে বিফল হইয়া তৎক্ষণাৎ গ্রামের আর পাঁচজন মাতব্বরকে সঙ্গে লইয়া নন্দীপুরে জগন্নাথ সরকারের হাতে

পায়ে ধরিতে ছুটিল। কিন্তু জগন্নাথের সাক্ষাৎ মিলিল না এবং শদবাবুও তিনদিন আগে প্রাণের বন্ধু দুল্লভচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদিগকে নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল।

নিধিরাম একেবারে নিশ্চল পাষাণস্তুপের মত স্তব্ধ হইয়া সকল প্রত্যক্ষ করিতেছিল, তাহার বুকের ভিতর কোথায় যে প্রাণবায়ু ধুক্ ধুক করিতেছিল তাহার চিহ্ন ছিল না। কিন্তু নন্দীপুর হইতে সকলে ফিরিয়া আসিবামাত্র সে সহসা একেবারে প্রচণ্ড হইয়া দুই চোখে আগুন ছুটাইয়া বজ্রস্বরে হাঁকিল—

"কার বাপের ঘাড়ে কটা মাথা আছে—কে আমার ভাইয়ের বাড়ী দখল করে দেখি? হাজার বার পুলিপোলাও যাই—তাও স্বীকার তবু এ দোরে কারুকে মথা গলাতে দেব না।"

বলিয়াই লাঠি ঘুরাইয়া ভিড়ের ভিতর লাফাইয়া পড়িয়া দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাকরেদের দল চোখের পলকে তাহার দুইপাশে আসিয়া লাঠি লইয়া নিঃশব্দে জড় হইল। মুহূর্ত্তের ভিতরেই অন্তঃপুরের হাহাকার ও রোদন-রোল ছাপাইয়া বাহির বাটীতে হুলস্থূল বাধিয়া উঠিল।

চক্রবর্ত্তী মর্ম্মবেদনায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিধিরামকে উৎসাহ দিয়া কহিল—

"ঠিক কথা নিধিরাম—গাঁ থেকে বাস তুলতে হয়—জেলে যাই তাও স্বীকার, তবু নন্দবাবাজীর ভিটে নিতে দেব না।"

যাহারা চক্রবর্ত্তীকে সন্দেহ করিয়াছিল তাহারাও অনুতপ্ত হইয়া

ধন্য ধন্য করিল ; কিন্তু গোলযোগ আর বাড়িতে পাইল না। সকলে মিলিয়া—অনেক করিয়া নিধিরাম ও তাহার দলবলকে নিরস্ত করিয়া নন্দবাবুর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় মনোযোগ দিল। তখন চক্রবর্ত্তী মাথা চাপ্‌ড়াইয়া হাহাকার করিতে করিতে নন্দবাবুর নিরাশ্রয় পত্নী কন্যা ও পুত্রকে নিজের গৃহে লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু নিধিরাম আবার বাধা দিয়া বিকৃতকণ্ঠে কহিল—

"না ঠাকুর এ বুড়ো বেঁচে থাকৃতে তা হতে দেব না, তোমরা যত বড় আত্মজন হওনা কেন, তোমার ছেলে যখন এখনো ওই শত্তুরের সঙ্গে মেশামিশি করে আছে—তখন আর তোমাদের দরদ দেখিয়ে কায নেই। আমার ভাইয়ের পরিবার, ভাই-পো—ভাইঝিকে—আমার ভাঙ্গা কুঁড়েতে আগ্‌লে রেখে—পাখীর মত—আদার জুগিয়ে বাঁচাবো, তবু তোমাদের মত ভদ্দরলোকের সংশ্রবে আর নয়।"

বলিয়াই কুসুমের হাত দু'খানি খপ্‌ করিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল—

"আয় মা—আমার ভাঙ্গা কুঁড়ে আলো করে থাকবি চল, তোর বাপ গেছে কিন্তু এখনো যে তার বুড়ো দাদা বেঁচে আছে মা—ভয় কি তোদের ? নাইতে তোদের কেশ ছিঁড়তে দেব না—কাঁটা-পথে বুক বিছিয়ে দেব তার উপর দিয়ে হেঁটে যাবি, যখের ধনের মত বুক দিয়ে ঢেকে আগ্‌লে রাখবো। ওরে—তোরা যে আমার নন্দ ভাইটির সর্ব্বস্বধন ! আয় মা—এই ছোটলোক বুড়ো জ্যাঠার ভাঙ্গা কুঁড়েতে মা-লক্ষ্মীর বোধন করি !"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ একেবারে আকুল হইয়া হাউ হাউ করিয়া

কাঁদিয়া উঠিল। স্ত্রী পুরুষ যে যেখানে ছিল কাহারও চক্ষু শুষ্ক রহিল না। চক্রবর্ত্তী চোখের জল মুছিতে মুছিতে ভাঙ্গা গলায় বলিয়া উঠিল—

"তবে, তাই হোক দিদি, তোমরা এখন তোমাদের জ্যাঠার ঘরেই যাও, কিন্তু এ বুড়ো দাদাটাকেও ভুলো না। সত্যই আমি বড় হতভাগা—নইলে অমন কুলাঙ্গার ছেলে হবে কেন, তোমাদের কাছে আর আমার মুখ নেই। কিন্তু এই সকলের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করছি যে—অমন ছেলের আর মুখদর্শন করবো না, দুলু যদি ওই নন্দীপুরের বাবুদের সম্পর্ক ছেড়ে না দেয় তবে আজ থেকে সে আমার ত্যজ্যপুত্তুর।"

"তা যদি করতে পার ঠাকুর,"

বলিয়া, নিধিরাম গলা ঝাড়িয়া দৃঢ়স্বরে কহিল—

"তাহলে জানবো যে তোমার ভিতরে সত্যিকার মানুষ আছে,—তা হলে এই বুড়ো ছোটলোক ব্যাটা তোমার জন্যে জান কবুল করতেও পিছপাও হবে না। ততদিন এনারা আমার ভাঙ্গা কুঁড়েতেই থাকুন।"

বাস্তবিকই সেইদিন হইতে পিতা-পুত্রে আর বাক্যালাপ ছিল না। দুর্ল্লভচন্দ্র তাহার থিয়েটারের আড্ডাঘর নন্দীপুরের প্রান্তে তুলিয়া লইয়া গিয়া—সেইখানে এবং পদবাবুর বাড়ীতেই পড়িয়া থাকিত। মাসের ভিতরে দুই তিনবারের বেশী বাড়ীতেই আসিত না, আসিলেও গৃহে থাকিত না বা বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিত না—আহারাদি সারিয়া পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িত। দেখিয়া শুনিয়া

চক্রবর্ত্তীর প্রতিজ্ঞা রক্ষার বিষয়ে কাহারও আর কোন সন্দেহ ছিল না। বরং সকলেই একমত হইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল যে—চক্রবর্ত্তী যতই কুটীল হোক—পরশমণির স্পর্শে এখন খাঁটী সোণা হইয়া গিয়াছে।

কথাটা নিতান্ত মিথ্যাও নহে। সেই হইতে চক্রবর্ত্তী এবং তাহার কন্যা রামমণি সর্ব্বদাই সেই নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তে নিধিরামের ভগ্ন কুটীরে যাতায়াত করিয়া নন্দবাবুর পরিবারবর্গের এমন ভাবে দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধারণ করিতেছিল যে নিধিরামেরও মনের সকল ভার লাঘব হইয়া গিয়াছিল। তেমনি সময়ে সহসা এক রাত্রে নন্দীপুরে জগন্নাথের গদীতে ডাকাতি হইয়া জেলা জুড়িয়া হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রামমণি আসিয়া সভয়ে কুসুমের মাতাকে কহিল—

"আর এমন নির্জ্জন জায়গায় এই ভাঙ্গাঘরে থাকা ভাল নয় বৌদি গাঁয়ে যে রকম ডাকাতি সুরু হয়েছে শুন্‌লে গা কেঁপে ওঠে।"

কুসুমের মাতা ম্লানভাবে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—

"আমাদের কি আছে যে এই ভাঙ্গা কুঁড়েতে ডাকাত আসবে ভাই? তা ছাড়া—পাক্-ভাস্থরের নাম কে না জানে—এ বাড়ীর দিকে যমেও ঘেঁস্‌তে পারবে না।"

"যমে না ঘেঁসুক কিন্তু লেঠেল বলে সন্দেহ করে পুলিশের লোক টানাটানি করতে পারে তো?"

কুসুমের মাতা একবার মাত্র সভয়ে তাহার পানে চাহিয়াই একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—

"নির্দ্দোষীর সহায় ভগবান; না বোন, এ দুর্ভাগ্যের দিনে

এই কাঙ্গাল গরীবের আশ্রয়ই ভাল—এখন আর কোথাও যাব না। যখন কপাল ভেঙ্গেছে তখন গাছতলাতেই বা ভয় কি? এখানে তবু লোকের চোখের আড়ালে—দুদণ্ড প্রাণখুলে কেঁদে জুড়োতে পারছি।"

"তবে, বৌদি আমি কাল থেকে রাত্রে এসে তোমাদের ঘরে শোব, বাবা তোমাদের এমন ভাবে ফেলে রাখতে ভয় পান।"

"ভয় কি—ভাসুর আছেন যতক্ষণ—ততক্ষণ কোন ভয় নেই।"

কিন্তু কুসুমের মাতার সে ভরসা টুকুও লোপ পাইয়া যাইতে বেশী দিন লাগিল না। দিন দুই পরে, সহসা স্থানীয় পুলিশের দারোগা বাবু সদলবলে উপস্থিত হইয়া খানাতল্লাসীর পর নিধিরামের শয্যার নীচে একখানা ডাকাতীর গহনা পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিলেন। নিধিরাম অকম্পিত দৃঢ়স্বরে কুসুমকে বলিয়া গেল—

"ঘোরতর ষড়যন্ত্র মা, কিন্তু ভয় করিসনি—নির্দ্দোষীর মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন—এখনো দিন রাত হচ্ছে—আমার খালাস পেতে দেরী হবে না। তোরা কিন্তু খুব সাবধানে থাকিস এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাস্‌নি—পদে পদে শত্রু—খুব সাবধান।"

দারোগা বাবু নিধিরামকে একেবারে জেলায় চালান দিয়া মোক-দ্দমার তদ্বির করিতে বসিলেন। নূতন ইনিস্‌পেক্‌টার সুরেশ কর্ম্মভার লইয়াই মফঃস্বলে একটা তদন্তে চলিয়া গিয়াছিল। জেলার পুলিশ আসামীকে হাজতে রাখিয়া তাহার কাছে সংবাদ পাঠাইয়া দিল।

কার্য্যভার লইয়া অবধি সুরেশের মুহূর্ত্তের বিশ্রাম ছিল না, বিশেষ করিয়া শশীবাবু এবং ঘোষালের মুখে তাহার ঠাকুরদাদার বিষয় সম্পত্তির বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে সকল ব্যাপারের ইতিহাস শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া

গিয়াছিল। নিধিরামের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়াই তাহার মফঃস্বলের কার্য্য মুলতুবি রাখিয়া ফিরিল।

রাত্রি প্রহরখানেক উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল খানিকক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া আকাশে মেঘ আবার জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করিলেও অন্ধকার তেমন গাঢ় ছিল না, কিন্তু চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। সুরেশ শ্যামপুরের প্রান্তে নন্দীপুরের পথ ধরিয়া—স্থানীয় থানার দিকে যাইতে পথের ধারে চারিদিকে বাঁশবনে ঘেরা একটা খড়ো ঘরের ভিতর হইতে সহসা চাপা কোলাহলের শব্দ পাইল—একটুখানি কাণ খাড়া করিয়া শুনিয়াই—অত্যন্ত সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের পিছনে বাঁশবনের ভিতরে গিয়া দাঁড়াইল। সেই মুহূর্ত্তে ভিতর হইতে কে একজন চাপা গলায় অপরকে শাসাইয়া কহিল—

"দেখ নয়ান-বৌ—চটাস্ নি আমাকে ভাল হবে না বল্‌ছি। আমি মিট্‌মাটের কথাই বল্‌ছি—বুঝে দেখ। পদবাবুর কাছ থেকে নগদ দু'হাজার আদায় করে দিছি, বেশী চাইনি—অর্দ্ধেক আমায় দে। নইলে তোর বাপ যে নিমু ঘোষালের পা ভেঙ্গে দিয়েছিল—"

কথা শেষ হইল না, নয়ান-বৌ বাধা দিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল—

"মুখ সাম্‌লে কথা কোস্ দুলু—তাহলে তোরাও নিস্তার পাবিনি। আমার বাপ ছোটলোক লেঠেল, নয় দু'মাস মেয়াদ খেটে আসবে, কিন্তু তোর বাপই যে সে কাজ করিয়েছে, ভদ্দর লোক বামুন হয়ে বেরাল-তপস্বীর ভেক ধরে আজ পর্য্যন্ত লোকের সর্ব্বনাশ করে ঘুরছে তার বেলা কি হবে ভাবিস্।"

"বলে কে—তার মাথায় মারি জুতো!"

বলিয়া দুর্লভচন্দ্র সতেজে বাধা দিয়া উঠিতেই নফান-বৌ দ্বিগুণ তেজে গর্জ্জিয়া আরম্ভ করিল—”

“সেই জুতো হাজারবার ফিরিয়ে মারি তোদের গুষ্টির মাথায়। তোরা বাপ-বেটা-মেয়েতে এক জোট হয়ে যে সব কাণ্ড করেছিস্— এখনও করছিস্—তাতে খুনে-ডাকাত-লেঠেল যে হারমেনে যায় রে। কেবল ভদ্দর লোক আর বামুন বলে বিদ্যে বুদ্ধির জোরে লোকের চোখে ধূলো দিয়ে রেখেছিস্, বই তো নয়; কিন্তু আমার কাছে লুকোবি কেমন করে? আমার ঘরে বসেই যে সব সল্লা হয়েছে— সে সব ভুলে গেছিস্ না কি? পদবাবুর কাছ থেকে যে থোক্ থোক্ টাকা নিয়ে ঘরে দিয়ে এয়েছিস্—আমি তার ভাগ চাইতে গেছি, না তুই দিয়েছিস্—আমি দেব কিসের জন্যে? লোকে জানছে যে— বাপ-বেটায় মুখ দেখাদেখি নেই, কিন্তু ঝোপে-ঝাড়ে যে দিনরাত পরামোশ চল্‌ছে। এই মিথ্যা ডাকাতী মোকর্দ্দমা সাজাবার জন্যে কি কাণ্ড না তোরা করলি? সেই নির্দ্দোষ বেচারা নিধে ওস্তাদকে সরিয়ে দেবার জন্যে তোর বোন যে চুপি চুপি—তার বিছানার তলায়—”

“তবেরে হারামজাদি ইতরের বাচ্ছা—”

“হারামজাদা ইতরের বাচ্ছা তোদের সাতগুষ্ঠি। আমি পয়সার জন্যে যখন কুল খেয়েছি—তখন পয়সার জন্যে সব করতে পারি। কিন্তু তবু তোদের চেয়ে ঢের বড়—অমন বেইমানী আমরাও করতে পারিনি। যে চৌধুরী-বাবুরা সবাই মিলে পড়ে তোর বাপকে বাঁচালে তার মরণ ঘটালে কে? সিঙ্গি বাবুদের সরকারকে হাত করে—”

বাধা পড়িল। এবার দুর্লভ সহসা একেবারে ভোল ফিরাইয়া অভিমানখিন্ন স্নেহের স্বরে অনুযোগ করিয়া কহিল—

"বলবি বই কি—তুই না বল্লে অমন করে আর বলবে কে?" তোকে পথ দেখালুম কি না? দিনরাত পদকে জপিয়ে জপিয়ে তোর বরাত ফিরিয়ে দিলুম কি না? কল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে মানুষ করে তুল্লুম কি না? তুই আমাদের ফাঁসাবিনি তো আর ফাঁসাবে কে? ঠিক—কালের ধর্ম্ম বটে। দে আমাদের সবাইকে জেলে পুরে তোর ধর্ম্মে বাড়বাড়ন্ত হোক্।"

"শুধু শুধু চটাস্ কেন আমায়, জানিস্ তো রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না। একে রয়েছে আমার মগজ বিগড়ে—আমার সোয়ামী হতচ্ছাড়া—বিশ পঁচিশ দিন থেকে আমায় নে যাবার জন্যে হুলুস্থুল করছে দেখছিস্ তো—যদি একটা নালিশ ফরেদ বাধায়!"

"ছাই বাধাবে, কাল কুস্‌মীকে টেনে এনে তুলতে পারলেই অমনি রাতারাতি আবার পগার পার—সব বন্দেজ ঠিক হয়ে আছে—একেবারে—"

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া নয়ান-বৌ কহিল—

"ওরা যায় যাক্ বৃন্দাবনে, তোকে কিন্তু আমার সঙ্গে কল্‌কাতায় থাকতে হবে। পয়সা পেলে হবে কি—তোর পদর যা চেহারার ছিরি—ওয়াক্, আমি তো পাঁচজনের কাছে পরিচয় দিতে লজ্জায় মরে যাই।"

বলিয়া উভয়ে নিম্ন স্বরে কি পরামর্শ আঁটিতে বসিল। সুরেশেরও আর শুনিবার আবশ্যক হইল না, একটুখানি গম্ খাইয়া কি ভাবিয়া আবার সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল। ঠিক

সেই মুহূর্ত্তে আর এক ব্যক্তি বাঁশবাগানের ভিন্ন দিক হইতে বাহির হইয়া আসিয়া পিছন হইতে নিঃশব্দে তাহার পীঠে হাত দিল। সুরেশ চমকাইয়া ফিরিয়াই আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—

"ঘোষাল মশাই এখানে?"

"এই যে—নয়ান-বৌয়ের বাপের বাড়ী, সাতদিন ওৎপেতে ঘুরছি। ভাগ্যে আজ কুসুমদের খবর নিতে এসে এই পথে ফিরেছিলুম?"

"সেখানে আছে কে?"

"চক্রবর্ত্তীরা বাপ-বেটীতে রাত্রে গিয়ে থাকে—দিনের বেলা বাপ চলে যায়।"

"নয়ান-বৌয়ের বাপের নাম কি?"

"নীলু ডোম—নিধিরামের সাক্‌রেদ!"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"আরে, তেঁতুল কখনো মিষ্টি হয় ?"

বলিয়া, চক্রবর্ত্তী গোকুল বাবুদের বাঁধাপুকুরের ঘাটের বৈঠকে বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে সমবেত সকলকে শুনাইয়া কহিল—

"পূবের সূয্যি পশ্চিমে উঠলেও—লেঠেল-পাক কখনো ভালমানুষ হয় না, দেখলে তো নিধে পাক বেটার কাণ্ড ?"

হাটবার—সন্ধ্যা হইয়া আসিবার দেরী ছিল না, বাগানের ভিতরে—গাছের ঝোপে—ঘরের কানাচে কুয়াশার মত আবছায়া-অন্ধকার ক্রমেই জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল। হাট সারিয়া ঘরে যাইবার পথে দুই একজন করিয়া বৃদ্ধ মাতব্বরের দল—তাম্রকুটের সঙ্গে সঙ্গে পরচর্চ্চার প্রত্যাশায় বৈঠকে আসিয়া জাঁকিয়া বসিতেছিল। চক্রবর্ত্তীর কথা শুনিয়া তারু বোস্ একটু আশ্চর্য্যভাবে কহিল—

"তাইতো খুড়ো—এ যে অবাক্ কাণ্ড! যে লোকটা সেদিন অমন ধারা উঁচু মেজাজ দেখিয়ে আমাদের সবাইকে লজ্জা দিয়ে—নন্দবাবুর পরিবারদের নিয়ে গে আশ্রয় দিলে, সে যে তলে তলে এমন ডাকাতী ব্যবসা ধরেছে—"

"নইলে চালাবে কি করে ?"

বলিয়া চক্রবর্ত্তী বাধা দিয়া কহিল—

"ও সাধগিরির মতলব আছে এটা আর কে না বুঝতে পারে ?

সবাই ওর কায দেখে ওকে ভালবাসবে সুখ্যাতি করবে, সন্দেহটি পর্য্যন্ত কারুর মনে আসবে না। আর ওরও তলে তলে কারবার ফ্যালাও করে তোলবার সুবিধা লেগে যাবে। নইলে—দেখ্‌লেনা সেদিন—কি রকম আমার মুখের উপর চোট্‌পাট্‌ শুনিয়ে তাদের নিয়ে গেল?"

"না খুড়ো—যে যা বলুক, নিধে যে ডাকাতি করেছে, এ কথা আমার কিছুতেই মনে হয় না।"

বলিয়া রামকমল ভট্টাচার্য্য থামিতে না থামিতেই চক্রবর্ত্তী ভ্রূভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিল—

"আরে গয়না শুদ্ধ বেরিয়েছে যে, নইলে কি আমরাই বিশ্বাস করতুম না কি?"

"তাই তো খুড়ো—ওইটেই রহস্য, যে ডাকাতি করবে সে কি নিজের বিছানার তলায় মাল লুকিয়ে রাখতে যাবে ধরা পড়বার জন্য?"

"রামকমল বাবাজী যে হাকিমের চেয়েও বুদ্ধিমান হলে দেখছি।"

শ্লেষভরে বলিয়া চক্রবর্ত্তী উপসংহার করিল—

"নইলে কি আর দারোগা এসে বেঁধে নিয়ে যায়? বলে—পুলিশের লোকেরা মুখ দেখেই চোর-ডাকাত টের পায়? রামমণি বল্লে—"বাবা গো, সে সময়ে আমাদের দিকে তার কট্‌মটে চাউনি কি? আমরা তো ভয়ে আঁৎকে উঠেছিলুম—ছাড়া পেলে যেন তখনি আমাকে গিলে ফেল্‌তো! ভাগ্যে পুলিশ বেঁধে ফেলেছিল।" বল দেখি—ডাকাত ছাড়া অমন চাউনি কার হয়?"

রামকমল চুপ করিয়া রহিল। তারু বোস কহিল—

"যা হোক—তবু সেই অনাথা বেচারাদের আশ্রয় ছিল তো, এখন তারা যে দাঁড়াবে কোথায় তার স্থান রইল না।"

বলিয়া একটা দুঃখের নিশ্বাস ফেলিল। রামকমল জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমরা গিয়ে না দেখাশুনা করছো খুড়ো ?"

"নইলে কি চুপ্ করে থাকতে পারি বাবা, হাজার হোক—মানুষের চামড়া গায়ে আছে তো ? রামমণিতো সেই থেকে সেখানেই আছে, আর আমিও এই খানিক পরেই খাওয়া দাওয়া করে গিয়ে সেইখানে শোব। নইলে তাদের কি একলা ফেলে রাখতে পারি ?"

"তা খুড়ো এইবার তাদের তোমার বাড়ীতে এনেই রাখ না—এ রকম টানা পোড়েন আর করবে কত ?"

"আর দুটো চারটে দিন যাক—নিধের কি হয় দেখি, নইলে কি এখন ঘরে এনে আবার পুলিশের ফ্যাসাদ বাধাব ? তারা মনে ভাবতে পারে যে নন্দর পরিবারেরাও হয় তো খবর জানে নইলে এ সময় বাড়ী ছেড়ে পালালো কেন ? নইলে আমার কি সোজা ভাবনা রে বাবা—যতদিন কুসুমের বিয়ে দিয়ে ওদের একটা থিতু করে দিতে না পারি—ততদিন আমার আহার নিদ্রা নেই। আহা যে করে ওরা সবাই গিয়ে পড়ে যমে-মানুষে টানাটানি করে আমায় বাঁচিয়েছে ; নিধে বেটা এই সর্ব্বনাশ করে হাজতে না গেলে তো—"

কথা ফুরাইল না, নবগুরুমশাই দামুর দোকানের খাতা লিখিতে আসিয়া—বকুলতলায় দাঁড়াইয়া কহিল—

"খালাস পেয়েছে নিধিরাম।"

"এঁ্যা—খালাস পেয়েছে ?"

এমন বিকৃত কণ্ঠে কথাটা বলিয়া চক্রবর্ত্তী সহসা চঞ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল যে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া তাহার পানে চাহিল। গুরুমশাই আবার কহিল—"

"হ্যাঁ খালাস পেয়েছে—জামিনে, এইমাত্র হাটে শুনে এলুম।"

চক্রবর্ত্তী একটা লম্বা নিশ্বাস ছোট করিয়া চাপিয়া ফেলিয় প্রফুল্লিত ভাবে বলিল—

"আহা আশীর্ব্বাদ করি' তাই হোক্—একেবারে বেকসুর খালাস পেয়ে আসুক। যে করে আমার নন্দর পরিবারদের বুক দিয়ে আগলে রেখেছে!"

বলিয়াই দোকানের দিকে চাহিয়া হাঁকিল—

"কই হে, দামু এখনো নন্দীপুর থেকে গস্ত করে ফিরলো না, আমাদের তামাক-টামাক দেয় কে ?"

দোকান হইতে দামোদরের পুত্র বাহির হইয়া তামাক সাজিয় দিয়া গেল। কিন্তু তাহা শেষ হইতে না হইতে মোট মাথায় হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়াই দামোদর শশব্যস্তে কম্পিতকণ্ঠে কহিল—

"শীগ্গির যাও খুড়ো—নিধুদার বাড়ীতে আবার কি কাণ্ড ঘটেছে দেখগে, হারাধন থানার দিকে ছুটলো। সেই পথে আমাকে আসতে দেখেই কেঁদে বল্লে—শীগ্গির দাদামশাইকে আসতে বোলো—আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে—মণি-পিসী আর নেই।"

"এঁ্যা—এঁ্যা—বলিস কি রে—রামমণি কোথা ?"

বলিয়া চক্রবর্ত্তী আতঙ্কে কাঁপিয়া, হাতের হুঁকা ছুড়িয়া ফেলিয়

সহসা এমন হইয়া উঠিল যে সকলেই সেই মুহূর্ত্তে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতির সম্ভাবনায় চম্‌কাইয়া তাহার পানে চাহিল। চক্রবর্ত্তী অধীর উৎকণ্ঠায় আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"শীগ্‌গির বল—শীগ্‌গির বল—কোথায় সে? কি হয়েছে?"

"তা জানি না, গেলেই জানতে পারবে—শীগ্‌গির যাও—আমিও আস্‌ছি।"

দামুর কথা শেষ হইতে না হইতেই চক্রবর্ত্তী রুদ্ধ নিশ্বাসে বাতাসের মত ছুটিল। সকলেই অবাক হইয়া মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া এক সঙ্গে ব্যগ্রভাবে দামোদরকে প্রশ্ন করিল—

"কি হয়েছে দামু—ব্যাপার কি?"

"আর মশাই—কি কাণ্ড যে সুরু হয়েছে গাঁয়ে!"

বলিতে বলিতে তাড়াতাড়ি দোকানে ঢুকিয়া বন্ধ করিবার যোগাড় করিতে করিতে এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল—

"রামমণি ঠাকরুণকে গুণ্ডায় ধরে নিয়ে উধাও হয়ে চলে গেছে। বৌ-ঝি নিয়ে বাস করা দায় হয়ে উঠলো। কুসুম আর তিনি এক সঙ্গে পুকুরঘাটে গিয়েছিলেন—ফেরবার পথেই এই কাণ্ড। এতক্ষণ না জানি সেখানে কি হচ্ছে। ডাকাতি নিয়ে পুলিশ একেবারে হন্নে হয়ে ঘুরছে—তার উপর আবার এই—তারা কি আর অল্পে ছাড়বে? গাঁ শুদ্ধ তোলপাড় করে সকলকে অস্থির করে ফেলবে।"

কাহারও মুখে আর বাঙনিষ্পত্তি হইল না। ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া রামকমল চোখ টিপিয়া তারু বোস্‌কে কহিল—

"এর ভিতর রহস্য আছে। গাঁ-ঢলানী রামমণিকে কে না জানে,

দশদিক মাথায় করে বেড়াচ্ছে, তাকে আর গুণ্ডা দিয়ে ধরে নিয়ে যাবার দরকার হয় না। নিশ্চয় এয়েছিল অন্য মতলবে, তার পর ধর্ম্মের কল—ভুল ঢুকে এই কাণ্ড হয়েছে।"

"কে জানে ভাই—কি কাণ্ড ?"

বলিয়া তারু বোস গৃহে যাইবার জন্য উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে রামকমলও উঠিয়া আবার চোখ টিপিয়া কহিল—

"আমার তো এই ডাকাতীর ব্যাপারে আগাগোড়াই সন্দেহ রয়েছে। তোমরা যতই যাই বল আমার তো চক্কোত্তিকে ভাল মনে হয় না—ভিতরে নিশ্চয় কোন রহস্য আছে দেখে নিও পরে।"

কথাগুলা দামোদরেরও কাণে গিয়াছিল, দোকান বন্ধ করিতে করিতে সায় দিয়া বলিয়া উঠিল—

"মিথ্যে নয় বাবাঠাকুর, আমি তো বরাবরই বলে এসেছি—উনি যত সাধুগিরি ফলান না কেন—আমি ওঁকে বেশ চিনি। ঢুদিন গস্ত করে ফেরবার পথে—ওনাদের বাপ-বেটাকে এক সঙ্গে আড়ালে দেখেছি। তা চারপো হয়ে এয়েছে—দেখুন না এই কাণ্ড নিয়ে কি দাঁড়ায় ? নইলে নিধুদা থাকতে তো এতদিন কিছুই হয়নি—আর যেই সে আটকে পড়লো অমনি গুণ্ডো ধরতে এলো রামমণিকে ? ওই পুকুরঘাটতো ওনারা বরাবর সরছেন—ভয়-ডর তো কোনকালে ছিল না।"

বাস্তবিকই নিধি সর্দ্দারের বাড়ীর রশিখানেক দূরবর্ত্তী একটা পুষ্করিণীতে—সে পল্লীর সকল স্ত্রীলোকেরাই নিরাপদে ঘাট সরিত। পথের উপর হইতে ঘন ঝোপের আবরণের ভিতর দিয়া কাহারও

নজর যাইত না বলিয়া সেই পুকুরটাতে সে পাড়ার মেয়েরা একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করিয়া লইয়াছিল। তবুও কুসুম কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া একাকী কখনও পুকুরঘাটে যাইত না।

বেলা থাকিতেই কুসুম রামমণিকে বারম্বার ডাকাডাকি করিয়াও শীঘ্র গা ধুইতে যাইতে পারে নাই। অবশেষে রামমণি যখন হাতের কাজ শেষ করিয়া উঠিল, তখন সূর্য্যদেব পাটে বসিবার উপক্রম করিতেছিলেন। কুসুম ব্যস্ত হইয়া বলিল—

"এত দেরী করে ফেল্লে পিসি—সন্ধ্যে যে হয়ে এলো। পাড়ার মেয়েরা সবাই গা ধুয়ে চলে গেছে, দুজনে পুকুরঘাটে যাব—"

"ভয় কি তাতে?"

বলিয়া সাহস দিয়া রামমণি কহিল—

"এই তো পুকুর—হাঁক দিলে শোনা যায়, এখনি গা ধুয়ে এসে পড়বো—তাতে আর হয়েছে কি?"

"চারদিকে যে ঝোপঝাপ—অন্ধকার হয়ে আসছে, আমার ভয় করে।"

"দেখিস্ লো—মূর্চ্ছো যাস্‌নি!"

বলিয়া একটুখানি শ্লেষের টিপ্পনী কাটিয়া রামমণি কহিল—

"এ পাড়াতে আবার ভয়-ডর কিসের, চারদিকে সব দুলে লোকের বসতি, একটা হাঁক দিলে অমনি লাঠি নিয়ে এসে পড়বে। আর আমি তো সঙ্গে রয়েছি, নে চল্।"

বস্তুতঃই সে পাড়ার ছোটলোকেরা তাহাদের এত অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল যে কুসুমের ভয়ের কারণ কিছুই ছিল না—তাহা সে মনে

মনে বুঝিত, তবুও গা ধুইতে গিয়া যতই তাড়া দিতে লাগিল—ততই রামমণি জলে নামিয়া দেরী করিতে লাগিল। কুসুম অধীর হইয়া কহিল—

"তুমি তবে থাক পিসি—আমি উঠ্লুম, অন্ধকার হয়ে এয়েছে আর থাকতে পারিনি, ওই শোন,—ওদিককার ঝোপের ভিতর কি খস্ খস করছে।"

"তোর বর এসে লুকোচ্ছে! মরণ আর কি—কোথায় খস্খস করছে, তুই ছেলে মানুষ তোর ভয় কি—ভয় বরং আমারই বেশী দাঁড়া।"

কিন্তু ততক্ষণে—কুসুম এক কলসী জল কাঁখে তুলিয়া লইয়া একেবারে উপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ব্যস্ত হইয়া কহিল—

"কাঁকাল টন্‌টন্ করছে আর দাঁড়াতে পারিনি—তুমি এস।"

বলিয়াই অগ্রসর হইয়া চলিল। কিন্তু রামমণি তো ব্যস্ত হইলই না—অধিকন্তু উচ্চ হাসির লহরে সান্ধ্য-আকাশ কাঁপাইয়া রঙ্গ করিয়া কহিল—

"দেখ তবে, তোকে আবার জলে নামাতে পারি কি না?"

বলিয়াই তাড়াতাড়ি দুই হাতে একতাল কাদা তুলিয়া জল হইতে উঠিয়াই, হাসিতে হাসিতে ছুড়িতে ছুড়িতে ছুটিল। কুসুম ততক্ষণে ঘাটের পথ ছাড়াইয়া দ্রুতপদে তাহাদের গৃহের পথে গিয়া পড়িয়াছিল। রামমণি ঘাটের পথে উঠিয়া আসিতেই সহসা পার্শ্বের ঝোপটা নড়িয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিক হইতে এমন একটা মোটা কাপড় আসিয়া তাহার মুখে চোখে পলকের ভিতরেই জড়াইয়া গেল

যে তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। রামমণি আর চীৎকার করিবারও অবসর পাইল না—প্রাণপণে একটা বিষম বিকৃত শব্দ করিয়াই চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু তাহার দেহ ভূমি স্পর্শ করিতে না করিতে অমনি দুইজন ভীমাকৃতি পুরুষ তাহাকে শূন্যে তুলিয়া লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। কুসুম রামমণির বিকৃত কণ্ঠস্বরে চমকিয়া চকিতে পিছন ফিরিয়াই ভয়ে উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিল।

কিন্তু তাহার চীৎকার বাতাসে মিশাইতে না মিশাইতে সদর পথের দিক হইতে সহসা কে ততোধিক উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিয়া উঠিল—

"ভয় নেই—ভয় নেই—আমি এসেছি মা।"

পরক্ষণেই নিধিরাম একটা বংশদণ্ড মাথার উপর তুলিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে বায়ুবেগে ঘাটের পথে আসিয়া পড়িল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাহার পাশের আর একটা ঝোপ নড়িয়া উঠিতেই নিধিরামের বংশদণ্ড সবেগে তাহার উপর পতিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সে বজ্রস্বরে কহিল—

"তবে রে হারামজাদ—বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—নিধে পাকুকে চেন না?"

"এঁ্যা—ওস্তাদ—মেরে ফেল্লে আমায়?"

বলিয়া কে একজন ঝোপের ভিতর হইতে যন্ত্রণাসূচক চীৎকার করিয়া উঠিল। নিধিরাম মূহূর্ত্তকাল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়াই—হাতের বাঁশ ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি সেই ব্যক্তিকে ঝোপের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়াই আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—

"এঁ্যা লীলু সাক্‌রেদ? হায় হায় তোর এ মতিচ্ছন্ন হ'ল?"

ঘটনাগুলা উপর্য্যুপরি এমন মুহূর্ত্তের ভিতরে ঘটিয়া গেল যে, কেমন করিয়া কি হইল—কেহই বুঝিতে পারিল না। চীৎকারে পাড়ার আরও লোক ছুটিয়া আসিতেছিল। নিধিরাম তাহাদের সাহায্যে নীলমণিকে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া আনিয়া বাড়ীর ভিতরে ফেলিল। নীলু ক্ষীণ যন্ত্রণা-সূচক স্বরে নিধিরামকে চুপি চুপি কহিল—

"সবাইকে সরিয়ে দেও দরকারী কথা আছে, একটু জল!"

মিনিট দশেক পরে পাড়ার সকলে বিদায় হইলে, নীলু যা বলিল, তা শুনিয়া নিধিরাম যখন মস্ত বড় হাঁ মেলিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে সেই সময়ে সহসা চক্রবর্ত্তী একেবারে পাগলের মত চেঁচাইতে চেঁচাইতে আসিয়াই—নিধিরাম ও নীলমণিকে একত্রিত দেখিয়াই সহসা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। নীলমণি উচ্চ শ্লেষের হাসি হাসিয়া কহিল—

"অদল-বদল দা-ঠাকুর, ভুলে কুসুম মার বদলে—রামমণি।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নন্দীপুরের গঞ্জের প্রায় আধ ক্রোশ দূরে খড়ো নদীর বাঁকের মুখে একটা সুসজ্জিত বাংলার হল ঘরে কোমল গালিচা বিস্তৃত ফরাসের উপর বসিয়া দুর্ল্লভচন্দ্রের সঙ্গে পদ্মলোচন মদ্যপান করিতেছিল। এই জঙ্গলময় বিস্তৃত জমীটা জগন্নাথ হালে পত্তনি লইয়া আবাদ আরম্ভ করিলেও তখনো সমস্ত হাসিল হইয়া উঠে নাই। উপযুক্ত নির্জ্জন স্থান দেখিয়া—তাহারই এক প্রান্তে নদীর ধারের দিকে একটি সুদৃশ্য বিলাস-ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া পদ্মলোচন ইদানীং প্রায় সেই খানেই যাপন করিত। পদ্মলোচনের নিতান্ত অন্তরঙ্গগণ ব্যতীত সেখানে আর কেহই স্থান পাইত না এবং সেখানে যে সকল প্রজার বসতি হইয়াছিল তাহাদেরও ভালমানুষ বলিতে পারা যায় না।

বিকাল হইতেই পদ্মলোচন ও দুর্ল্লভ মদ লইয়া বসিয়াছিল। যতই বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল, ততই মাত্রা বাড়িয়া ক্রমে এমন হইয়া উঠিল যে, সন্ধ্যার আলো জ্বালিবার পরেই দুর্ল্লভচন্দ্র তাকিয়া আশ্রয় করিয়া লম্বা হইয়াই নাসিকাধ্বনি সুরু করিয়া দিল। পদ্মলোচন বিরক্ত হইয়া ঘণ্টাখানেক নদীর ধারে ঘুরিয়া আসিয়া আবার যখন নূতন করিয়া পত্তন করিল, তখন তাহার মন সেই নির্জ্জন গৃহে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। অধীর অন্তরকে খাড়া রাখিবার জন্য শেষ যখন বোতলের আধখানা নিঃশেষ করিয়া দুর্ল্লভচন্দ্রের মতই এলাইয়া

ভাগ্যলক্ষ্মী

পড়িতেছিল, তেমনি সময়ে তাহার অনুচরগণ শীকার আনিয়া হাজির করিয়া দিয়াই নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

পদ্মলোচনের চক্ষে উজ্জ্বল আলোক ঝাপ্সা হইয়া আসিতেছিল, অধীরভাবে তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়াই বিশাল-বপুর টাল সাম্লাইতে না পারিয়া—কাত হইয়া পড়িয়া যখন জড়িতকণ্ঠে সোহাগের সম্বোধন করিল, তখন রামমণির মুখে বাঁধন না থাকিলেও সে মৃতপ্রায় হইয়া হাঁফাইতেছিল। চকিতে একবার ঘরের চারিদিকে চোখ বুলাইয়া লইয়া দুর্ল্লভচন্দ্রকে দেখিয়া একটু নিশ্চিন্তভাবে মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া গুছাইয়া বসিল। পদ্মলোচন কষ্টে উঠিয়া বসিয়া—আবার এক গেলাস পান করিয়া উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

"আরে আমার লজ্জাবতী লতা রে, এস এস—কাছে এস। আবার ঘোম্টা টেনে বসলে যে! এখানে কেউ নেই চাঁদ—অনেক খরচ করে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে পেয়েছি—যাবে কোথা? এই শালার বেটারাই খেয়েছে তিন চার হাজার, হুঁ হুঁ বাবা অমনি নয়।"

বলিয়া দুর্ল্লভের পানে চাহিয়া ধমক দিল—

"ওঠ্ শালার বেটা পেঁচি মাতাল।"

ঘোমটার ভিতরে রামমণির চোখ একবার জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু সে নিঃশব্দে সামলাইয়া আরো দৃঢ় হইয়া বসিল। পদ্মলোচন গেলাসে আবার মদ ঢালিয়া কম্পিত হস্তে তাহার দিকে বাড়াইয়া কহিল—

"এস চাঁদ ঢুক করে খেয়ে ফেল দেখি, প্রাণে স্বর্গের সুখ উথলে উঠবে। ধর ধর বাবা—এত বেরসিক কেন?"

রামমণি তো গেলাস ধরিলই না—অধিকন্তু আরও একটু দেয়াল ঘেঁসিয়া সরিয়া বসিল। পদ্মলোচনের হাতে গেলাস থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল, অধীরভাবে কহিল—

"ধর ধর, পিছিয়ে পার পাবে না, এখানে আর বাবা খুড়ো নেই চাঁদ্—যমেও ঘেঁসবে না। ধর বল্ছি—পড়ে যায়! আরে কোথাকার ছোটলোক মেয়েমানুষ!"

বলিয়াই গেলাসটা তাহার দিকে ছুড়িয়া দিয়া দুর্ল্লভচন্দ্রকে পায়ের ধাক্কা মারিয়া কহিল—

"এই শালা হাড়ীর বাচ্ছা ওঠ্ না, ধরে লে আয় শালীকে।"

কিন্তু দুর্ল্লভচন্দ্র কেবলমাত্র পাশমোড়া দিয়া শুইল। রামমণির চোখ আবার জ্বলিয়া উঠিল। মদের গেলাসটা কনুয়ে লাগিয়া কাপড় ভিজিয়া গেল, তবু সামলাইয়া—বিরক্ত ভাবে গেলাসটা এক ধারে সরাইয়া রাখিল। পদ্মলোচন দুই হাত নাড়িয়া আবার কহিল—

"দেখ চাঁদ ভাল কথায় বল্ছি, মিঠেনের উপর দিয়ে চল, কাছে এস, নইলে জোরাবুরিতে ছাড়ান পাবে না। এস এগিয়ে এস বল্ছি।"

রামমণি এবার উঠিয়া দরজা ঘেঁসিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। পদ্মলোচন হো হো করিয়া উচ্চ হাসিয়া কহিল—

"হাঃ হাঃ হাঃ—পালাও—পালাও! হুঁ হুঁ সে জো রাখিনি বাবা, তেপান্তর মাঠ—বাপ-মা বল্তে নেই।"

বলিতে বলিতে প্রবল চেষ্টায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই পা টলিতে টলিতে আগাইয়া গিয়াই তাহার কাপড় টানিয়া ধরিল। রামমণির

ঘোমটা খসিয়া গেল—দীপালোক মুখের উপর উজ্জ্বল ভাবে পড়িল। পদ্মলোচন মুহূর্ত্তকাল হতভম্ব হইয়া চাহিয়াই বিষম বিরক্তিভাবে বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—

"আরে এ কোন্ বাঁশবনের পেত্নী ধরে এনেছিস্ রে—কুস্‌মি কই ?"

অনুচরেরা রামমণিকে আনিয়া দিয়াই আহারাদি করিতে চলিয়া গিয়াছিল। তাহাদের ঘর দূর নহে—সুতরাং চিন্তার কারণ ছিল না, এবং এরূপ ব্যাপারও নূতন নহে বলিয়া তাহারা মোতায়েন থাকিয়া পাহারা দিবারও আবশ্যকতা মনে করে নাই। কেবল একমাত্র কুড়ের বাদশা ভৃত্য বাহিরে বারাণ্ডার কোণে বসিয়া ঘুমে ঢুলিতেছিল। কিন্তু অনবরত দেখিয়া দেখিয়া তাহারও বিচক্ষণতা এমন বাড়িয়া গিয়াছিল যে বাবুর স্বর কাণে যাইবামাত্র সে নিঃশব্দে উঠিয়া আপনার অন্ধকার ঘরের ভিতরে-গিয়া চুপি চুপি মুড়ি দিয়া বিছানায় লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।

ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইতে রামমণির বাকী ছিল না। অনুচরগণের বিষম ভুলে যে সেই কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া তদুপলক্ষ্যে মোচড় দিয়া কিছু আদায় করিয়া লইবার চেষ্টায় এতক্ষণ গোলমাল না করিয়া মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছিল। পদ্মলোচনকে দুর্ল্লভের সঙ্গে অনেকবার দেখিয়াছিল এবং সেখানে দুর্ল্লভচন্দ্র নিজেও উপস্থিত ছিল বলিয়া তাহার চিন্তার কারণ ছিল না।

কাহারও সাড়া না পাইয়া পদ্মলোচন আরো বিরক্ত হইয়া, ঘৃণাভরে আপনা-আপনি চীৎকার করিয়া উঠিল—

"দূর কর্—দূর কর্, আরে শালারা এ কোন ঘুঁটে-কুড়োনীর বেটীকে ধঁরে এনেছিস্‌রে—শীগ্‌গির বিদেয় কর্।"

বলিয়াই তাহার কাপড় ছাড়িয়া দিয়া ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইয়া লইল। রামমণির চোখ আবার প্রদীপ্ত হইল কিন্তু আবার সামলাইয়া চকিতে পদ্মলোচনের সম্মুখে গিয়া দুই হাত নাড়িয়া খর্ খর্ করিয়া বলিয়া উঠিল—

"বিদেয় অমনি করলেই হল—ধরে আনবার বেলা হুঁস ছিল না? হাজারটি টাকা সুড়সুড় করে গুণে বার করে দে—চুপচাপ করে চলে যাচ্ছি। ভদ্দর লোকের মেয়ের জাত খাওয়া মুখের কথা নয় চাঁদ!"

বলিয়া এমন বিকৃতকণ্ঠে খিল্ খিল্ করিয়া অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল যে—পদ্মলোচন হঠাৎ সভয়ে কাঁপিয়া দু'পা পিছাইয়া যাইতেই দুর্ল্লভের গায়ে পা লাগিয়া পড়িতে পড়িতে সাম্লাইয়া সজোরে পদাঘাত করিয়া কহিল—

"ওঠ্ নারে শালার বেটা—হারামের বাচ্ছা—একি কাণ্ড হ'ল দেখনারে।"

চীৎকার ও গোলমালে ইতিপূর্ব্বেই দুর্ল্লভচন্দ্রের নেশা কাটিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আড়চোখে দেখিয়া ঘটনাটা একরূপ অনুমান করিয়া লইয়া—মটকা মারিয়া মনে মনে একটা নূতন দাঁও মারিবার মতলব ভাঁজিতেছিল। সেরূপ ব্যবহার ও গালাগালি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়াইয়া এমন গা-সহা হইয়া গিয়াছিল যে, পদ্মলোচনের লাথি ও কটূক্তি নিঃশব্দে হজম করিয়া—তেমনি মটকা মারিয়াই পড়িয়া রহিল। কিন্তু রামমণি এবার ঝঙ্কার দিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল—

"খবরদার মুখ সামলে কথা কোস্ বলছি। দে শীগগির টাকা গুণে,

ভদ্রলোকের ঝি-বউ আনা সহজ না কি, আবার ভদ্রলোকের ছেলেকে মুখ-খিস্তি ?”

“তো—তো—তোর কিরে গুয়েপেত্নী ? কে তুই ?”

বলিতে বলিতে ঝাপসা চোখে জোর করিয়া টানিয়া চাহিয়াই আবার ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল—

“রাম কহো—কি বদখদ্ বাবা ! বেটী হাড়ী-চাঁড়ালের ঝি আবার ভদ্দর ? মুখের ছিরি দেখ—ওয়াক্—ওয়াক্ নেশা মাটী বাবা—ওয়াক্ থুঃ—থুঃ ।”

বলিয়াই মুখখানা বেজায় বিকৃত করিয়া এমন প্রবলভাবে থু থু ফেলিল যে তাহার একটা বিন্দুও অন্য কোথাও না পড়িয়া একেবারে রামমণির সারা মুখখানাকে রঞ্জিত করিয়া দিল ।

যতই কুরূপা হউক রূপের নিন্দা অতিবড় ধৈর্য্যশীলা রমণীও বোধ করি সহিতে পারে না, তা রামমণির যে রূপের সুখ্যাতি একেবারেই ছিল না—এমন নয়, সুতরাং পদ্মলোচনের ঘৃণায় সে হাড়ে হাড়ে চটিয়া মনে মনে গরগর করিতেছিল, তার উপর দুর্ল্লভের প্রতি অসহ্য কটূক্তি প্রয়োগ শুনিতে শুনিতে সে আগুনে ক্রমাগত ঘৃতাহুতি পড়িতেছিল—তবুও স্বার্থের মুখ চাহিয়া রামমণি আত্ম-দমন করিয়া যাইতেছিল । কিন্তু শেষে যখন তেমনি কটূক্তির সঙ্গে সঙ্গে দারুণ পূতিগন্ধময় গাঢ় নিষ্ঠিবন চট্‌চটে আঠার মত সারা মুখ চোখের উপর জাঁকিয়া বসিয়া তাহার অন্নপ্রাশনের ভাতগুলিকে অবধি বাহিরের দিকে টানিয়া আনিতে লাগিল, তখন রামমণি আর থাকিতে পারিল না । একেবারে বারুদের মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বিকৃতস্বরে ঝঙ্কার দিল—

"তবেরে হারামজাদা ইতরের বাচ্ছা—হাড়ী-চাঁড়াল তোর চৌদ্দপুরুষ—"

বলিয়াই সহসা প্রবলভাবে তাহার উপর পতিত হইয়া, নখ দিয়া মুখ চোখ ছিঁড়িয়া চুল টানিয়া ধরিল। পদ্মলোচন সে বেগ সামলাইতে পারিল না—রামমণিকে শুদ্ধ লইয়া সবেগে পড়িয়া গিয়াই যন্ত্রনায় চীৎকার করিয়া উঠিল—

"খুনে—রাক্ষসী—শয়তানী—পেত্নী রে বাবা!"

বলিয়া আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য ধস্তাধস্তি করিতে করিতে সহসা সবলে এমন ভাবে পা ছুড়িল যে রামমণির উদরে সেই জোড়া পায়ের লাথি লোহার মুগুরের মত লাগিয়া তাহাকে তিন হাত দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

"উ—মাগো—গেলুম গো—"

বলিয়াই বিকৃতকণ্ঠে ক্ষীণ চীৎকার করিয়াই রামমণি মূর্চ্ছিত হইয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে সহসা প্রচণ্ডভাবে দরজা ঠেলিয়া চক্রবর্ত্তী ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়াই সচকিতে চারিদিকে চাহিয়া—পাগলের মত বিকৃত কণ্ঠে —"মা—মা আমার—মাগো—খুন করে ফেলেছে—"

বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উর্দ্ধশ্বাসে গিয়া রামমণির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই হাতে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

ঘটনাগুলা মুহূর্ত্তের ভিতরেই এমনভাবে ঘটিয়া গেল যে, দুর্ল্লভচন্দ্র ধড়মড়িয়া উঠিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। চক্রবর্ত্তীকে সহসা তেমন ভাবে ঢুকিতে দেখিয়া পদ্মলোচন তাড়াতাড়ি দুই হাতে ভর দিয়া ঠেলিয়া উঠিয়া রক্ত চক্ষে শাসাইয়া বজ্রস্বরে ধমক দিল—

"তবেরে হারামজাদ শয়তানের ঝাড়, জুতিয়ে সব মুখ ভেঙ্গে দেব।"

বলিয়া যেমন আগাইয়া যাইতে গেল, অমনি দুর্লভচন্দ্র সহসা বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া—সবলে তাহার গলা টিপিয়া চিত করিয়া শোয়াইয়া ফেলিয়াই, বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া ঘন ঘন মুষ্ট্যাঘাত করিতে করিতে ক্রোধে দাঁত কড়মড় করিয়া কহিল—

"শুয়ার বাঁদীকি বাচ্ছা—আজ তোকে শেষ করে যাব।"

পদ্মলোচন বারকতক গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া অচেতন হইয়া পড়িল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাহিরে কতকগুলি দ্রুত পদশব্দ হইল, দুর্লভচন্দ্র চম্‌কাইয়া ফিরিতে না ফিরিতেই সহসা সুরেশ কতকগুলি কনেষ্টবল লইয়া ঢুকিয়াই গম্ভীরস্বরে আদেশ করিল—

"বাঁধো—কোই না ভাগে।"

চোখের পলকে সকলের হাতে বন্ধন পড়িল। চক্রবর্ত্তী উচ্চ হাসিতে ঘর কাঁপাইয়া পাগলের মত বলিল—

"বাঁধ—বাঁধ চোর ডাকাত—জালিয়াৎ—খুনে—কিছু বাদ নেই, ফাঁসী দেও—ঠিক শোধ-বোধ।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

জেলাময় এমন হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল যে সেই কথা ভিন্ন লোকের আর কোন চর্চ্চা ছিল না। বিশেষ করিয়া যখন নয়ান-বৌয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতা নীলু ডোম স্বেচ্ছায় আসিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সাক্ষী হইয়া একে একে আদ্যোপান্ত সকল কাহিনী অকপটে বিবৃত করিল, তখন সেই সকল শুনিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে চক্রবর্ত্তী পরিবারের উপর শুধু খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল—এমন নয়, সকলেই বাঁধা পুকুরের বৈঠকে বসিয়া একযোগে অভিমত প্রকাশ করিল—

"ওদের গুষ্ঠিবর্গকে কোমর অবধি মাটীতে পুতে রোজ রোজ কুকুর দিয়ে একটু একটু করে খাইয়ে লুন ছড়িয়ে দিলে, তবেই উপযুক্ত সাজা হয়।"

দামোদর বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিল—

"কেমন—দেখলেন তো, আমি কিন্তু বরাবর বলে এসেছি, তা ছোটলোকের কথা বলে কেউ কাণে তোলেননি। অতবড় বেইমান নিমক্‌হারাম—শয়তানের গুষ্ঠি ভূভারতে আর দুটি নেই।"

"তাই তো হে—এ যে স্বপ্নেরও অগোচর।"

বলিয়া রামকমল ভট্টাচার্য্য গালে হাত দিয়া কহিল—

"গরীব নন্দবাবু বেচারাদের সর্ব্বনাশ করবার জন্য কতকাল থেকে যোগাড়-যন্ত্র করে তোয়ের হয়েছিল হে? জগৎবাবুর মরবার সময়ে গোবর্দ্ধন মজুমদারকে দিয়ে মর্টগেজ চুরি করিয়ে হুবহু তাঁর

হাতের লেখায় জগন্নাথের নামে বিক্রীনামা লিখিয়ে তলে তলে নালিশ করিয়ে ডিক্রী-নীলাম-ক্রোক দিয়ে ঠিক তার মেয়ের গায়ে হলুদের মুখেই কেমন করে বেচারাকে মেরে ফেল্লে হে!"

বলিতে বলিতে আতঙ্কে পাণ্ডুর মুখে শিহরিয়া উঠিল। তারু বোস তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিয়া উঠিল—

"শুধু তাই? এমন ভাবে আত্মজন হয়ে বেচারাদের সঙ্গে মেশামেশি করেছিল যে কেউ কি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পেরেছে?"

"আরে এ কি সন্দেহের কথা?"

বলিয়া রামকমল সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—

"এখনো বছর ফেরেনি—ওই নন্দবাবুরাই গুষ্টিবর্গ মিলে পড়ে ব্যাটাকে যে যমের মুখ থেকে টেনে এনেছিল—সে কথা নিজেও তো শতমুখে বল্‌তো, একটা জীবজন্তুরও ওরকম উপকার করলে সে যে গোলাম হয়ে থাকে। তা ওদের তো মানুষের চামড়া—"

"তাই তো আরো ভয়ানক বাবা ঠাকুর।"

বলিয়া দামোদর দৃঢ় কণ্ঠে কহিল—

"ওই চামড়াখানার ভিতরেই যে শয়তানের বাসা। তাই তো বাঘ ভালুককেও বিশ্বাস করা যায়—তবু মানুষকে নয়। দেখনা—তাকে মেরেই কি থাম্‌লো? নিধুদা গরীবদের সহায় হয়ে রক্ষা করছিল বলে কেমন করে নিজেদের গদিতে নিজেদের লোক দিয়ে ডাকাতি করিয়ে রামমণিকে দিয়ে তার বিছানার তলায় গহনা রাখিয়ে তাকে বাঁধিয়ে দিয়ে কুসুমকে লুটে নে যাবার মতলব করেছিল। ভাগ্যে নীলু ডোম ছিল, নইলে কি সর্ব্বনাশ হ'ত।"

"দেখ বাবা সব ধর্ম্মের কল—মাথার উপর এখনো একজন আছেন তো ? নইলে কুসুমকে ধরতে এসে, ভুলে রামমণিকে ধরে নিয়ে গে হুলস্থুল বাধবে কেন ? এমন পদবাবু যদি মর-মর হয়ে হাঁসপাতালে না যেতো তাহলে কি জগন্নাথেরও চোখ খুলতো—না এমন করে নিধি-রামের কুঁড়েতে মাগ-ভাতারে পাগল হয়ে ছুটে গিয়ে তাদের সকলের পা জড়িয়ে ধরে মাপ চেয়ে—সকল কথা প্রকাশ করে—দশগুণ বেশী দিয়ে তাদের সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিত ?"

বলিয়া, রামকমল থামিতে না থামিতে তারু-বোস সায় দিয়া বলিল—

"তা বটে, জগন্নাথ নিজে চেষ্টা না করলে—গোবর্দ্ধনও ধরা পড়তো না—আর মর্টগেজ জালের কথাও প্রকাশ হ'ত না।"

"আর রামমণিকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি না হলে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আগুন লেগে বেটার মা পুড়ে না মলে—ওই শয়তান বাপ-বেটাও শোধরাত না। কেমন ভগবানের বিচার দেখ ভাই, কোথাকার জল কোথা দিয়ে চালিয়ে কেমন সব অদ্ভুত রকমের ওল্টোট-পালট করে দিলেন। শয়তান যত বড় হোক না কেন—শেষে একদিন দেবতার পায়ের তলায় কাবু হয়ে পড়তেই হবে।"

বলিয়া রামকমল একটু থামিয়াই আবার কহিল—

"আমার কিন্তু রাগ যাচ্ছে না, যতই কথাগুলো মনে হয়, ততই ওদের কুকুর দিয়ে খাওয়াতে ইচ্ছে হয়। ওঃ সেই শ্রীপতিবাবুকে ধরিয়ে দেওয়া থেকে উপরি-উপরি কতগুলো ভয়ানক কাণ্ড করলে হে ! চৌধুরীদের উপর শুদ্ধ এমন রাগ হয় যে আর মুখ দেখতে ইচ্ছা হয় না,

যারা এমন সব সর্ব্বনাশ করলে তাদের উপর আবার দয়া ? নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে গে তুলে—ওই রাক্ষসী রামমণির কি চিকিৎসা আর সেবা সুশ্রূষাটা না করছে ? লোকে বাপ-মায়েরও এত করতে পারে না।"

"তার চেয়ে বেশী রাগ হওয়া উচিত যে, ওই ইনিস্‌পেক্‌টার সুরেশ বাবুর উপর।"

বলিয়া তারু-বোস আশ্চর্য্যভাবে কহিল—

"পুলিশ যে এমন সাধু পুরুষ হয় তা বাপের কালে কেউ কখনো শোনে নি। এমন সব সঙিন্ সঙিন্ মোকদ্দমার এত সহজে কিনারা হয়ে গেল—কোথায় এক ধার থেকে সব বেটা-বেটীকে বেঁধে একেবারে ফাঁসী নয় পুলিপোলাও পাঠাবার জোগাড় কর, না উল্টে—কেমন তাল গোল পাকিয়ে কেস মাটী করে সবাইকে একধার থেকে মাপ করে খালাস্! উঁর মত লোকের পুলিশে না এসে—কাশী গিয়ে তৈলঙ্গস্বামীর মত কোন মহাপুরুষের চেলাগিরি করাই উচিত।"

"তা শুধু ওঁকে একলা দোষ দিলে চলবে কেন ?"

বলিয়া, এবার দামু প্রফুল্লভাবে কহিল—

"ওঁদের সকলের যাঁরা উপরওয়ালা সেই পুলিশ সাহেব আর মুলুকের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ম্যাজিষ্টার সাহেব অবধি সবাই যে তেমনিতর তৈলঙ্গ-স্বামীর চেলা হয়ে উঠেছেন। নইলে চক্কোত্তিদের তো কথাই ছিল না—জগন্নাথ সরকারেরও ভিটেমাটী চাটি হয়ে ঘানি-টানা কেউ রদ করতে পারতো না। কাশীর স্বামীজী এসে যে একধার থেকে সবাইকে কি গুণ করে চলে গেলেন—তা বলতে পারি নি।" এই মাস তিনেকের ভিতরে একেবারে সব ওলোট-পালোট! পদবাবুর সেই বাগান বাড়ীতে

জগন্নাথ সরকার লাখ টাকা খরচ করে কি রকম অনাথ-আশ্রম আর দাতব্য হাঁসপাতাল করে দিলে—দেখছেন তো ?"

"হ্যাঁ—এ সমস্ত অবাক কাণ্ড—ঠিক যেন স্বপ্নের খেলা, কিন্তু আমার তো এখনো ও চক্কোত্তিদের বিশ্বাস হয় না।"

"ভাগ্যলক্ষ্মীর দয়ায় সব হয় দা-ঠাকুর।"

বলিয়া, দামোদর ভট্টাচার্য্যের কথায় প্রতিবাদ করিল—

"সাধু সঙ্গের মাহাত্ম্য কি কম ? শুনেছ তো—ডাকাত 'রত্নাকর' দেবর্ষির সঙ্গে পড়ে মহামুনি বাল্মীকি হয়ে গিয়েছিলেন। আর কোন ভয় নেই। ওই যে অতবড় ডর্দ্দান্ত ডুলুবাবু সে সেদিন—সেই চাঁড়াল পাগলীর কলেরার সময়ে নিজের হাতে করে—ঘেন্না পিত্যি ভুলে—কি সেবা করছিলো গো ? চারদিকে অত লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে কেবল মুখেই দয়া দেখাচ্ছিল—আর কেউ তো ছুঁতে যায় নি। আমি তো দেখে একেবারে থ' হয়ে গেলুম।"

"এ্যাঁ, বলিস কি দামু ?"

"বিশ্বাস না হয় চল বোস্ মশাই দেখিয়ে আনছি। ডুলু নিজের হাতে তার সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কার করে দিয়ে—নিজে ঘাড়ে করে নিয়ে হাঁসপাতালে রেখে এসে—দিন রাত ডাক্তারদের সঙ্গে পড়ে থেকে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছে—সে এখন ওই অনাথ-আশ্রমেই রয়েছে দেখে এস। যেমন গুণ্ডা বদমাইসের সর্দ্দার হয়ে এতদিন লোকের সর্ব্বনাশ করে বেড়িয়েছে—এখন ডুলু তেমনি উলটো দিকে গেছে। কই তাকে কি আর এখানে বড় দেখতে পাও ? সকাল থেকে রাত ডুপুর অবধি খালি—কে কোথায় কাঙ্গাল গরীব রোগে ভুগছে—কে কোথায় খেতে

পাচ্ছে না—কার কোথায় মড়া পোড়াবার লোকের দরকার—এই খুঁজে খুঁজে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই তো এখন অনাথ-আশ্রমের প্রধান পাণ্ডা বল্লেই হয়।"

রামকমল বিজ্ঞের ভাবে কহিল—

"দেখ সকলের ভিতরেই ভগবান শক্তিরূপে বিরাজ করছেন, শয়তানের প্রলোভনে সেই শক্তি মন্দের দিকে নিয়োজিত করলে পৃথিবীতে যেমন অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়—তাঁর দয়ায় ভালোর দিকে ঝুঁক্‌লে তেমনি সে যে অসাধ্য সাধন করতে পারে তা আশ্চর্য্য নয়। এখন নারায়ণের কৃপায় কুসুমের বিয়েটা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হলে তখন বুঝবো যে সত্যই ভাগ্যলক্ষ্মী সদয় হয়েছেন, আর তাহলে জানবো যে যাঁরা এই সকল আশ্চর্য্য ওলোট-পালট ঘটিয়ে দিয়েছেন—তাঁরা কেউ মানুষ নন—স্বর্গের দেবতা ধরার কল্যাণের জন্য মানুষের রূপ ধরে এসে বিরাজ করছেন।"

"তারও তো আর দেরী নেই দা-ঠাকুর—মাঝে আর একটা হপ্তা। শুনলুম ঘোষাল দা-ঠাকুর সপরিবারে শ্রীপতি বাবুদের বাড়ী গিয়ে বর কর্ত্তা হয়ে বসেছেন।"

বলিয়া দামোদর থামিতে না থামিতে তারু বোস জিজ্ঞাসা করিল—

"আর কন্যা কর্ত্তা হ'ল কে?"

"এবারে—কন্যাকর্ত্তার একজাই লেগে গেছে, তবে নিধুদাই প্রধান।"

বলিয়া মধুর হাসিয়া দামোদার কহিল—

"কার কথা বলবো; স্বয়ং ইনিস্‌পেকটার সুরেশবাবু থেকে

শশী উকিল, জগন্নাথ, পদ্মলোচন, দুর্ল্লভ—মায় চক্কোত্তি অবধি। রাজা রাজড়ার মেয়ের বিয়েতেও এমন ঘটা হয় না। এখন থেকে কাঙ্গালী ভোজনের জন্যে চৌকিদারেরা চারদিকে ঢেঁড়া নিয়ে ফিরছে। চৌধুরী বাড়ীতে জিনিষপত্তরে একেবারে যেন দশটা হাট মেলে দিয়েছে, সত্যই ভাগ্যলক্ষীর খেলা।”

বাস্তবিকই কুসুমের বিবাহে এমন সমারোহ পড়িয়া গিয়াছিল যে সারা জেলাটার ভিতরে স্বপ্নেও কেহ তা কল্পনা করিতে পারে নাই। জগন্নাথের পত্নীই যে দশ দিন আগে আপনার ঘরদোর ফেলিয়া চৌধুরী বাড়ীতে আসিয়া বুক দিয়া পড়িয়া খাটিতেছিল এমন নয়, তাহার পতি-পুত্র অবধি সর্ব্বক্ষণ হাজির থাকিয়া—নিজেদের পুকুর, বাগান, ও আড়ত হইতে ভারে ভারে মাছ, তরকারি ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ক্রমাগতঃ আনাইয়া স্তুপাকারে জমা করিতেছিল। শেষে যখন বিবাহের সূচনাতেই ক্রমাগতঃ তিনদিন ধরিয়া আগে কাঙ্গালী ভোজন শেষ হইয়া গেল—তখন পদ্মলোচনের মা গলায় বস্ত্র দিয়া তুলসীতলায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আপন হাতে আপনার নাক কাণ মলিয়া সর্ব্বসমক্ষে করযোড়ে উচ্চৈঃস্বরে কহিল—

“এতদিনে আমাদের মহাপাপের প্রাচিত্তির হল এইবার সবাই অনুমতি কর আমার বোনঝির বেতে—বিদুরের ক্ষুদকুঁড়ো উচ্ছুগ্গু করে দিই, আয় দেখি মা আমার কাছে।”

বলিয়া কুসুমকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া—নিজের হাতের শাঁখা ও লোহা মাত্র রাখিয়া—আর সমস্ত অলঙ্কার একে একে খুলিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ সাজাইয়া দিয়া—অগাধ স্নেহে মুখ চুম্বন করিয়া বুকের

উপর চাপিয়া ধরিল। তেমনি সময়ে পদ্মলোচন একেবারে হুট্‌পাট করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়াই কহিল—

"এ কি মা, আমার বোনের বিয়েতে তুমি একলাই দেবে, আমি উপযুক্ত দাদা কিছু দেব না ? আয় তো বোন্‌ !"

বলিয়াই নিজের হাতের বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরী খুলিয়া স্বহস্তে কুসুমের অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিতে দিতে কম্পিত কণ্ঠে কহিল—

"মহা পাপী দাদা তোর—ভুলিস্‌নে বোন্‌, তোর পুণ্যস্নেহে তার সকল কালী ধুয়ে মুছে নিয়ে মনের কোণে একটু ঠাঁই দিস্‌ !"

বলিতে বলিতে স্বর বাধিয়া চোখ দিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া ফোঁটা-কতক জল ঝরিয়া পড়িল। আহ্লাদে সকলেরই চক্ষু সজল হইয়া আসিয়াছিল। কুসুম কৃতজ্ঞতাভরে কি বলিতে গিয়াও পারিল না, কম্পিত কণ্ঠে কেবল "—দাদা—"

বলিয়াই মাথা হেঁট করিল। কিন্তু শৈলবালা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া জোর গলায় বলিয়া উঠিল—

"তা কখ্‌খনো হবে না দাদা—আমরা দুটিতে জোড়ের পায়রা, ওকে যেমন দিলে আমাকেও দিতে হবে, নইলে তোমার সঙ্গে আড়ি, কেউ দাদা বলে ডাকবো না। তুমি বিচার করে বল মাসিমা !"

পদ্মলোচনের মাতা তাড়াতাড়ি শৈলকেও অন্য হাতে বুকের উপর টানিয়া লইয়া আনন্দের অশ্রুধারায় উভয়কে অভিসিঞ্চিত করিতে করিতে উপরের দিকে চাহিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে কহিল—

"ভগবান—আমি স্বর্গবাস চাইনি, এমনি দুটি মেয়েকে বুকে ধরে জন্ম জন্ম যেন সংসারের কীট হয়ে থাকি।"

"আমিই বুঝি আমার বোনেদের ছেড়ে চলে যাব—"

বলিয়া, অঙ্গুলি হইতে আর একটি আংটী খুলিয়া শৈলবালাকে পরাইয়া দিয়া পদ্মলোচন মায়ের উপরে গলা চড়াইয়া কহিল—

"যেখানে আমার শৈল আর কুসুম বোন্, যেখানে আমার চারু আর শ্রীপতি ভগ্নীপতি—সেই আমার সারাজীবনের বৈকুণ্ঠ ভবন।"

"কেবল এই অথম্ভে খুড়ো বেটাই কি পাপের ভার বইতে চির অন্ধকারে পড়ে থাকবে?"

বলিতে বলিতে সেইক্ষণে শুষ্ক-শীর্ণ বৃদ্ধ ত্রিলোচন আসিয়া মাঝ-খানে দাঁড়াইল। তাহার দেহে তিন মাসের ভিতরেই এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছিল যে—আর তাহাকে চিনিবার জো ছিল না। মাথার চুল সাদা হইয়া কাঁধ পর্য্যন্ত লতাইয়া পড়িয়াছিল—তুষার ধবল গুম্ফ শ্মশ্রুতে বক্ষস্থল ঢাকিয়া গিয়াছিল, গেরুয়া বসনে ঋষির মত দেখাইতে-ছিল। কুসুম এবং শৈলবালার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মলোচন ঢিপ করিয়া তাহার পদতলে মাথা ঠেকাইয়া ধূলি লইয়া মাথায় দিতে দিতে হাসিয়া কহিল—

"তুমি যে দাদা আমাদের নারদ ঋষি—আর রামমণি-মা স্বয়ং আদ্যাশক্তি ভবানী। যে কাণ্ড করে—যে বিপ্লব বাধিয়ে আমাদের নরককুণ্ড থেকে হাত ধরে টেনে এনে এই স্বর্গের দ্বারে পৌঁছে দেছ—তার ঋণ কি এক জন্মে শোধ হবে? তোমাদের অন্ত কে পাবে ঠাকুর, তোমাদের কার্য্যকারণের রহস্য কে নির্ণয় করবে? জন্ম জন্ম ঐ চরণ-তলে যেন এমনি করেই স্থান পাই—এই আশীর্ব্বাদ কর!"

সহসা চক্রবর্ত্তীর চোখমুখ প্রদীপ্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল—সভয়ে জিভ কাটিয়া জড়সড় হইয়া শশব্যস্তে কহিল—

"আমি না—আমি না—বাপ্‌রে? সেই—সেই—সেই—"

বলিয়াই যুক্ত করে উর্দ্ধ নেত্রে চাহিয়া গদ গদ স্বরে কহিল—

"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

বলিয়াই আপনার মনে বিড়্‌ বিড়্‌ করিতে করিতে বাহির বাটীতে চলিয়া গেল। পদ্মলোচনের মাতা সেই দিকে চাহিয়া একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—

"কাশীর স্বামীজি এসে ঠাকুরকে একেবারে পাগল করে দিয়ে গেছেন।"

"অমন পাগলের চরণরেণু যেন জন্ম জন্ম মাথায় ধারণ করতে পাই মা—এই আশীর্ব্বাদ কর।"

বলিয়া, পদ্মলোচন থামিতে না থামিতে নিধিরাম আসিয়া তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কহিল—

"ঠিক কথা দাদাবাবু, মহাপাপী ক্ষুদ্দুর্ মনিষ্যি আমরা, ওনাদের খেলা কি বুঝতে পারি? ওনারা সব দেবতা, ছদ্মবেশ ধরে পৃথিবীতে বেড়াতে এয়েছেন। দেখবে এস বাইরে আবার ইনিস্‌পেকটার বাবু কি কাণ্ড বাধিয়েছেন—গোরার দলে উঠোন ছেয়ে গেছে।"

নিধিরামের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে সহসা ইংরাজী বাদ্যে সারা গ্রাম খানা আলোড়িত হইয়া উঠিল। পদ্মলোচন নিধিরামকে ঠেলিয়া লইয়া ছুটিল। পুরাঙ্গনারা সকলেই ছুটোছুটি করিয়া ছাদে ও বাতায়নে গিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীময় হৈ হৈ পড়িয়া গেল।

বাহির বাটীতেও তিল ধারণের স্থান ছিল না। সুরেশ ভিতরে ভিতরে বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতা হইতে ইংরাজী বাজনার সঙ্গে সঙ্গে বরানুগমনের উপযোগী এত সাজ-সরঞ্জাম আনাইয়া ফেলিয়াছিল যে, আশপাশের দশখানা গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছুটিয়া আসিয়া ভয়ানক ভিড় করিয়া স্তম্ভিত হইয়া অবাক্ দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। তারপরে সেই সকল সাজাইয়া সুরেশ যখন আপনি বন্দোবস্ত করিয়া বর আনিবার জন্য ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিল তখন সমুদ্রপ্রবাহের মত জনপ্রবাহ দেশ মাতাইয়া তাহাদের পিছনে পিছনে ছুটিল।

সন্ধ্যার পরেই লগ্ন। বিকাল হইতে বাহির বাটীর নব নির্ম্মিত বিশাল আটচালার ভিতরে বিরাট বিবাহ-সভা জমিয়া গিয়াছিল। সপরিবারে খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ সাহেব পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রদানস্থলে বরসজ্জা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। তেমনি সময়ে স্বয়ং দুর্ল্লভচন্দ্র ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে যখন বর লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল তখন নিধিরাম আনন্দের আতিশয্যে তাহাকে জোর করিয়া একেবারে কাঁধে তুলিয়া লইয়া সমস্ত সভা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে উচ্চকণ্ঠে কহিল—

"এই আমার কাঙালের ঠাকুর—দীন-দুঃখীর মা-বাপ। দেখ, দেখ সবাই চিনে রাখ—এনার শরণ নিও, তাহ'লে আর শোক-দুঃখ থাকবে না—পাপ-তাপ থাকবে না—গরীবের সংসার স্বর্গ হবে।"

দুর্ল্লভচন্দ্র বহু চেষ্টায় মুক্তিলাভ করিয়া চোখ পাকাইয়া কহিল—

"খবরদার ও কথা না, আমি না—তুমি না—কেউ না—কিছু না সব সেই—সেই—সেই—তিনি—"

বলিয়াই চতুর্দ্দিকে চাহিয়া করযোড়ে প্রণাম করিল।

সম্প্রদানের পরে সুরেশের ইঙ্গিতে সকলে মিলিয়া সেই বিরাট-সভামণ্ডপের কোলাহল থামাইতেই উকীল শশীবাবু ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ সাহেবের সুমুখে দাঁড়াইয়া যখন মৃত জগৎবাবুর উইল পাঠ শেষ করিয়া থামিলেন, তখন সকলে গভীর বিস্ময়ে এমন স্তব্ধ হইয়া গেল যে, কাহারও প্রাণবায়ু বহিতেছে কি না—জানিবার উপায় রহিল না। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত নিমাই ঘোষাল উঠিয়া দাঁড়াইয়া—উপরের দিকে চাহিয়া দুই হাত জোড় করিয়া প্রাণ ঢালিয়া কহিল—

"হে গুরু, হে প্রভু, যেখানে থাক—আজ উপর থেকে একবার চেয়ে দেখে—নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ কর। আজ তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'ল—নন্দবাবুর মেয়েই তোমার নাত-বৌ হ'ল। তোমার ইচ্ছানুসারী তোমারই দৌহিত্রের করে নন্দবাবুর কন্যাকে সমর্পিত করে—তার হাতে তোমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি অর্পণ করে আমরাও ঋণ-মুক্ত হলুম।"

বর শ্রীপতি চোরের মত হইয়াই—নিঃশব্দে শুনিতেছিল, চোখের পলকে ছুটিয়া গিয়া সুরেশকে দুইহাতে সবলে বেষ্টন করিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে কম্পিত কণ্ঠে কহিল—

"ভাই ভাই—"

"দাদা—দাদা—"

কম্পিত-স্বরে বলিতে বলিতে সুরেশ তাড়াতাড়ি আপনাকে মুক্ত করিয়া—শ্রীপতির চরণতলে পতিত হইল। শ্রীপতি আবেগভরে তাড়াতাড়ি তাহাকে টানিয়া তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—

"চাই না বিষয়-সম্পত্তি—চাই না ঐশ্বর্য্য-সম্পদ—আজ এই যে অমূল্য-রত্ন কুড়িয়ে পেলুম—তা এমনি করে চিরদিন যেন বক্ষে ধারণ করতে পারি, দীননাথ এই বর দাও।"

বলিতে বলিতে উভয়ে একসঙ্গে নতজানু হইয়া উপরের দিকে হাত জুড়িয়া গদগদ ভাবে কহিল—

"দাদা—দাদা—যেখানে থাক, সেইখান থেকে তোমার এই অকৃতী-নাতি দুটিকে কর্ত্তব্যের পথে তুমিই চিরদিন চালিত ক'র।"

সেই সময়ে চক্রবর্ত্তী তাহাদের কাছে আসিয়া শ্রীপতিকে কহিল—

"ভাই—এই বুড়ো বেটাই সকল অনর্থের মূল, আমিই তোমাকে হাজতে ঠেলেছিলুম—দু-দুবার তোমার বে পণ্ড করেছিলুম, তোমার নিরীহ শ্বশুরের মৃত্যুর কারণ হয়েছিলুম—আজ আমিই তোমার হাতে কুসুম দিদিকে তুলে দিয়ে তার উপসংহার করি।"

সুরেশ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া শ্লেষের স্বরে বলিয়া উঠিল—

"তোমার কি ভীমরতি ধরেছে দাদা? একটা 'আমি' খুঁজে পাওয় ভার আর তুমি যে একশোটা 'আমি' জড়াচ্ছো।"

"এই দ্যাখ ভাই—এই শালা 'অহং'বেটা, গারদের পাহারাওলার মত এক লহমা ছেড়ে যেতে চায় না—আচ্ছা শেখাচ্ছি এবার।"

বলিয়াই আপনার নাক-কাণ মলিয়া শ্রীপতিকে টানিয়া লইয়া গিয়া কনের পাশে বসাইয়াই মন্ত্র পাঠ আরম্ভ করিয়া দিল।

পরদিন বর-কন্যা বিদায়ের সময়ে আবার যখন গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়া চৌধুরী বাড়ী সরগরম করিয়া তুলিল—তেমনি সময়ে আকুলু আর নীলু ডোম নয়ান-বৌকে মাঝখানে করিয়া লইয়া আসিয়া

যখন সভাতলে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিয়াই সকলে অবাঙ্-মুখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

তিন জনেরই পরণে গেরুয়া—সর্ব্বাঙ্গে ছাপাকাটা—মাথার উপর এক একটা কাপড়ের পোঁটলা। বিশেষ করিয়া নয়ান-বৌ তাঁহার রাশিকৃত চুলের বোঝা একেবারে কামাইয়া এমন পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিল যে,—দেখিলে সহসা আর চিনিবার জো ছিল না। ধীরে ধীরে মাথার পোঁট্লা নামাইয়া—তাহার ভিতর হইতে একটি ক্যাস্‌বাক্স বাহির করিয়া সুরেশের পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া নয়ান মধুর হাসিয়া কহিল—

"বাবু—এ আমার পাপের কড়ি—বর-কনেকে দিতে পারি নি, দয়া করে অনাথ-আশ্রমের কাযে লাগাবেন, তা নইলে আমার প্রাচিত্তির হবে না।"

সুরেশ ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"সবাই মিলে এমন করে চলেছ কোথায়?"

"পাপমুখে কেমন করে বলি,—শ্রীবৃন্দাবনে। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন—শ্রীগোবিন্দের চরণে যেন মতি হয়, হরিবোল—হরিবোল—"

"হরিবোল—হরিবোল!"

বলিতে বলিতে সেই মুহূর্ত্তে রামমণিও সহসা অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া—তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া করযোড়ে বলিল—

"আমাকেও ওই আশীর্ব্বাদ করতে ভুল না।"

"সে কি—সে কি?"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বলিতে বলিতে সুরেশ অধীর হইয়া উঠিল। রামমণি মৃদু হাসিয়া জবাব করিল—

"আর কেন বাবা? সঙ্গী পেয়েছি, বেলাও যে পড়ে এলো, একলা হলে তো পথ চিন্‌তে পারবো না।"

সকলেই অবাক হইয়া গেল। তেমনি সময়ে চক্রবর্ত্তী সহসা ছুটিয়া আসিয়া উচ্চকণ্ঠে সায় দিয়া বলিল—

"যা যা—শীগ্গির পালা, বেঁচে গেলি—সে টেনেছে—সে টেনেছে—দেরী সইবে না,—শীগ্গির পালা—হরি নাম করতে করতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যা। মুখে খালি বল্—"

"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

"হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।"

সকলের সমবেত কণ্ঠের উচ্চ হরিনামের রোলে বিদায়ের ক্ষণ পবিত্রতাময়—পুণ্যময়—মধুময় হইয়া উঠিল।

সম্পূর্ণ